৭১-৬৭৭ রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
574	27/1/73	[illegible]			
549	28/1/1				
324	3/7	[illegible]			
311	[illegible]	27-3-81			
1123	13/4/81	14/1			
284	6/4/92				

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

হরিশ্চন্দ্র।

(পৌরাণিক নাটক।)

(১৩০৫ সাল, ২৬এ ভাদ্র)

(ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।)

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ
শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(ষ্টার থিয়েটার, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৬ সাল।

মূল্য ।।৵০ দশ আনা।

ଗ୍ର- ୫୨

Acc ୨୧୫

୨୬/୧୦/୨୦୨୪

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা

সহায়।

সিয়াড়শোল রাজকুলভূষণ পরম পূজ্যপাদ
শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া মহোদয়

শ্রীচরণকমলেষু।

মহাত্মন!

সে আজ বহু দিনের কথা, যখন এই কলিকাতা নগরীতে জাতীয় নাট্যশালার নব অভ্যুদয়, এবং আমার নাট্যজীবনের প্রথম শৈশব;—সেই সময় যখন একবার নাট্যশালার ও নটগণের মহাসঙ্কটের দিন উপস্থিত হয়, তখন দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে স্বজাতি প্রেমের ও সহৃদয়তার বীরত্বে আপনি আমাদিগের বিপদে সহায় হইবেন বলিয়া অযাচিত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আপনার সেই ধীর মধুর স্নেহময় সৌহার্দ্দ আমি কখন ভুলি নাই—কখন ভুলিব না। বঙ্গনাট্য ইতিহাসের ও আমার ক্ষুদ্র জীবনের সেই বিশেষ ঘটনার সহিত আপনার গৌরব সমুজ্জ্বল নামের সম্বন্ধ স্মরণ রাখিবার জন্য এই নাটকখানি আপনার চরণে উৎসর্গ করিলাম;—আপনি কখন কাহাকেও তাচ্ছল্য করেন নাই ইহাকেও করিবেন না জানি।

কলিকাতা।
ষ্টার থিয়েটার,
ভাদ্র ১৩০৬ সাল।

প্রণত,
শ্রীঅমৃতলাল বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ধর্ম্মরাজ।			
বিঘ্নরাজ।			
রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।			
হরিশ্চন্দ্র	...	...	অযোধ্যাধিপতি।
রোহিতাস্য	...	...	হরিশ্চন্দ্রের পুত্র।
বিদূষক।			
জলধরসিংহ শম্ভুসিংহ	...	...	সেনানায়কদ্বয়।
কামন্দক	...	...	বিশ্বামিত্রের শিষ্য।
বটুক পাঁড়ে ফেকু ইত্যাদি	...	...	বারাণসীর ব্রাহ্মণগণ।
বাণভদ্র	...	...	বনচররাজ।
শিবনারায়ণ	...	...	বারাণসীর জনৈক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ।
জটাধারী	...	...	শিবনারায়ণের ভাগিনেয়।
পরাহু ঝিমন	...	...	চণ্ডালদ্বয়।

প্রহরিগণ, বনচরগণ, সারথী, সৈন্যগণ, মুনিগণ, মন্ত্রী, অমাত্যদ্বয়, নাগরিক, বৈতালিক ও চণ্ডালগণ।

স্ত্রী।

শৈব্যা	...	...	রাজমহিষী।
মাধুলী	...	...	বিদূষকের স্ত্রী।
কদম্বা	...	...	শিবনারায়ণের স্ত্রী।

ত্রিবিদ্যা, সখিগণ, মুনিকন্যাগণ, নাগরিকপত্নী ও চণ্ডালিনীগণ।

হরিশ্চন্দ্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। এত স্পর্দ্ধা দেবতাদের! এত অহঙ্কার—এত দর্প কিসের! চণ্ডাল যজ্ঞ করেছে তা তোমাদের কি! আমি যে স্থলে উপস্থিত, আমি যেখানে হোতা সেখানে তোমাদের যেতে অপমান! আমি কে তা জাননা? ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করে তপঃপ্রভাবে স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েছি, তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে বলপূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেছি, তপঃপ্রভাবে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ধ্বংস করেছি! থাক সব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব বুঝবো! তপস্যায় কি না হয়! ব্রহ্মা শুধু সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, শিব লয় করেন; আমি এবার মহা তপস্যায় ত্রিবিদ্যা সাধন করবো! একা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করবো! ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্মের

মর্য্যাদা কোথায়? ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য সেই চণ্ডাল, আমার মত হোতাকে দিয়ে যজ্ঞ করতে গেল, আর ধর্ম্মের এমনই প্রভাব যে তার যজ্ঞপূর্ণ হ'ল না! ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম মিথ্যা কথা!

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। কে বলে ধর্ম্ম নাই?

বিশ্বা। আমি—আমি—আমায় চেননা?

ধর্ম্ম। বেশ চিনি! সেই জন্যই এসেছি। আত্মমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন করলে আমার প্রাণে আঘাত লাগে তাই তোমাকে সাবধান করতে এসেছি। ধর্ম্মের প্রভাব কি তুমি আজও জানতে পারনি? ধর্ম্মের প্রভাব না থাকলে কি তুমি ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ হ'তে পার, না বশিষ্ঠের শত পুত্রকে নষ্ট করতে পার?

বিশ্বা। না চণ্ডালের যজ্ঞ পণ্ড করতে পার!—না ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গের অর্দ্ধপথে স্থাপিত করতে পার!—বল বল।

ধর্ম্ম। দেখ ধর্ম্ম আছেন বলেই চণ্ডালের যজ্ঞ হয় নাই, ত্রিশঙ্কুও স্বর্গে যায় নাই।

বিশ্বা। ভাল, পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম দান এবং স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব;—এ কথা তো স্বীকার কর? তোমার এমনই মহিমা যে, যে বলিরাজা সর্ব্বস্ব দান করলে, তা'কে দিলে পাতালে পাঠাইয়ে, আর ঋচিকমুনি কবে একমুঠা ছাতু দান করেছিলেন বলে তাঁ'র অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করলে! সতীত্বের আদর্শ স্থানীয়া জনক-নন্দিনী—তোমার অনন্ত-কৃপায় তাঁ'র পাতালে প্রবেশ।

ধর্ম্ম। কৌশিক ক্রোধ সংযত কর, তপস্বীর ক্রোধ ভাল নয়। ক্রোধে তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হতেছ। একটু বুঝে দেখ না।

বিশ্বা। থাক, আর বুঝতে চাইনা।

ধর্ম্ম। আচ্ছা অচিরেই তোমায় বুঝাইয়া দিব। আমার অস্তিত্ব তোমার দ্বারাই পরীক্ষিত হবে। যতদিন সূর্য্যদেব পূর্ব্ব আকাশে প্রকাশ হবেন, যতদিন সুমেরু পর্ব্বতে দেবতাদের বাস থাকবে, জগৎপ্রাণ সমীরণ যতদিন ধরাধামে সঞ্চালিত হবে, ততদিন আমার অস্তিত্ব লোপ হবে না—স্থির জেন। জগতে আমার অস্তিত্ব,

[প্রস্থান

বিশ্বা। থাক, আর বলিবার আবশ্যক নাই। [illegible] [illegible] একবার

[illegible]মার [illegible] [illegible]

[illegible] করা যাক ;—বিলম্বে [illegible]

[illegible]। কামন্দক !—

অনেকেই আমাকে চেনেন না। মানব! দেখদেখি বিঘ্নরাজ জাগ্রত কি না;—তুমি আহার করতে বসেছ, তোমার গৃহিণী আদরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন শুদ্ধ অন্ন সাজিয়ে তোমার সম্মুখে দিয়ে বসে ব্যজন কচ্ছেন, তুমি গ্রাসটী মুখে তুলবে, আর আমি সেই মল্লিকা ফুলের ন্যায় অন্নমুষ্টির ভিতর একটী মৃত মক্ষিকা হ'য়ে আছি—বস্! বিঘ্ন হ'ল আহার হ'ল না। তুমি কন্যার বিবাহ দেবে—পাত্র স্থির, অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করেছ, আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছ, পাত্রীর গাত্রেও শুভ হরিদ্রা স্পর্শ হয়েছে,—এমন সময় আমি বরকর্ত্তার প্রাণের ভিতর গিয়ে একবার উঁকি ঝুঁকি মেরে একটা বিপরীত দাবী ক'রে বসলেন;—তুমি অক্ষম— ।—এখন তোমার মান সম্ভ্রম জাতি সব যায়! বসেছ—মনের মতন সহধর্ম্মিণী, প্রফুল্ল- গৃহ পরিপূর্ণ, কোন সুখের —আমি একটু খসিয়ে

দিকেই আমার নিজের একটু বেশী টান। আপাততঃ বিশ্বামিত্র কিছু অধিক বাড়াবাড়ী করছেন, ত্রিবিদ্যা সাধন করে সৃষ্টিস্থিতি লয়ের অধিকার লাভের চেষ্টায় আছেন—দেবগণ সশঙ্কিত—অকূলের কাণ্ডারী আছি আমি বিঘ্নরাজ ;—কিন্তু নিজে কিছু করবার গো নাই, মনুষ্যের দ্বারা বিঘ্ন করাতে হবে, নইলে এ সাধন পণ্ড হবে না। এক কাজে দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাক। রাজা হরিশ্চন্দ্র সুখের চরম সীমায় উপনীত হয়েছেন, আমার ভিতরটাও কেমন কেমন করছে—শৈব্যার বড় সোহাগ, বড় অভিমান!—হরিশ্চন্দ্রকে দিয়েই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন করা যাক। (সহাস্যে) প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে বিঘ্ন করলেম, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নষ্ট করলেম, দেব দেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করলেম, আর এ তো ক্ষত্রিয় ঋষির যজ্ঞ তপস্যা! বরাহ রূপ ধরি,—দুর্দান্ত বরাহের সংবাদ পেলে, ক্ষত্রিয়ের মৃগয়া-লুব্ধ-মন কিছুতেই স্থির থাকবে না! শুভস্য—অর্থাৎ বিঘ্নস্য—শীঘ্রং শীঘ্রং!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদূষকের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(বিদূষক ও মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। আমি তো আর নেকি নই, কচি খুকীও নই! আমি সব বুঝতে পারি!

বিদূ। এর আর বোঝাবুঝি কি! কুলপতির আদেশে কাল

রাজা অন্তঃপুরে যাননি সমস্ত রাত্রি জেগে ছিলেন, তাই আমি আসতে পারিনি।

মাধুরী। হাঁ গো হাঁ, ও সব আমরা বুঝতে পারি, তা আর এলে কেন? যেখানে ছিলে সেইখানেই যাও—কুলপতির আদেশে!—কুলপতির তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই তাই রাজাকে বলে পাঠালেন যে সমস্ত রাত্রি জেগে পথে বসে তারা গুণো।

বিদূ। আমি কি তোমায় মিছে কথা বলছি? তুমি তো জান আমি সত্যবাদী! জিতেন্দ্রিয়! পরমাত্মা! সনাতন! বিশ্বাস না হয় একবার লোক পাঠিয়ে খবর নাও।

মাধুরী। লোক আর পাঠাতে হবে না। আমার মরণ নাই! (রোদন।)

বিদূ। আঃ ক্রমেই বাড়তে চল্লো; আর ভালমানুষিতে হয় না, নিজমূর্ত্তি ধরতে হ'ল।

মাধুরী। মরণ আর কি বয়স যেন কমছে! তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখন দিনকের দিন রস বাড়ছে।

বিদূ। বাড়ছে তো বাড়ছে—বেশ হচ্ছে। ভাল কথা বল্লে, সত্য কথা বল্লে বুঝবে না, কেবল ভ্যান ভ্যান ভ্যান—সমস্ত রাত্রি জেগে বাড়ী এলেম একটু সুস্থ হ'ব, তা নয় ভ্যান ভ্যান আরম্ভ করলে, ভাল আপদ।

মাধুরী। আমি তো আপদ হ'বই গো! যে সম্পদ তারই কাছে যাও, আবার আপদে কেন এলে?

বিদূ। ওগো না গো না! আমায় কি তুমি চেননা? আমি সে রকমের লোক নই, আমার শরীরে কোন দোষটী নাই, তা না হলে এত আহার করতে পারি।

মাধুরী। তা না কল্লে আমাকে জ্বালিয়ে মারবার বল পাবে কোথায় ?

বিদূ। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে! দেখ এই উদরের মধ্যেই তো ব্রহ্মণ্যদেব আছেন, সেই পেটে হাত দিয়ে দিব্বি করে বলছি—কাল সমস্ত রাত্রি রাজার কাছে ছিলেম। আমি কি আর কোথাও যাই,—মন প্রাণ উদর এক তোমাকেই সমর্পণ করে রেখেছি।

মাধুরী। তবে সেদিন যে সোণাটুকু পেয়েছ সেটুকু আমাকে দাও।

বিদূ। ব্রাহ্মণি আমার যথা সর্ব্বস্বই তো তোমার।

মাধুরী। তা'ত জানি—তোমার যথার মধ্যে ঐ মধুর বাক্যি, আর সর্ব্বস্বের মধ্যে উদরটা; তা ও যথা সর্ব্বস্ব আর কেউ কেড়ে নিতে যাচ্ছে না, ও তোমারই থাক; এখন সেই সোণাটুকু আমাকে দাও।

বিদূ। তুমি স্ত্রীলোক সোণা কি করবে ?

মাধুরী। ঘরে বড় মশা হয়েছে ধোঁয়া দেব! স্ত্রীলোকের সোণার দরকার নাই—যা বল্লে! তোমার কি দরকার? গলায় হাঁসুলী গড়িয়ে পরবে নাকি ?

বিদূ। না, গলায় যা তোমার আঁকসুলি পরেছি তাই ভাল, আর হাঁসুলীর দরকার নাই। তুমি কি ঠাউরেছ ঐ সোণাটুকু গহনা গড়িয়ে পরবে নাকি ?

মাধুরী। কি রকম বুঝছ ?

বিদূ। বুঝছি স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

মাধুরী। তোমার মত পুরুষ মানুষের বুদ্ধির চেয়ে আমাদের মেয়েমানুষের বুদ্ধি ঢের ভাল। কি মন্দ কথাটা আমি

বলেছি, সোণাটুকু গহনা গড়ালে ভাল হয়, না অমনি রাখলে ভাল হয়? সোণা থাকলে কি আর দু'দিন থাকবে, তুমি যে উড়ুনচড়ে।

বিদূ। বলি তোমার কথা তো শুনতে আমি বাধ্য নই। আমি হলেম পুরুষ মানুষ, উপার্জ্জন করলেম আমি। মহারাণী অন্নসংক্রান্তির ব্রত করে এ রাজ্যের মধ্যে সুব্রাহ্মণ আর পেলেন না তাই আমায় দিলেন। উপার্জ্জন হ'ল আমার আর দাও কি না ওঁর গহনা গড়িয়ে; কি মজার কথাটা বল্লে আর কি! আমার উপার্জ্জন আমি তোমায় কেন দেব?

মাধুরী। স্বোয়ামী উপার্জ্জন করেই তো স্ত্রীকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে থাকে, নয় তো মেয়ে মানুষে আবার গহনা কোথায় পাবে।

বিদূ। আঃ রাখ তোমার স্বোয়ামী, সে পাত্রই আমি নই। কত বুদ্ধি কৌশলে, কত কষ্ট করে, কত বিদ্যা খরচ করে, আমি উপার্জ্জন করলেম—আর ওঁকে দাও গহনা গড়িয়ে।

মাধুরী। ভিক্ষের আবার কষ্ট কি? কৌশল কি?

বিদূ। তুমি মেয়েমানুষ জানবে কেমন করে। আমার বিদ্যার দৌড়টা কত তা জান? এ অযোধ্যা রাজধানীর মধ্যে মহারাণী আমার মত সুপণ্ডিত আর খুঁজে পেলেন না তাইতো আমায় দান কল্লেন। আমার বিদ্যা তুমি কি বুঝবে।

মাধুরী। আমার বুঝে কাজ নাই, তুমি কালই সোণামুখীর পাতা বেটে খেও নয় তো বিদ্যের চোটে পেট ফেঁপে মারা যাবে।

বিদূ। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা আমি মারা যাব? পাষণ্ডী, কুলকুণ্ডলিনী, প্রবল বলনাদিনী, কুঞ্জরবাহিনী—

মাধুরী। ও গো থাম গো থাম, আর গালাগাল দিতে হবে না,

আমি ও সব বুঝতে পারি, আমি তোমার মত অতটা নিরেট নই। এখন কি করবে তা বল ?

বিদূ। করবো আর কি—সোণাটুকু পুঁতে রাখবো, আর রোজ সকাল বেলা একবার করে দেখে চক্ষু জুড়ুব ;—যেমন কৃপণেরা করে।

মাধুরী। কেন আমার গায়ে গহনা দিয়ে দেখনা। তাতে তো তোমার চোখ পুড়ে যাবেনা ?

বিদূ। কি জান ব্রাহ্মণী এতক্ষণ খুলে বলিনি, মনটা বড় ভাল নাই ; ক'দিন থেকে গাটা কেমন ছম্ ছম্ কচ্ছে।

মাধুরী। ঢং দেখ ! পেঁচোয় পেয়েছে না কি ?

বিদূ। না পেঁচোয় পায়নি—পেয়েছে পেতনীতে। তা'ত অনেকদিন পেয়ে আছে তাতে তো এমন ধারাটা ছিল না। মহারাজও ক'দিন থেকে অন্যমনস্ক, মহারাণীর মন ভার ভার, কে জানে কি রকমটা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা।

মাধুরী। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা বুঝতে পারবে না, আমরা বেশ বুঝতে পারি, রাজা রাণীতে ঝগড়া হয়েছে।

বিদূ। এ প্রায় তুমি আমি, সে দিন রাত্তির রাবণের চুলো জ্বলেই [illegible] কথাতেও ঝগড়া—মন্দ কথাতেও ঝগড়া। তা নয় তা [illegible] রাজা রাণীর তা নয়, যেন কপোত কপোতি,—বক্ বক্ বকম্ বকম্ ! এক জীউ এক প্রাণ।

মাধুরী। ঝগড়া কি আমি করি ?

বিদূ। তা আমিই কি ঝগড়া করি ?

মাধুরী। না তা কেন, শুধু আমার সঙ্গে কেন ?—দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া, লোক দেখলেই ঝগড়া করবার জন্য

তোমার নাড়ীগুলো খাম্‌চে খাম্‌চে ওঠে। বলেন—আমি স্পষ্ট কথা কই।

বিদূ। দেখ স্বামীনিন্দা গুরুনিন্দা—মহাপাপ!

মাধুরী। আর স্ত্রীনিন্দা মহাপুণ্য! এক-শ’ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল!

বিদূ। এ যে বড় জ্বালাতন করলে গা:

মাধুরী। তোমার জ্বালা তুমি আপনিই কচ্ছো, আমি তন্‌টুকু বৈত নয়।

বিদূ। দেখ বারম্বার আমায় রাগিওনা, ভাল হবেনা বলছি।

মাধুরী। আর ভালয় কাজ নাই, এর চেয়ে ভাল আর কি হবে? একখানা ভাল কাপড় পরতে পাই না, একখানা ভাল গহনা গায়ে দিতে পাই না। আবার এর চেয়ে ভাল কি?

বিদূ। আবার রোদনং, না খালি ফোঁপায়তি বদনং। চোখ দিয়ে তো এক ফোঁটা জল বেরুচ্ছে না; একটা লঙ্কা নিয়ে এসে চখে দাও খানিকটা জল বেরুক।

মাধুরী। আমার বাপ মা আমায় যে মানুষের হাতে দিয়েছেন তা’তে দিন রাত্তিরই চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর লঙ্কা দিতে হবে না।

বিদূ। ওঃ তাই বটে, রুগীর মুখেই ব্যক্ত, দিন রাত্তির কেঁদে কেঁদে আমার অকল্যাণ কর।

মাধুরী। ওঃ কর্ত্তার জ্বল জ্বলাট সংসার! আমি কেঁদে কেঁদে হাতীশালের হাতী গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া গেল, মরাইয়ের ধান উপে গেল, শাল দোশালা পুড়ে গেল, হীরে মতি চুরি গেল, মহাজনি কিস্তী সব ডুবে গেল;—

বিদূ। বলি তা না হ’ক আমার অভাব তো কিছুই নাই।

মাধুরী। না! তবে যা একটু বুদ্ধি শুদ্ধির।

বিদূ। যাক মিছে বকাবকি করে বেলা হয়ে গেল আমি রাজবাড়ী চল্লেম, আসতে একটু বিলম্ব হবে, খাবার দাবার যেন প্রস্তুত থাকে।—দেখ অনেক দিন থেকে খেতে ইচ্ছা,—আজ একটা কুষ্মাণ্ড পুড়িয়ে রেখ দেখি ;—

মাধুরী। আমার গহনার ব্যবস্থা না কল্লে কুষ্মাণ্ড কি?—ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে রাখবো, এসে যত পার খেও।

বিদূ। প্রেয়সী প্রেমময়ী মানময়ী শুভঙ্করী! রাগ করো না।

মাধুরী। আমার গহনা না দিলে আমি কিছুই করবো না।

বিদূ। হ্যাঁ—দেখ ঘরের ভিতর বড় গরম, খাবার জায়গাটা দাওয়াতে করো।

মাধুরী। রাঁধবনা তার খাবার জায়গা!

বিদূ। আমি চল্লেম, হ্যাঁ দেখ জলে একটু কর্পূর দিয়ে রেখো।

[প্রস্থান।

মাধুরী। তুমিও চল্লে আমিও দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে শুইগে। আমার অতি বড় দিব্বি যদি আমি আজ রাঁধি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজবাটীর অলিন্দ।

(হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাবা আজ আচার্য্যের কাছে পড়তে যাওনি?

রোহিত। আজ দ্বাদশী পড়া নাই।

রাজা। কেন তোমার চোখ ছল্ ছল্ করছে কেন? চুপ করে রয়েছ কেন?—কি হয়েছে বল?

রোহিত। আজ মা আমাকে গালাগালি দিয়েছেন।

রাজা। কেন গালাগালি দিয়েছেন?

রোহিত। আমি বলেছিলেম "আমি ছোট ঘোড়ায় আর চড়বো না, একটা বড় ঘোড়া কিনে দাও",—মা বল্লেন "তুমি দুঃখিনীর পুত্র",—

রাজা। (স্বগত) এ শ্লেষ পুত্রকে নয়—আমাকে। (প্রকাশ্যে) আমি কালই তোমায় ভাল ঘোড়া কিনে দেব।

রোহিত। হ্যাঁ বাবা! আমি রাজপুত্র, আমি দুঃখিনীর পুত্র কেন হ'তে যাব—

রাজা। রাণী বোধ হয় তখন আর কাহারও উপর বিরক্ত ছিলেন, কি বলতে কি বলেছেন। তুমি কেঁদনা—যাও খেলা কর গিয়ে, আমি রাণীকে বলবো এখন তিনি তোমায় আর কিছু বলবেন না।

রোহিত। দেখ বাবা, আমার বড় ঘোড়া চাই, ছোট ঘোড়ায় আর চড়বো না।

রাজা। আচ্ছা তুমি এখন যাও খেলা করগে।

[রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

আজ রাণীর দুর্জ্জয়মান, একেতো সহজেই মানিনী, তারপর কাল রাত্রে সম্বাদটী পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি;—আজ আর রক্ষা নাই, তার সূত্রপাতও তো শুনলেম।

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। এস বয়স্য চল অন্তঃপুরে যাই চল। কাল রাত্রে

রাণী বাসক সজ্জা করেছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি আমার উপর কত অভিমান করেছেন।

বিদু। একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ! মহারাজ তবে আর বিলম্ব কেন—চলুন, ভায়ারও ফলার আমারও তাই, তবে আমাদের হ'ল পেষাদারী প্রেম, তাই পেষাদারী রকমের মান হয়েছিল, আর আপনাদের হ'ল সকের প্রেম, মানও সকের হবে। আমি গিয়ে দেখলেম মুখ যেন তোলো হাঁড়ী, আপনি দেখবেন যেন মুদিত কমলিনী। আমার হয়েছে হাতছড়ীর ব্যবস্থা, আপনার হবে ফুলের ছড়ির ব্যবস্থা। কিন্তু ঝামেলা উভয়েরই সমান। আমি যাহ'ক এক রকম ঠাণ্ডা করে এসেছি, আপনার তো তা হবে না। আপনি শ্লোক সমস্যা মুখস্থ করে নিন্, আর সারে গামা সেধে নিন্, প্রথমেই যখন অবগুণ্ঠন টেনে দেবেন, অমনই "মুঞ্চময়ী মানমনিদানং" তার পর "দেহি পদ-পল্লব মুদারং।"

(দূতের প্রবেশ)

রাজা। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ! বাণভদ্র নামে সেই বনচর-রাজ এসেছে, চরণ দর্শন প্রার্থনা করে।

রাজা। আসতে বল।

[দূতের প্রস্থান।

বিদূ। দেখুন মহারাজ, নামটা শুনে মনটার ভিতর কেমন ছাঁৎ করে উঠলো।

রাজা। কেন নাম তো বেশ—বাণভদ্র।

বিদূ। না মহারাজ ও বেটা নামে ভদ্র কিন্তু কাজে নিশ্চয় মঙ্গলবার।

রাজা। মঙ্গলবার কি রকম?

বিদূ। মঙ্গলবার নামটী বেশ, কিন্তু বেটার মঙ্গলবারে যত অমঙ্গল; মঙ্গলবারে মলেও একপোয়া দোষ, মঙ্গলবারে যাত্রা নাই, ক্ষৌরি নাই, গৃহপ্রবেশ নাই, সাধভক্ষণ নাই, একটা অন্নপ্রাশন নাই যে দুটা ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়।

রাজা। আচ্ছা তুমি এত খাই খাই কর কেন বল দেখি? আমার তো ক্ষুধাই হয় না।

বিদূ। মহারাজ ক্ষুধার একমাত্র মহৌষধ হ'ল অন্নাভাব, সাক্ষাৎ জরাসিন্ধু! আপনার তা নাই সুতরাং ক্ষুধাও নাই, আর আমি ঐটুকু বজায় রেখেছি তাই ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করি।

(বাণভদ্রের প্রবেশ)

বাণ। অবধান মহারাজ।

রাজা। কি, বাণভদ্রের খবর ভাল?

বাণ। আরে নারে রাজা, একটা বোরা আস্‌ছে হাম্‌রা কেউ তাকে মারতে পারে না, একেবারে হুট্‌পাট্‌ করে এক একটা গাঁও ভুস্মিনাশ কর্‌ছে। তু চল্‌, তুরন্ত সেটা মেরে দে। আজ্‌ই চল্‌ আমি সাথে লিয়ে যেতে এসেছে। বোরা যে মহারাজ, যেন ঘিউ ফেটে বারুচ্চে, তোর দশটা বাপের ছরাদ্‌ হয়।

রাজা। বয়স্য দেখ আবার ব্যাঘাত উপস্থিত, মহারাণী সারা নিশি উৎকণ্ঠায় যাপন করেছেন, আজ প্রভাতে তাঁর মদনপূজা, তা'তে দেখছি উপস্থিত থাকতে পারবো না। প্রজার উপর উৎপাত, অন্য কোন কারণে আমি বিলম্ব করতে পারি না।

বিদূ। কেন মহারাজ শিকারীদিগকে পাঠিয়ে দিন না, নিজে কেন যাবেন।

বাণ। ও সে বোরা না রে বরাস্তন সে বোরা না। এই এতোবোড়ো দাঁত, ম্যাঘ্‌সে বি কালা। ও বাবা কি আওয়াজ রে, যেন এক-শ নাকারা বাজচে। সে আর কেও পারবে না—সে বান্দুয়া পারেনি—সে আর কেও পারবে না। তু চল্‌রে রাজা, তু চল্‌।

রাজা। আচ্ছা তুমি যাও, শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত করতে বল, আর পঞ্চাশজন অশ্বারোহী যেন প্রস্তুত হয়।

বাণ। ভালা ভালা, তু আ।

[প্রস্থান।

রাজা। বয়স্য তুমিও চল এখনই মৃগয়ায় যাত্রা করতে হবে।

বিদূ। ও বাবা সে আবার কি রকম? আবার আমায় কেন? বামুনের ছেলে দিবারাত্রি বিদ্যা চর্চ্চাই করে এসেছি, আর ভোজন করে লোকের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে এসেছি, অস্ত্র শিক্ষা তো কখনও করিনি।

রাজা। নাহে না তোমায় আর অস্ত্রধারণ করতে হবে না।

বিদূ। তবে কি জানেন যার একটা বিদ্যা জানা আছে তার সব ক'টাই আপনা আপনি নখদর্পণ হয়ে পড়ে, সত্যি সত্যি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিনি বলে কি আর বঁটীখানা কাটারিখানা ধরতে জানিনা। যদি কখনও যুদ্ধ টুদ্ধ বাঁধে বিক্রম একবার দেখে নেবেন। তবে জীবহিংসাটা করতে বড় ইচ্ছা করিনা।

রাজা। আরে না না, তোমায় জীবহিংসা করতে হবে না।

বিদূ। আর ভোজনের বিষয়টা।

রাজা। খাদ্য দ্রব্য সব সঙ্গেই যাবে, আর বনে ফলমূল তো যথেষ্ট আছে।

বিদূ। বনে!!

রাজা। মৃগয়া কি রাজপথে হবে না কি? না অন্তঃপুরের ভিতর হবে?

বিদূ। ও বাবা বনে যেতে হবে? মহারাজ! আমার তো তাদৃশ চরিত্র দোষ ঘটেনি, কেন অকস্মাৎ বনবাস দেবেন? আরও এক কথা, মা জানকীর পূর্ণ গর্ভে বনবাস হয়েছিল, সম্প্রতি আমার গর্ভ যে একেবারেই শূন্য, ব্রাহ্মণীর সহিত ঝগড়া করে এসেছি আজ আর আহারের মূলেই সম্ভাবনা নাই।

রাজা। না হে না তোমার আহারের কিছুমাত্র কষ্ট হবে না।

বিদূ। যে আজ্ঞা, রাজ-আজ্ঞা তো লঙ্ঘন করবার যো নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণীর যে অবস্থা দেখে এসেছি, একবার চরণে বিদায় না নিয়ে এলে আমার জন্মের মত বনবাস হবে।

রাজা। আবার বিদায় কি? একজন প্রহরীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাও।

বিদূ। মহারাজ! ঐটুকু ক্ষমা করুন—তা হ'লে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা দুইই হবে।

রাজা। তবে শীঘ্র যাও, আমি আর বিলম্ব করতে পারবো না, আমি বনের সীমান্তে অপেক্ষা করবো, তুমি কোন দ্রুতগতি যান ল'য়ে আমার সহিত সেথায় মিলিত হয়ো—দেখ বিলম্ব করোনা।

বিদূ। বিশেষ প্রেমালাপের তো সম্ভাবনা নাই—বিলম্ব আর কি নিয়ে হবে?

রাজা। আর দেখ প্রতিহারীকে বলে যেও, যে একজন পরিচারিকাকে এখানে আসতে বলে।

[বিদূষকের প্রস্থান।

মৃগয়ার প্রমত্ত উত্তেজনার সম্ভাবনাতেই প্রাণ উল্লসিত হ'য়ে উঠছে!

আবার বরাহ শিকারে বিশেষ নিপুণতা, সমধিক শ্রমের আবশ্যক ; রাজভবনের অলস বিলাসে দেহ যেন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। কি উৎসাহ—কি আনন্দ! প্রাসাদের বিধিবদ্ধ পাদবিক্ষেপ, অঙ্গ-চালনা, বাক্যবিন্যাস ক্ষণকালের জন্য বিদায় দিয়ে কখনও বা অশ্ব-পৃষ্ঠে, কখনও বা দ্রুতপদে কণ্টক লতা কর্ত্তন করতে করতে উন্নত বল্লম হস্তে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বরাহের পশ্চাৎধাবন—দৃঢ় মুষ্টি স্থির দৃষ্টি—

(পরিচারিকার প্রবেশ)

এই যে তুমি এসেছ ; দেখ দেবীকে বলগে যে কুলদেবের অনুজ্ঞায় জাগরণব্রত রক্ষা করবার জন্য রাত্রিতে আমি অন্তঃপুরে যেতে পারি নাই ; এখনই যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেম কিন্তু হঠাৎ বাণভদ্র সংবাদ নিয়ে এসেছে, যে একটা দুর্দ্দান্ত বরাহ সীমান্তের গ্রামাদিতে বিশেষ উৎপাত কচ্ছে, শীকারিরা তাকে বিনাশ করতে অক্ষম, প্রজার কষ্ট,—আমার আর বিলম্ব করবার অধিকার নাই ; দেবী ক্ষুণ্ণ না হন, আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করে তাঁর মদন পূজায় উপস্থিত হ'ব।

পরি। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। বন সন্নিকট, অষ্টাশ্ব যোজিত রথ—কতইবা বিলম্ব হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

(বনচরগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝঝ্‌ড়া ঝড় ঝঝ্‌ড়া ঝড় কক্কড়া কড় কাড়া।
বন বেড়ে বেড়ে বেড়ে দে তাড়া দে তাড়া ॥
লাঠি লাগা, তীর তাগা, বাগা ভাগা,
জা'গা জা'গা জা'গা চুড়ে ঝোপ ঝোড়ে গাড়া॥
ভাল্ ভইস গাণ্ডার গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,
হুড়মুড় হুড় হুড় দৌড় ষণ্ডা ষণ্ডা ষণ্ডা ;
হারে রে রে রে রে রে রে ভাঙ্গ মুণ্ডা,
লাগা ডাণ্ডা খাড়া খাড়া খাড়া ॥

[প্রস্থান।

(হরিশ্চন্দ্র ও সারথীর প্রবেশ)

রাজা। একি, কি এ! আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট! আমার বাণ—আমার বর্ষা একটা বরাহ বিদ্ধ করতে অক্ষম! কোথায় যাচ্ছে, দেখি দেখি আর নাই। ঐ-ঐ-ঐ-না-না-না, একি মায়া? আবার স্বর্ণ মৃগের অভিনয় নাকি? আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! হরিশ্চন্দ্রের মৃগয়া ক্লান্তি! সঙ্গী লোকজন তো কাহাকেও দেখতে পাচ্ছিনা ;—

সারথী। মহারাজ, শীঘ্র শীঘ্র, ঐ ঐ—

রাজা। চুপ চুপ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

বিদূষক।

বিদূ। রাজা তো সুখে রথে চড়ে এগিয়ে এলেন, আমায় আজ্ঞা করে এলেন যে, "ত্বরিত যানে এসে মিলিত হও।" পাষণ্ড অর্ব্বাচীন নৃশংস কলহংস যান-বাটীর অধ্যক্ষ, আমায় ত্বরিত যান দিলেন কি না একটা ঘোড়া! আবার ঘোড়া বলে ঘোড়া ত্রিশ হাত উঁচু ঐরাবত। আমার এক-শ বিরাশী পুরুষের ভিতর কেউ কখন এমন ঘোড়ার কাছেও যায়নি, আর উনি সেই ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন। ছেলেবেলায় মাঠে ফক্করে ঘোড়া ধরে ঢের চড়েছি। বেশ মাটিতে পা ঠেকিয়ে কেমন আরামে যেতেম, পড়ে হাত পা ভাঙ্গবার ভয় ছিল না। এ বেটার ঘোড়া এনে দিলে যেন একটা তাল গাছ। মাহ'ক এক রকম করে ধরে তো চড়িয়ে দিয়ে ছিল, কপাল ভাঙ্গল খেজুর ছড়ি মেরে। ওল খেয়ে মুখ নিলে যেমন হয়, বেটার ঘোড়াও তেমনি তিড়বিড়িয়ে উঠল। ত্রাহি মধুসূদন আর কি! গলা জাপটে ধরে প্রেম করতে গেলে কি হয়, ঘোড়ার গলার লাগামে আর আমার হাত পায় একত্রে জড়িয়ে কেমন একটা গোলাম ঘণ্ট হয়ে গেল। চিনে নিতে পারলেম না কোনটা কি। খাবারের পুঁটলিটে তো ঘোড়ার উপর তুলে রেখে ছিল সত্যি, কিন্তু খাই কি করে, হাত পা সব আবদ্ধ। যত দোষ সেই বিধাতার। যদি একটা ল্যাজ দিত, তা হলে বড়ই উপকারে আসত। লাঙ্গুল দিয়ে খাবার তুলে নিতুম আর খেতুম। আর খেতুমইবা কি, বনেও প্রবেশ আর তেঁতুলগাছের ডাল জড়িয়ে

গিয়ে পপাত ধরণীতলে। বনের ঘোড়া বনে গেছে, এখন বামুনের ছেলে কাঁটা ভেঙ্গে চ’। ভাগ্যে চিল বেটা দয়া করে ফেলে দিলে নইলে পাগড়িটে গিয়ে ছিল আর কি। একেই তো শরীরটা একটু আয়েসের হয়েছে, তারপর এই বন জঙ্গলে এই রকম করে ছোটা কি আমার পোষায়? শ্রীচরণ দু’খানি তো কাঁটা ফুটে ঠিক যেন কাঁটালের মত হয়েছে; তার উপর সমস্ত দিন অনাহার, বামুনের ছেলে বেঘোরে মারা গেলেম আর কি। চুলোর বরাহ বেটা তো মরবে না বেটা যেন বে’র কনে—একবার দেখা দেয় আর ফুস্ করে সরে পালায়। না কথাটা বড় ভাল লাগছে না। রাজার বিক্রম তো জানি, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একটা বরাহ মারতে পাল্লেন না। এও কি একটা কাজের কথা! মায়া! মায়া! হিরণ্যকশিপু না বলি-রাজা—কে একজন মায়ামৃগ দেখে ছুটে গিয়ে ঘোর বিভ্রাটে পড়েছিল, এও তাই! যা ঘটবার ঘটুক, আমার তো আর রাজার সঙ্গে থাকা পোষায় না। উপোস করবো, ভিক্ষা করবো, সেও ভাল কিন্তু এমন করে আর ঘোড়ার পেছু পেছু ছুটে বেড়াচ্ছি না। (নেপথ্যে কোলাহল) ও বাবা এ আবার কি! ডাকাত পড়লো না কি? বাবা আমাদের রাজার দেশে তো ডাকাত ছিল না; তবে বুঝি আমাদের রাজার রাজত্ব ছাড়িয়ে এসেছি। ভগবানের কৃপায় হাঁটুনি গাছটী তো কম হয়নি; সেই ঘোড়ায় থেকে পড়ে অবধি কাঁটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুটছি, পা দু’খানির তীরস্থ করবার অবস্থা হয়েছে। (নেপথ্যে কোলাহল) ও বাবা ক্রমেই বাড়ে যে! তা আমার আর ভয় কি? আমার সঙ্গে তো কিছু নাই, থাকবার মধ্যে প্রাণটুকু—তা নিয়ে তো আবাগের বেটাদের পেট ভরবে না। মর বেটারা চেঁচিয়ে মর বেটারা—যত পারিস চেঁচা।

(কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

এ যে দেখছি আমাদেরই মহাপুরুষেরা।

১ম সৈ। এই যে মাধব্য ঠাকুর এখানে, রাজা কোন্ দিকে গেলেন দেখেছেন ?

বিদূ। তোমরা তো মন্দ নও। সমস্ত দিন ব্রাহ্মণটা অনাহারে রয়েছে সে সব কথা গেল, এখন কিনা রাজা কোথা গেলেন !

২য় সৈ। বলি আপনি তো তাঁর সঙ্গেই ছিলেন ?

বিদূ। তোমাদের রাজাটী প্রায় একটী পাকা আম্র, যে গলায় ঝুলিয়ে রেঁখেছিলেম। সে একটা দোর্দ্দণ্ড পাষণ্ড অপোগণ্ড বকাণ্ড ষণ্ড, একেবারে হিমালয় বেগে অশ্বচালনা করে দ্রুত প্রস্থান।

১ম সৈ। চল হে ঐ দিকে চল।

বিদূ। (ধরিয়া) যাও কোথা বাবা, ব্রাহ্মণের ছেলেকে একা ফেলে কোথা যাও ? আমাকে সঙ্গে করে নাও।

১ম সৈ। আসুননা ঠাকুর।

বিদূ। তুমি তো আসুননা বলে বগা ঠ্যাং বাড়াচ্ছ, আমি ও রকম করে চলি কি করে ? দু'জনে দু'খানা কাঁধ দাও বাবা, ব্রাহ্মণের ছেলেকে উদ্ধার কর।

১ম সৈ। নাও এস—ভাল আপদ।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর—উদ্যান।

শৈব্যা।

শৈব্যা। মৃগয়া করতে গিয়ে এত বিলম্ব হবার কারণ কি! কোন কি বিঘ্ন হ'ল? কিসের বিঘ্ন? তাঁর পরাক্রম তো জগতে কা'রও অবিদিত নাই। শুদ্ধ একা আমি তো তাঁর গুণের পক্ষপাতী নই। জগতের সকল লোকেই তাঁর গুণের ও বিক্রমের কথা নিয়ে ধন্য ধন্য করে। তবে কেন বিঘ্নের আশঙ্কা কচ্ছি? শরীরের কোন অসুখ?—তা হ'লে তো ফিরে আসতেন। তবে কেন এত কাতর হচ্ছি? না না, অমঙ্গল চিন্তা করবো না,—কুলদেবতা মহারাজকে সকল স্থানে রক্ষা করবেন।

(রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিত। মা, আজ আচার্য্যের মুখে চমৎকার গল্প শুনে এলেম।

শৈব্যা। কি গল্প বাবা?

রোহিত। পরশুরাম নামে একজন ব্রাহ্মণ নাকি সমস্ত পৃথিবী জয় করে কশ্যপ ঋষিকে দান করেছিলেন?

শৈব্যা। বাবা দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এ জগতে আর নাই।

রোহিত। আচ্ছা মা, সমস্ত পৃথিবী দান কল্লেন তো বাস কল্লেন কোথা?

শৈব্যা। দক্ষিণ সমুদ্র ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে সরিয়ে দিলেন আর সেইখানে কুটীর নির্ম্মাণ করে বাস কল্লেন।

রোহিত। মা তিনি তো বেশ লোক। বাবা কেন সেই রকম করে সমস্ত পৃথিবী দান করুন না। আমি বাণ মেরে সমুদ্র সরিয়ে দেব। কেমন পারবো না মা?

শৈব্যা। (স্বগত) কেন বুক কেঁপে উঠলো!

রোহিত। মা চুপ করে রইলে যে?

শৈব্যা। না বাবা সে তো ভাগ্যের কথা।

রোহিত। মা, বাবা কবে আসবেন?

শৈব্যা। মৃগয়ায় আর কত বিলম্ব হবে।

রোহিত। ফিরে এলে বাবাকে বলবো যেন তিনিও ব্রাহ্মণকে দান করেন। আর্য্য পরশুরামের কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার কেমন মনে মনে হিংসা হচ্ছে। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে অনায়াসে সর্ব্বস্ব দান করতে পাল্লেন, আর আমরা ক্ষত্রিয় হয়ে পারবো না?

শৈব্যা। বাবা তুমি বড় হও, সিংহাসনে ব'স, দান করবে বইকি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাজকুমার আসুন ভোজনের স্থান হয়েছে।

শৈব্যা। যাও আহার করগে।

[পরিচারিকা ও রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

এই বয়সে এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি! জগদীশ্বর! পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্যবলে এই অকলঙ্কচন্দ্র দিয়েছ,—আপদে বিপদে আমার বাছাকে রক্ষা করো।

(সখীগণের প্রবেশ)

১ম সখী। মহারাণী, মহারাজের কোন সম্বাদ পেয়েছেন?

শৈব্যা। কোন সংবাদই পাইনি, তার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছি।

২য় সখী। এর জন্য আর ব্যাকুল কি? এত জানা কথাই আছে, মেয়ে মানুষের মন যেমন পুরুষ মানুষের জন্য কাঁদে,

পুরুষের কি তেমন হয়। আপনি তাঁর জন্য কাতর তিনি কি তা একবারও ভাবেন, মনের উল্লাসে মৃগয়া করে বেড়াচ্ছেন।

৩য় সখী। না লো না, আমাদের মহারাজ তেমন নন্।

২য় সখী। কে কেমন তাকি যেমন তেমন করে বুঝা যায়।

১ম সখী। আচ্ছা মহারাণী, আর্য্য মন্ত্রীকে বলে কোন লোক পাঠালে ভাল হয় না?

শৈব্যা। কোথায় পাঠাব? কোন্ বনে আছেন তার স্থির কি।

২য় সখী। মৃগয়া করতে গেছেন তার আবার লোক পাঠাবেন কি?

শৈব্যা। না সখী, আমার বড় ভাবনা হয়েছে।

১ম সখী। দেবি, উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার মদনপূজা স্থগিত র'য়েছে, মহারাজ অকারণ বিলম্ব করবেন না। আসুন আমরা উদ্যোগ করিগে, তিনি আজই আসবেন।

সখীগণ।— (গীত)

ফুলবাণ আমাদের মেরনাকো ফুলবাণ।
তোমায় করবো পূজা ধনুকধারী দিওনা ধনুকে টান॥
সাজায়ে ফুল থরে থরে, হৃদয়ে নৈবেদ্য করে,
তোমার তরে দিব ধরে, বধোনা কুমারী প্রাণ।
জানি জানি হে অনঙ্গ, নারী-প্রাণে তব রঙ্গ,
করে বালিকার ব্রত ভঙ্গ ঘুচাও তার অভিমান॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

(মুনিকুমারগণের প্রবেশ)

মুনিকুমারগণ।— (স্তব-গীতি)

ক্ষিতিতলতাপং বাসরযাপং সুবিহিত সরসিজ হাসম্।
গচ্ছতি মিহিরো খিলরসচোরো জলনিধিতল কৃতবাসম্॥
স্নিগ্ধা চ্ছায়া সুললিত কায়া, বিলসতি বিপিন বিভাগে।
মলয় সমীরো বহতি সুধীরো গুঞ্জিত মধুকর রাগে॥
মুনিকুলবালা জলমবিলোলা দদতিচ নবতরু মূলে।
হবিরামোদো মানসমোদো, বিহরতি সুরধুনি কূলে॥
বটহিন্তালে তালতমালে সুললিত খগকুল গানম্।
সুমধুরতানং লয়সন্তানং কলয়তি বিভুমহিমানম্॥

[প্রস্থান।

(মুনিকন্যাগণের প্রবেশ)

করুণা। সুধু কি সলিল ঢালে লো তলায়।
পাতাগুলি দেখ ভরেছে ধূলায়॥
ডালে ডালে ডালে দাও সখি জল।
জুড়াক মল্লিকা হ'ক সুশীতল॥

ধীরা। দিতে দিতে জল দেখ সখি হায়।
পাতাগুলি যেন হেসে হেসে চায়॥

ধুয়ে গেল ধূলা সবুজের ঘটা।
নবীন জীবনে কি নবীন ছটা॥

করুণা। আতপের তাপে আহা মরি মরি,
সারাদিন ধরে শুকায়ে শুকায়ে।
ললিত লতিকা মালতী আমার,
একেবারে যেন পড়েছে নতায়ে॥
আন ধীরা ঝারি ধার দেনা বারি,
শুধিব তখন আমি তোর ধার।

ধীরা। শূন্য মোর ঘট দূর নদী তট,
জল কোথা বল পাই আমি আর॥
ফোট ফোট ফুল আমার বকুল,
দিতে হবে মেজে তলাটী লো ওর।
ফেলিয়ে বকুলে যাই চলে কূলে,
মরি কি সোহাগ করুণা লো তোর॥

অমলা। ভানু যায় চলি তবু শঠ অলি,
ছাড়েনা দেখনা ফুল-মধু মায়া।
টগরের দলে, দলে কুতূহলে,
ছিছি ছিছি ছিছি কিছু নাহি হায়া॥

করুণা। হৃদয়-ফুলে আসছে মধু,
ভাবছ কবে আসবে বঁধু,
তাইতে বুঝি সই অথলা,
ধরেছে আজ অলির ছলা?

অমলা। এত করুণা কেন করুণা আমার উপর তোর?
কাজ কি মেনে সবাই জানে, তোমার কপাল জোর।

ফুটবে ফুল বাঁধবে চুল জুড়িয়ে যাবে জ্বালা।
আসছে বর ধরবে কর গলায় দেবে মালা॥

স্থীরা। সাঙ্গ হ'ল রঙ্গ কি লো তোদের মালা পরা?
ফুলের মধুর ছলে বঁধুর কথা ধরা॥
দেখ দেখ গোধূলীতে আকাশ গেছে ছেয়ে।
ভুল্লি নাকি ঘরের কথা বরের ছলা পেয়ে॥

মুনিকন্যাগণ।— (গীত)

কিবা ছায়া ছায়া ছায়া—অতি সুশীতল।
কিবা সুন্দর সিন্দূর আভা—শোভে নভোতল॥
আহা বিমোহন তানে ভাষাহীন গানে,
কিবা নির্ঝরিণী ঝরে—চলে কল কল কল।
আহা ধীর ধীর ধীর সমীর, পরশে মিহির তটিনীর নীর,
কাঁপে কাতরা কমলিনী আঁখি ছল ছল।
তাপিত তরুতলে আলি আয়—আয় ঢালি জল॥

(হরিশ্চন্দ্র ও সারথীর প্রবেশ)

রাজা। আহা শরীর মন পবিত্র হ'ল! এতো আশ্রমের উপকণ্ঠ। অদূরে তপস্বিগণ স্নান করে যাচ্ছেন, এখানে মুনিকন্যারা আশ্রম-তরুতে জল সেচন কচ্ছেন দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল। দেখ সারথী! বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। তুমি অনুচরবর্গকে বলে দাও, কেহ যেন আশ্রমের পীড়া উৎপাদন না করে। সারমেয়াদি মৃগয়ার উপকরণ যেন এতদূর না আসে। আশ্রম-মৃগের প্রতি যেন কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ না হয়। তুমি যাও, দূরে রথ রক্ষা কর, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সারথী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ধীরা। দেখ দেখ ঐ অশোকতলায় কে একটী পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অমলা। বোধ হয় কোন অতিথি হবে।

করুণা। চলনা এগিয়ে যাই।

অমলা। (অগ্রসর হইয়া) মহাশয় আপনি কে?

রাজা। পথশ্রান্ত পথিক।

করুণা। অতিথি? আমাদের পরম সৌভাগ্য, আসুন আসুন কুটীরে আসুন!

রাজা। (স্বগত) মুনিকন্যাগণের কি সরল প্রকৃতি, ইহাদের আতিথ্য স্বীকার করা সৌভাগ্য। (প্রকাশ্যে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম-সান্নিধ্য।

কামন্দক।

কাম। শিবের তপস্যায় নন্দী ভৃঙ্গী দু'জন প্রহরী ছিল, আর প্রভুর তপস্যায় আমি একাই দুই। চুপ চুপ! এই গাছ নড়চো কেন? চুপ! এই হরিণ আস্তে আস্তে যা। বাবাজী একটা বিটকেল ব্যাপার না করে ছাড়বেন না। এবার আবার কিছু খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করেন—গতবারের নারিকেলের মত, এবার একটা কিছু করেন। এই চুপ চুপ! এবার বাবাজীর কিছু বেশী

আড়ম্বরের ঘটা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব একা তিনটে হবেন। মন্তরের চোটে তিনটে চণ্ডুনী না চামুণ্ডুনী বেদীর সামনে নাবিয়েছেন। আর দুই একটা দিন ভালয় ভালয় যদি কেটে যায় তা হ'লেই তো সিদ্ধ। আচ্ছা আমি যে তাঁর এতটা কাজ কচ্ছি, এই যে দিন নাই রাত নাই দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে পাহারা দিচ্ছি, আমার বিষয়টা কিছু বিবেচনা করবেন না? যাহ'ক একটা কিছু করে দেবেনই দেবেন। কি হই? সূর্য্য—না বাবা সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান—তা'তো হচ্ছে না। ঐ ইন্দ্র হওয়া যাবে। প্রচুর পরিমাণে পারিজাতের মালা গলায় দাও, ঐরাবত চড়ে বেড়াও, নন্দনকাননে স্নুরভী শৈবালদলের উপর আড় হয়ে পড়ে থাক, আর অপ্সরাদের গান শোন, তারপর শচী তো আছেই। কিন্তু একটা ব্যাঘাত আছে। সহস্রলোচনটুকু বাদ দিয়ে ইন্দ্র হতে হবে। ইন্দ্রই হই আর যাই হই বামুনে কপালটুকু তো কোথাও যাবেনা। এখন দুটো চখের জলে অস্থির, হাজার চখের জল ঝর্ ঝর্ করে ঝর্‌লে তো আর রক্ষা নাই! সবাই চুপ—আপনি চুপ—কানন্দক চুপ; কিন্তু একদিকে সুবিধা আছে। ঠাকুর যদি ভস্ম করা বিদ্যাটা শিখিয়ে দেন, একবারে হাজার চোখে কটমটিয়ে চাইলে দৈত্যবংশ নির্ব্বংশ! একবারে ছা'য়ের বিন্ধ্যাচল। আচ্ছা এই এতকাল তো শিষ্যগিরি কল্লেম ভস্ম করাটা কি শিখতে পারিনি? একবার পরীক্ষা কর্ত্তে হবে। ও আবার এক বেটা কে আসছে?

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। প্রণাম হই।

কাম। চুপ! আশীর্ব্বাদং সর্ব্বনাশং মুণ্ডে বাজং ন সংশয়ঃ।

সৈনিক। চমৎকার আশীর্ব্বাদ! এখন বলতে পারেন এ পথে মহারাজকে আসতে দেখেছেন?

কাম। বাপু এটা তো পথ নয়।

সৈনিক। মহারাজকে কি দেখেছেন?

কাম। কে তোমাদের মহারাজ?

সৈনিক। আপনি আমাদের মহারাজকে চেনেন না?

কাম। কি করবো বাপু দুর্ভাগ্য।

সৈনিক। দুর্ভাগ্য তার আর সন্দেহ আছে?

কাম। কি বল্লি বেল্লিক! আমি দুর্ভাগ্য? আর তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি ভাগ্যবান।

সৈনিক। মহাশয় রাগ করেন কেন?

কাম। এখনই রাগের দেখেছ কি? জান—মনে করলে এখনই ভস্ম করতে পারি।

সৈনিক। মহাশয় আপনার নামটী জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

কাম। আমার নামে তোমার প্রয়োজন?

সৈনিক। তবে আপনি আমাদের মহারাজকে দেখেননি?

কাম। না! আর ক্ষমা চলে না, এইবার ভস্ম কচ্ছি দাঁড়া। (চক্ষু তীব্র করিয়া চাহিয়া) কেমন গা জ্বালা কচ্ছে, চিড়বিড় কচ্ছে?

সৈনিক। আপনি তবে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে দেখেননি?

কাম। কঁত ইন্দ্র চন্দ্র আজ এখানে তৈয়ারি হচ্ছে আর তুমি বল কিনা হরিশ্চন্দ্র! আ আবাগের বেটা—

সৈনিক। তবে আমি প্রণাম হই।

কাম। এস বাপু এস, জয়স্তু,—চুপ।

[সৈনিকের প্রস্থান।

যাক, একটা গোল মিটলো। আজকের দিনটা কোন রকমে কাটাতে পাল্লে হয়। আর দিনরাত্রি বা দাঁড়িয়ে থাকি কি করে? আহার নিদ্রা বর্জ্জন করে কি মানুষ টিঁকতে পারে? পারেন আমাদের গুরুদেব। তা উনি তো মনুষ্যের মধ্যে নন, উনি একটা কিম্ভূত কিমাকার! হাজার বৎসর চোখ বুজে বসে রইলেন। বাবাজীর বোধ হয় এবার কিছু লোভের সঞ্চার হয়েছে। ভাল খাবার দাবারে একটু স্পৃহা হয়েছে। তা বাবা ব্রহ্মাটা হও, বিষ্ণুটা হও, শিবটা আর কেন? কেবল গাঁজা আর ধুতুরার গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে যে। চুপ—না হ'ল না, সজ্ঞান থাকতে এ জিভ থামবে না, একটু নিদ্রা দিই।

(প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

(বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড, পশ্চাতে
ছায়ারূপিণী ত্রিবিদ্যা।)

বিশ্বা। এই বার শেষ আহুতি। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"

ত্রিবিদ্যা। রক্ষা কর রক্ষা কর কে আছ কোথায়।
তিনটী অবলা আজি পড়িয়াছে দায়॥
কেহ কি পুরুষ নাই বিশাল ধরায়।
অবলা উদ্ধারে আসি জীবন যে যায়॥

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। একি আশ্রমে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ কেন!

ত্রিবিদ্যা। ভীম অগ্নিকুণ্ড হেরি কাঁপিছে হৃদয়।
অগ্নি মধ্যে ফেলে দিবে এই হয় ভয়॥

রাজা। একি! এত দেখছি তপস্বী।

ত্রিবিদ্যা। সবে বলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপন্ন রক্ষণ।
শাস্ত্র বাক্য কভু বীর করোনা লঙ্ঘন॥

রাজা। তবে কি এ ভণ্ড তপস্বী?

ত্রিবিদ্যা। সূর্য্যবংশধর কেহ নাহিবা ধরায়।
নহিলে রমণী কেন হেন দুঃখ পায়॥
আপন্নে উদ্ধার কর বিপদ সময়।
সুযশ অনন্ত পুণ্য করহ সঞ্চয়॥

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই ভয় নাই! আরে ভণ্ড তপস্বী তোমার এই কার্য্য? পবিত্র তাপস বেশ পরিগ্রহ করে, ঘৃণিত জঘন্য বীভৎস পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ? তুমি যেই হও, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ হ'লেও আমার হাতে আজ তোমার নিষ্কৃতি নাই। সূর্য্যবংশীয় রাজার রাজ্য মধ্যে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার! বর্ব্বর ব্রাহ্মণবেশধারী এখনই তোমার অপরাধের সমুচিত দণ্ডবিধান করবো।

বিশ্বা। কা'র এঁ স্পর্দ্ধা! আমায় কটুক্তি, আমার যজ্ঞে ব্যাঘাত!

ত্রিবিদ্যা। হাঃ হাঃ হাঃ! হ'ল না হ'ল না! মনুষ্য এসেছে ক্রোধ হয়েছে, বিঘ্ন হ'ল সিদ্ধ হ'ল না, হাঃ হাঃ হাঃ!

(ত্রিবিদ্যার অন্তর্ধান।)

রাজা। এঁ্যা! সত্য তপস্বী! কে আমি তো চিনতে পাচ্ছিনা—

বিশ্বা। কি আমায় চেননা?

জাতি স্বয়ংগ্রহণ দুর্ললিতৈক বিপ্রং
দৃপ্যদ্বশিষ্ঠ সুত কানন ধূমকেতুম্।
স্বর্গান্তরাহরণ ভীত জগৎ কৃতান্তং
চণ্ডাল যাজিকমবৈষিন কৌশিকং মাম্?

রাজা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ বিশ্বামিত্র! রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, কারে কি বলেছি? (প্রকাশ্যে) মহর্ষে ক্ষমা করুন, আমি পূর্ব্বে চিনতে পারি নাই।

বিশ্বা। কি, ঐশ্বর্য্য মদন্ধে দর্পিত ক্ষত্রিয়! সসাগরা ধরার দণ্ডধারণ করে তুমি বিশ্বামিত্রকে চেননা?

রাজা। না তপোধন, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে আমি ব্যথিত হয়েছিলেম, তাই কর্ত্তব্যের তাড়নায় প্রকৃতি স্থির রাখতে পারি নাই। স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে শাসন-বাক্য প্রয়োগ করেছি, ক্ষমা করুন।

বিশ্বা। স্বধর্ম্ম পালন! ব্রাহ্মণের প্রতি, তপস্বীর প্রতি, কটুক্তি কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম! কস্তে ধর্ম্ম?

রাজা। দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ যৌদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ।

বিশ্বা। ভাল, কা'কে দান করতে হয়, কা'কে রক্ষা করতে হয়, আর কা'র সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়?

রাজা। গুণবান ব্রাহ্মণকে দান, ভয়ার্দ্দিতকে রক্ষা এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ।

বিশ্বা। বেশ! আমি কি তোমার মতে দানের পাত্র? আমি কি তোমার কাছে গুণবান বলে প্রতীত?

রাজা। সে কি তপোধন! আপনার মত গুণবান, আপনার

মত দানের পাত্র আমি আর কোথায় পাব? এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে আপনি আমার দান গ্রহণ করবেন!

বিশ্বা। ভাল, আমার বিদ্যা ও তপস্যার অনুরূপ কিঞ্চিৎ দান কর।

রাজা। আমি আপনার কাছে অপরাধী আর আপনার আমার প্রতি এত অনুগ্রহ!

বিশ্বা। বাক্যচ্ছটায় প্রয়োজন নাই, কি দান করবে কর।

রাজা। আমার যথা সর্ব্বস্ব আপনাকে দান করলেম। ধন-জনপূর্ণ এই পৃথিবী আপনার চরণে অর্পণ করলেম।

বিশ্বা। স্বস্তি! তুমি দাতা বটে। কিন্তু দানের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া আবশ্যক, নতুবা দান নিষ্ফল হয়।

রাজা। অবশ্য। সহস্র সুবর্ণ দিব।

বিশ্বা। উত্তম। কিন্তু সাবধান! দেখ যেন দত্তাপহারী হইও না। সমস্ত পৃথিবী আমার তা জান? তোমার নিজের দেহ, পুত্র পত্নী ভিন্ন আর তোমার কিছুই নাই। রাজকোষে ধনরত্ন যা কিছু আছে সমস্তই আমার। প্রজাবর্গের যে সকল সম্পত্তি আছে তাহার কিছুতেই তোমার অধিকার নাই।

রাজা। ভাল! আজ হ'তে এক মাস কাল অপেক্ষা করুন, আমি যে কোন উপায়ে হউক আপনার দক্ষিণা সংগ্রহ করে দিব।

বিশ্বা। কিন্তু স্মরণ রেখ, আমার রাজ্যে তোমার বাস নিষেধ।

রাজা। ভাল প্রভু তাই হবে। (স্বগত) কাশী তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়, কাশীবাস করবো। (প্রকাশ্যে) একবার কি পুরঃ প্রবেশ করতে পাব?

বিশ্বা। কারণ?

রাজা। পত্নী পুত্রকে সঙ্গে নেবার জন্য।

বিশ্বা। আপত্তি নাই।

রাজা। ভগবতী পৃথিবী! বৈবস্বত মনু হ'তে আরম্ভ করে সকল সূর্য্যবংশীয় রাজারাই তোমায় পালন করে সুযশে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য কা'রও ঘটেনি, এমন জন্মান্তরীন পুণ্য কা'রও ছিলনা, এমন গুণবান পাত্রও কেহ পান নাই যে তোমাকে দান করে কৃতার্থ হন, বংশগৌরব বৃদ্ধি করেন! লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তোমাকে পরম গুণবান তপস্বীকুলগৌরব বিশ্বামিত্র চরণে সমর্পণ করলেম, অপরাধ ক্ষমা করো বসুমতি! প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্ম মনুপালয়।
শিবশ্চতেঽধ্বা ভবতু মাসন্তু পরিপন্থিনঃ॥

[উভয়ের বিপরীতদিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

জলধরসিংহ ও শম্ভুসিংহ।

জল। আশ্রম থেকে চলে গেছেন, রথও নাই, তবে কোথায় গেলেন?

শম্ভু। অবশ্য রাজধানীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন, আর কোথায় যাবেন।

জল। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন কি রকম? কৈ.

মৃগয়া শেষের ভেরী তো বাজেনি; আর আমাদের রাজা বিফল মনোরথ হয়ে মৃগয়ায় ক্ষান্ত দেবেন ?

শম্ভু। ক্ষান্ত না হয়ে আর কর্ব্বেন কি? শীকার দেখতে পেলে তো তবে তা'কে লক্ষ্য কর্ব্বেন ? বরাহ অর্দ্ধেক বন চক্র দিয়ে শেষ একবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও বিস্তর অন্বেষণ কল্লেম, কৈ আর দেখতে পেলেম ? আমারও ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে। অই মাধব্য ঠাকুর যা বল্লে তাই বা হয়—মায়া!

জল। শম্ভুসিংহ তোমার পৃষ্ঠে তূণ, কটিতে তরবারি, বীর-কার্য্যে মায়াদি কুসংস্কার থাকা অনাবশ্যক। অবশ্যই বরাহ আরও কোন দুর্গমতর বনে অথবা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ মহারাজ পশ্চিমের অই পার্ব্বত্য ভূমিতে গিয়ে থাকবেন, চল আমরাও একবার সেই দিকে যাই।

(বিদূষক ও অপর সৈন্যের প্রবেশ)

বিদূ। কি জলধরসিংহ, আবার কোন্ দিকে যাওয়া হচ্ছে ? আমি তো একবারে দিগ্বিদিক হারিয়ে বসেছি।

শম্ভু। সেকি আপনিও কি তবে মহারাজের সঙ্গে নাই ?

বিদূ। কি রকম দেখছ ?

শম্ভু। তাইতো আপনি জানেন না মহারাজ কোন্ দিকে গেছেন ?

বিদূ। আবার কোন্ দিকে যাবেন, মৃগয়া হয়ে গেল, রাজধানীতে ফিরে গেছেন।

জল। বরাহ বধ হয়নি, রাজধানীতে ফিরে যাবেন এমন হ'তে পারেনা।

বিদূ। বরাহ বধ হয়নি ? তা'র চৌদ্দপুরুষ বধ হয়েছে, আমি ব্রহ্মশাপ দিয়েছি, তুমি দেখগে যে বাসায় গিয়ে বধ হয়ে নিশ্চিন্তে আহারাদি কচ্ছে। চল চল রাজধানীতে যাওয়া যাক, সেইখানেই মহারাজকে দেখতে পাবে।

জল। ভেরী বাজলো না, লোকজন সংগ্রহ হ'ল না, একা রথ নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাবেন ?

বিদূ। আরে আমি না জানলে কি বলছি।

শম্ভু। তবে আপনি কি কিছু শুনেছেন ?

বিদূ। আবার শুনবো কি, ব্রাহ্মণের ছেলে ধ্যানযোগে জেনেছি। উদরের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী আছেন তো জান ? তিনি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছেন মোচড় দিচ্ছেন, আর দেবী ক্ষুধেশ্বরী বলছেন গৃহং গচ্ছ গৃহং গচ্ছ, তা'তেই বুঝা যাচ্ছে যে রাজা আগে আগে গেছেন ; নইলে আমার প্রাণ টানবে কেন ? বিশেষ সেখানে দেবীর মদন পূজা স্থগিত রয়েছে, অধিক বিলম্ব হ'লে মহারাণী দশভুজা হবেন—চল চল।

জল। না, মহারাজকে আর একটু অন্বেষণ করে না দেখে যাওয়াটা ভাল হয় না।

বিদূ। তবে যা'তে ভাল হয় তোমরা কর, আমার সঙ্গে দু'জন লোক দাও এক রকম পাঁজাকোলা করে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিক।

জল। আচ্ছা আসুন, আপনি ক্লান্ত হয়ে থাকেন আপনার যাবার একটা সুবিধা করে দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর।

(হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা)

রাজা। দেবি এইবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, রাজ্য প্রজা রাজধর্ম্ম কোন ভাবনাই আর নাই !

শৈব্যা। তবে কি মহারাজ রোহিতাশ্বকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে সংকল্প করেছেন ? আহা ! রোহিতাশ্ব আমার সিংহাসনে বসলে রাজ-সভার কি অতুল শোভা হবে! পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট দর্শন অপেক্ষা পিতা মাতার অধিক আহ্লাদ অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে ! আর আপনার উপদেশে বাছা আমার এই সময় হ'তে রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করতে শিখবে ;—

রাজা। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো ?—রাজ্য কোথায় ! আমার রাজ্য নাই ! মস্তকে রাজমুকুট নয় রোহিতাশ্বের কোমল করে ভিক্ষাপাত্র দিতে উদ্যত হয়েছি।

শৈব্যা। কি ! কি মহারাজ ! কি বলেন ? অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না !

রাজা। মঙ্গল কি অমঙ্গল জানিনা ! যা কার্য্যে পরিণত হয়েছে তা মুখে আনতে দোষ কি।

শৈব্যা। মহারাজ আর সংশয়ের যাতনা দেবেন না, শীঘ্র বলুন কি হয়েছে ?

রাজা। দেবি ! বিশ্বামিত্রের নাম অবশ্যই শুনেছ ?

শৈব্যা। বিশ্বামিত্র !—সেই ক্ষত্রিয় তপস্বী ?

রাজা। এক্ষণে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

শৈব্যা। তারপর তারপর? আপনি কি সেই মহাতেজস্বী ঋষির রোষানলে পতিত হয়েছেন? হা! ধরণীপালক, ব্রাহ্মণ-রক্ষক পুণ্যময় সূর্য্যবংশই কি ব্রাহ্মণগণের শাপ প্রদানের এতই উপযুক্ত ক্ষেত্র!

রাজা। দেবি! শাপ না শাপ না; আমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেছি। তিনি কৃপা করে আমার নিকট পৃথিবী দান গ্রহণ করেছেন।

শৈব্যা। পৃথিবী দান! রাজসিংহাসনে তপস্বীর কি প্রয়োজন? তবে কি ভিক্ষায় সসাগরা ধরা লাভের লোভেই বিশ্বামিত্র ধনুর্ব্বাণের সহিত আপনার ক্ষুদ্র রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন?

রাজা। দেবি দেবি! অভিমানে আত্ম-বিস্মৃতা হইও না।

শৈব্যা। উদ্বিগ্ন হবেন না মহারাজ। শৈব্যা ক্ষত্রিয়াণী রাজরাণী আপনার মহিষী। যে রমণী বিশ্ব-বিজয়ী পুত্র প্রসব করতে পারে সে পৃথিবী দানে কাতর হয় না। আমি জানি যে ধরণী ক্ষত্রিয় সন্তানের ক্রীড়ার বস্তু, সে ইহা হেলায় দান হেলায় গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি এও বুঝতে পারছি যে মহারাজ এ স্থলে কোন কৌশলে—

রাজা। থাক দেবি যা হয়েছে তা হয়েছে, আমাদের আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকবার অধিকার নাই; এস তোমাকে আর রোহিতাশ্বকে তোমার পিত্রালয়ে রেখে আমি বিশ্বেশ্বরের রাজ্য বারাণসীতে যাই।

শৈব্যা। পৃথিবীনাথ! ব্রাহ্মণের পরিতোষ বিধানের জন্য পৃথিবী দান করেছেন; কা'র পরিতোষের জন্য ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করবেন?

রাজা। অভিমানিনি আমার! তোমায় কি পরিত্যাগ করছি। প্রিয়ে ভিক্ষুকের সঙ্গে কোথায় যাবে!

শৈব্যা। একগাছি অমূল্য রত্নহার আজ থেকে আমি দিবা-নিশি গলায় পরে থাকবো ;—এস মহারাজ পরিয়ে দাও ! (রাজার হস্ত লইয়া নিজ গলদেশে বেষ্টন।)

রাজা। দুঃখের এত পুরস্কার ! জগদীশ্বর ! স্নেহের পারিজাত দেখাবার জন্য, সহানুভূতির অমৃত পান করাবার জন্যই কি তুমি দুঃখের সৃজন করেছ !

শৈব্যা। নাথ ! চল রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিতে হবে !

রাজা। ঐ—ঐ আবার এক কাঁটা।

শৈব্যা। আমার কোলছাড়া করে বাছাকে সিংহাসনে রাখলেও তো আমার মন মানবে না। মহারাজ ! যেখানে আমার পতি পুত্র সেইখানেই আমার রাজ্য।

রাজা। বিশ্বামিত্র ! অযোধ্যা রহিল, রাজলক্ষ্মী হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে চল্‌লো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজসভা।

(বিশ্বামিত্র, মন্ত্রী, কামন্দক ও অমাত্যগণ।)

বিশ্বা। তোমাদের কা'রও কিছু আপত্তি আছে ?

মন্ত্রী। আমরা পুরুষানুক্রমে সূর্য্যবংশের অন্নে প্রতিপালিত, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সর্ব্বস্ব দান করেছেন, আমি আপনাকে মহারাজের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য করে থাকি। রাজর্ষি বিনা বৃত্তিতে আপনি আমার সেবা পাবেন।

অমাত্যগণ। রাজর্ষি? মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সকলেরই মনোভাব জ্ঞাত করেছেন।

বিশ্বা। হাঁ। হাঁ। ব্রাহ্মণসেবা করে অর্থ গ্রহণ করলে প্রত্যবায় আছে বটে।

কাম। হাঁ। হাঁ। বুঝেছি, যে হরিশ্চন্দ্র এক কথায় সমস্ত দান করতে পারে তা'র কর্ম্মচারী ছিলে তো? এখন ছ' পুরুষ বেতন না নিলেও পায়ের উপর পা দিয়ে চলবে।

১ম অ। দ্বিজবর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, স্বার্থত্যাগ কেবল তপোবনের চতুঃসীমায় আবদ্ধ নয়। দেখুন গিয়ে মন্ত্রী-পুত্র প্রতিভা কুমার পিতৃ আজ্ঞায় স্বহস্তে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন, বোধ হচ্ছে এতক্ষণ কোষাগার শূন্য হ'ল।

কাম। অ্যাঁ—রাজকোষ?

বিশ্বা। আঃ স্থির হও কামন্দক। বুঝতে পাচ্ছনা রাজমন্ত্রী অতি মহানুভব।

১ম অ। ঋষিবর যথার্থ আজ্ঞা করেছেন; দেব কল্পনা করেছেন, যে কুটীর নির্ম্মাণ করে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে রাজলক্ষ্মীর সেবা করবেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে মন্ত্রীবরের হৃদয়ের কিয়দংশ যেন আমরাও পাই।

বিশ্বা। তোমরা সকলেই সাধু! ভাল আজিকার রাজকার্য্য কি আছে?

মন্ত্রী। পাঠ কর।

২য় অ। ধূমধ্বজ শ্রেষ্ঠী তাহার প্রতিবেশী রত্নাকর সাধুর উদ্যানের অনেক বৃক্ষাদি কর্ত্তন করে নষ্ট করেছে। তা'র আপত্তি যে ঐ সকল বৃক্ষাদি ঘন হওয়ায় তা'র শয়নকক্ষের বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত হয়;

বিশ্বা। কি কি বৃক্ষ?

কাম। আর তা'তে কাকের বাসা ছিল কি না?

২য় অ। আম্র পনস শাল তাল তমাল হিন্তাল খর্জ্জুর নারিকেল—

বিশ্বা। কি নারিকেল বৃক্ষ! আমার সৃষ্ট জীব-বৃক্ষ! এতো নরহত্যার পাতক।

কাম। গুরুতর অপরাধ! গুরুতর অপরাধ! প্রভু এ পাপের শাস্তি দ্বাদশ মাস কাল কোন বিল্ববৃক্ষে আরোহণ ও লক্ষ বিল্বপত্র চয়ণ আর সর্ব্বাঙ্গে প্যাঁট প্যাঁট কঁ্যাট কঁ্যাট কাটা ফোটন; আর ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স নয় এমন একটী বিদ্যার্থী সুব্রাহ্মণকে চাতুর্ম্মাস্য করান অর্থাৎ চার মাস কাল প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জল পান করান।

বিশ্বা। স্থির হও, স্থির হও। অপরাধের শাস্তি এক বৎসর শ্বশুর গৃহে বাস ও নাগরিকগণের অহোরাত্র উপবাস। আর নগর মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে নারিকেল বৃক্ষ ছেদন করবে তা'র শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

২য় অ। বসুমিত্র নামে এক ব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিল, সম্প্রতি তা'র একটী পুত্র জন্মেছে, এখন বিষয় কিরূপ ভাগ করা যাবে?

বিশ্বা। এতো দেখছি দায়ের ব্যবস্থা, মনু দেখতে হবে। এতে আমার যোগাদির বিস্তর ব্যাঘাত দেখছি। দেখ মন্ত্রি আমি দেখছি যে প্রত্যহ রাজকার্য্য করা আমার সুবিধা হবে না, আমার নামে তুমিই রাজকার্য্য কর, যেখানে কোন সন্দেহ হবে তুমি আমাকে সম্বাদ দিও।

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে। আর না, আর না, যেখানে দু' চক্ষু যায় সেইখানে যাই চল।

বিশ্বা। কিসের কোলাহল ?

মন্ত্রী। প্রজাবর্গ রাজধানী ত্যাগ করে রাজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছে সম্ভবতঃ তা'রই কোলাহল।

বিশ্বা। পুণ্যশ্লোক দাতা হরিশ্চন্দ্র কি আমায় তবে প্রজাশূন্য রাজত্ব দান করেছেন ?

(সেনাপতি জলধর সিংহের প্রবেশ)

জল। প্রভু প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। তুমি কে ? তোমার কি প্রয়োজন ?

মন্ত্রী। ইনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রধান সেনাপতি।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আমার অন্নদাতা, সেই অন্নদাতার অনুসন্ধানে যাব, তাই মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি ল'তে এসেছি।

বিশ্বা। মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি ! তবে আমি কেহ নয় ? তুমি জান তোমাদের রাজা আমায় সর্ব্বস্ব দান করেছেন ; এ রাজত্ব আমার, তোমরা আমার অধীনস্থ প্রজা মাত্র ; নিজের ইচ্ছামত কোন কার্য্য করবার তোমাদের অধিকার নাই।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সমস্ত দান করেছেন সত্য, এ রাজত্ব আপনার তাও সত্য, কিন্তু প্রজার ইচ্ছার উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। প্রজার ইচ্ছা দান করতে তিনি পারেন না। প্রজার যদি ইচ্ছা না হয় তিনি কি বলপূর্ব্বক রাজ্যে বাস করাতে পারেন।

বিশ্বা। তুমি কি করতে চাও ? স্মরণ থাকে যেন এই অঙ্গুলিচয়

আজ স্রুক ধারণ করেছে বলে ধনুশ্চালনার পূর্ব্ব সংস্কার বিস্মৃত হয় নাই।

জল। আপনার পূর্ব্ব সংস্কার থাকতে পারে। কিন্তু জটা-বল্কলে বাণ বিদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের সংস্কার নয়।

বিশ্বা। বিশেষতঃ যখন সেই জটা বল্কলধারীর কটাক্ষে ক্ষত্রিয় কুল ভস্ম হয়।

জল। বড় কষ্টে যে ব্রহ্মতেজ সঞ্চয় করেছেন কেন তা ক্ষয় করবেন? আবার তো রাজদণ্ড ধারণের প্রয়াসী হয়েছেন, রাজনীতির কূটচক্রে অপ্রিয়জনকে নির্যাতন করবার ব্যবস্থার তো অপ্রতুল নাই।

বিশ্বা। তোমার বাক্য বিদ্রোহোত্তেজক, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।

জল। কে বলে বিশ্বামিত্রের শরীরে দয়া নাই! দয়াময় দয়াময় তা'ই করুন! শীঘ্র আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন, তা হ'লে এ দগ্ধ-নয়ন রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রকে আর ভিখারিবেশে দেখবে না। রাজর্ষি সত্যই আমি বিদ্রোহী, যমালয়ই আমার উপযুক্ত স্থান।

বিশ্বা। তুমি প্রাণের ভয় কর না! আচ্ছা তুমি যথেচ্ছা গমন কর।

জল। প্রণাম।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। মন্ত্রি তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, আমার আর বক্তব্য কি?

বিশ্বা। উত্তম, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেম। সাবধানে রাজকার্য্য কর, সময়ে সময়ে এসে আমি তত্ত্বাবধারণ করে যাব। আর দেখ অতিথিশালা পান্থনিবাস আতুর-আশ্রম প্রভৃতির প্রতি

বিশেষ মনোযোগ রেখো। রাজ-কোষে যে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত আছে তা'র যেন কিছুমাত্র ব্যয় না হয়। তুমি অর্থ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তোমাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, মনে রেখ রাজকোষের অর্থ রাজার বা অপর কাহারও নিজস্ব নয়, প্রজা-বর্গের উপকার সাধনই রাজকোষে অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য। আমি এখন চল্লেম, আজ সভা ভঙ্গ হ'ক।

[কামন্দক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাম। এক এক বেটা ক্ষেত্রি যেন কেউটে সাপ! চক্র ধরেই আছে। ছ' মাস খেতে না দাও বেটাদের সমান তেজঃ। এইবার হয়ে এসেছে, আমাদের ঠাকুর একবারে গোড়া থেকে ধরেছেন, একবারে নির্ম্মূল না করে ছাড়বেন না। না বাবা রাজত্ব করা হ'ল না, ঠাকুর বুঝে সুঝেই আমাকে রাজা করেননি। এই বেটাদের উপর সর্দ্দারি করা আমার মত আলোচাল হরিতকি খেগো বামুনের কাজ! তবে যদি গুরুদেব ভস্মলোচন করে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেন তা হ'লে এক রকম রাজ্য কর্ত্তে পারি। ও দিকেও তলোয়ারের খাপ খুলবে আমিও এদিকে চোখ কট্‌মটাচ্ছি, আর একবারে ভস্ম! তারপর ছাইগাদার উপর বসে রাজত্ব করি। ও হয় না হয় না, ও কেমন হয় না; যদি হ'ত তো ভগবান কি আর করতেন না, ও যার যা তিনি ঠিক ভাগ করে দিয়েছেন। দিব্য কুশ তুলবো, তাল পাড়বো, গাই দুইবো আর চরু খেয়ে উদরকে ব্যোমযানে পরিণত করবো, বেশী হেঙ্গাম পড়লে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ভস্ম করাটুকু রইল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—পথ।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

ডুখিয়া। বলি ও শীতল মিশির মহারাজের অনেক বিলম্ব হচ্ছে না? এখনও একটা হাতী ঘোড়ার দেখা নাই, তৈজসপত্র এসে পৌঁছায়নি, এর পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কখন নিজে এসে পৌঁছবেন তা'র তো স্থির নাই।

শীতল। তাইতো আমি বলছিলেম, আর তিনি এসে পৌঁছলেই তো কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয়ে যাবে না, পৃথ্বীনাথের দান শেষ হ'তে সাত দিনই নেয় কি এক পক্ষই নেয়।

অচল। তা হ'ক আমরা ঘাটওয়াল, আমরা আগে পাব, কি বল ফেকু ভাই? এরা আরতির বামুন এদের আসাই অন্যায়; এদের যা পাওনা টাওনা তা'ত মন্দিরে বসেই পাবেন।

ফেকু। যাক ভাই যার বরাতে যা আছে তা'ই পাবে কাজিয়াতে কাজ নাই। আমি বলছি বরং চল ততক্ষণ কামাখ্যার রাণীর কালীবাড়ীটে সেরে আসি। শীতল মিশির যা বল্লে তা ঠিক, এখানে এখনও ঢের দেরি আছে।

অচল। কামাখ্যার কালীবাড়ীতে গিয়ে এখন কি করবে? ববুয়া মহারাজ বলে দেছেন যে সেখানে সকালে কেবল সধবা, কুমারীর বিদায় হবে। আমাদের ব্রাহ্মণদের যা-কিছু দেওয়া থোয়া আরম্ভ হবে সে তিন প্রহরের পর।

ফেকু। শুন অচলজী, অযোধ্যা নায়কের দান পা'বার জন্য এমন করে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার বড় ভাল লাগছে না। তাঁর বারাণসী আসবার কারণ তো শুনেছ? সমস্ত পৃথিবী বিশ্বামিত্রকে দিয়ে এখানে আসছেন। উপস্থিত হ'বামাত্র তাঁর কাছে হাতটা পাত্তে আমার কেমন লজ্জা কচ্ছে।

অচল। ফেকু, ঘাটওয়ালী তোমার কাজ নয়। লজ্জা কচ্ছে! আমরা যদি হাতপেতে দান না নেব তা হ'লে যাত্রীর উদ্ধার হবে কিসে? কাশীতে আশাই তো দান কর্ত্তে, আর কি পুণ্য বেশী আছে? আর অযোধ্যানাথ বিশ্বামিত্রকে রাজ্যই দান করেছেন, তা বলে তিনি একবারে নিঃস্ব হয়ে কাশীতে আসবেন না। সেবারে মনে নেই, পঞ্চনদের যে ভূঁইয়া রাজা এখানে দণ্ড নিতে এলো সেও তো পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল, তবু কিছু ছিলনা তবু তাঁর সঙ্গে এককোটী সোণা ছিল, আর জহরৎই বা কত।

শীতল। হাঁ হাঁ বড়লোক গরীব হলেও যা থাকে তা অন্যের পর্ব্বত। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ভিখারী হয়েও যা সঙ্গে আনবেন তা'তে দশটা কামাখ্যার রাণীকে কিনতে পারবেন। আমি ঘাটে ডিঙ্গী ঠিক করে রেখেছি, মহারাজকে বলে ক'য়ে তাঁর একজন লোক নিয়ে আমায় ওপারে যেতে হবে।

ফেকু। কেন?

শীতল। কেন জাননা? আমি কি কাশীতে প্রতিগ্রহ করে মহাপাতক কর্ব্বো! ও কাজটা আজ পর্য্যন্ত আমার দ্বারা হয়নি। মহারাজের দু' হাজার পাঁচ হাজার যা ইচ্ছা হয় দেবেন, লোক আমার সঙ্গে ওপারে গিয়ে সেইখানে তা দিয়ে আসবে তবে

আমি নেব ; ডিঙ্গীভাড়ার দামড়ী আমি নিজে দেব। কাশীতে দান গ্রহণ!—প্রতিগ্রহ!—তা আমা হ'তে হবে না!

(বটুকের প্রবেশ)

বটুক। জয় বিশ্বনাথ! জয় মহাবীরজী! কেঁও ভাই শীতল মহারাজ আচ্ছে তো হো? আরে ফেকু ভাই এক আধ বিড়ি পান তো মাঙ্গাও। কেঁও অযোধ্যা নরেশ আ পৌছা?

অচল। না এখনও আসেননি আমরা তাঁরই অপেক্ষায় রয়েছি; তুমি কি মনে করে?

বটুক। দান পুণ্ তো কুছ হোগা।

শীতল। তা হবে। তা বটুকজী তুমি আর আমাদের উপর ভাগ বসাতে এলে কেন? বিশ পঁচিশখানা বাড়ী করেছ, সোণা চাঁদিরও অভাব নাই, তোমার আর ভিক্ষা করাটা ভাল দেখায় না।

বটুক। হাঃ হাঃ হাঃ, আরে শীতল ভাই, ব্রাহ্মণকা ধরম ছোড়েগা? আশীষ করকে দো এক দামড়ী মিল যায় তো ছোড়না নেই চাহিয়ে, কুচ না হোয় ভাঙ্গ খানেকাভি খরচা তো হো যাগা—

(হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

এই লেও ভাই, ফিন্ কাঙ্গাল আগিয়া, পরদেশী হোগা। কেঁওরে তু কাঁহাসে আতা? আরে বাঃ বাঃ বাঃ মেরারু বি লায়ো বাচ্ছাভি লায়ো, তেরা লালচ বড়া ভারি দেখেরে; অযোধ্যা নরেশ হরিশ্চন্দ্র আতে হেঁ, জরু বেঁটা লেকে দান লেনে আয়া—বাঃ বাঃ!

রাজা। আপনারা কি হরিশ্চন্দ্রের নিকট দান পা'বার প্রত্যাশায় এখানে অপেক্ষা করছেন?

ফেকু। ভাই পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বল। যিনি স্বেচ্ছায় সসাগরা

ধন্না দান করে গৃহত্যাগী হয়েছেন, তাঁর নাম অমন অবজ্ঞা করে বলতে নাই।

বটুক। হাঁ এ মরদোয়া বড়ে লম্বে লম্বে বুলি চালাতা, পৃথ্বীনাথকো পাশ দান মাংনে আয়া আর কয়তেঁহে হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র তেরা বাবাকা ক্যামদার! মারে থাপ্পড়।

ফেকু। থাক থাক বটুকজী, গাঁওয়ার লোক ওকি কথা কইতে জানে।

রাজা। বিপ্রগণ! আমি আপনাদের দাস, চরণে প্রণাম করি। কিন্তু আপনারা বৃথা আশায় সময় নষ্ট করছেন। যা'কে আপনারা পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বলছেন সে একটী কপর্দ্দকও দিয়ে আপনাদের চরণের সম্মান রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। বোধ হয় আপনারা শুনেননি যে তিনি যথাসর্ব্বস্ব রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শ্রীচরণে উৎসর্গ করে বারাণসী বাস করতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

শীতল। কেন কেন! তুমি কিছু পথে দেখে এলে নাকি? রাজা এখন কতদূরে আছেন? সঙ্গে হাতী ঘোড়া কি খুব বেশী নাই? ক'খানা রথ আছে?

রাজা। হরিশ্চন্দ্রের আর রথ নাই; স্ত্রী পুত্র ভিন্ন সঙ্গে অন্য সাথী নাই, পরিধান বস্ত্র ভিন্ন অন্য সম্বল নাই।

বটুক। আরে কহো জী, ভালা এ ক্যা! দেখেহো ফেকু পর-দেশীয়া কো বাচ্ছাকো আঙ্গ্‌মে কা ঝমকৃতা দেখেহো? কেঁওরে আগেসে আপনে দান পৃথ্বীনাথ সে মাঙ্গলে কর্ অবি্ হাম লোককো ভাগাতে হো—ঝুটা!

ফেকু। (স্বগত) তাইতো এ শিশুটীর সঙ্গে তো বহুমূল্য অলঙ্কার সব দেখছি। আমরি মরি বালকের কি সুন্দর রূপ! আর

এ বিদেশী স্ত্রী পুরুষের তো কাঙ্গালের আকৃতি নয়! (প্রকাশ্যে) ভাই বটুকজী যা বলছে তা'কি সত্য? তোমার পুত্রের অঙ্গে যে অলঙ্কার তা'কি রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করে পেয়েছ?

শৈব্যা। (স্বগত) হা বিশ্বনাথ! আজ কাশীবাসীরা রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী বলে সম্বোধন করছে, এই আমায় শুনতে হ'ল! এই প্রথম।

বটুক। কেঁও বাচ্ছা, মতিকা হার তোমকো কোন্ দিয়া?

রোহিত। কেন ব্রাহ্মণ, আমার পিতাই আমাকে সব অলঙ্কার দিয়েছেন। তোমরা কি পৃথিবীর লোক নও, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্রকে চেননা?

অচল। কৈ কোথায় মহারাজ?

রোহিত। সেকি! এই যে তোমাদের সামনেই।

রাজা। বাবা! বাবা!

সকলে। অ্যাঁ কৈ কৈ? (সকলে সতৃষ্ণভাবে চতুর্দ্দিক দর্শন)

রাজা। (স্বগত) আর গোপনে ফল কি! (প্রকাশ্যে) কাশীবাসী বিপ্রগণ ব্যস্ত হবেন না, এ দাসকেই লোকে পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র বলতো।

সকলে। (সচকিতে) অ্যাঁ সেকি!

শীতল। মিথ্যা কথা!

অচল। অসম্ভব!

বটুক। দেললাগি!

ফেকু। রোস রোস ভাল করে দেখদেখি, এই তেজঃপুঞ্জ আকৃতি কি ভিখারীর! অন্নপূর্ণার অই সুবর্ণ ছায়া কি কাঙ্গালের ঘরে শোভা পায়! এই প্রফুল্ল কমল-কোরক কি কখন গোময় হ্রদে

প্রস্ফুটিত হয়! আমরা এতক্ষণ অন্ধ হয়েছিলেম তাই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—দীনবেশী রাজশ্রী চিন্তে পারিনি!

বটুক। কহে হো ভাই সচ্ কহে হো। দেখো দেখো বালককা ললাটমে রাজটীকা জল রহে হ্যায়। পৃথ্বিনাথ! কাশীবাসী ব্রাহ্মণকা আশীষ লেও—সর্ব্বত্র জয় রহে!

সকলে। জয় রহে! জয় রহে! জয় মহারাজা হরিশ্চন্দ্র!

বটুক। জয় রাণীজী কি জয়! জয় কুমারজী কি জয়!

সকলে। জয় রাণীজী কি জয়! জয় কুমারজী কি জয়!

রাজা। শৈব্যা আর তো রাজমুকুট ললাটে নাই এস ব্রাহ্মণগণ চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

বিপ্রগণ! যখন ভগবান বিশ্বামিত্রের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে রাজ্য হতে বিদায় গ্রহণ করেছিলেম, তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি আমি অতি দুর্ভাগ্য! এখন বুঝতে পারছি কাঙ্গাল কা'কে বলে, দরিদ্রের কি মনোত্বঃখ! হরিশ্চন্দ্রের জীবনে আজ এই প্রথম প্রার্থীকে নিরাশ করতে হ'ল! আপনারা দান গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করবার জন্য আশায় অপেক্ষা করেছিলেন, আমি অভাগা একটী হরিতকী দিয়াও আপনাদিগের পূজা করতে পারলেম না!

শীতল। অ্যাঁ সেকি? তবে কি মহারাজ সত্যসত্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ এসেছেন! কথার কথা নয় সত্যই সর্ব্বস্ব! একেবারে নিঃস্ব! আপনি তবে কিরূপে কাশীবাস করবার সঙ্কল্প করেছেন?

দেব! শুনেছি অন্নপূর্ণার রাজধানীতে কেহ উপ- সেজন্য দুঃখ নাই; আমি যে আপনাদের আশায়

নিরাশ করলেম, যা জীবনে হয় নাই তা হ'ল, প্রত্যাশী ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল, এই ক্ষোভেই আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে !

রোহিত। কেন বাবা, আপনি ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দিন না ; এই তো আমার অলঙ্কার রয়েছে। মা অলঙ্কার ত্যাগ করেছেন, আপনি ত্যাগ করেছেন, আমার তবে এতে কাজ কি !

শৈব্যা। ও হো হো—বাছারে !

রোহিত। কেঁদনা মা, আর তো আমি রাজসভায় যাবনা এখানে অলঙ্কার কে দেখবে ? বাবা সমস্ত পৃথিবী দিলেন আর আমি গায়ের এই সামান্য অলঙ্কার ক'খানা দিতে পারবো না ! আসুন আর্য্য ! আপনাদের যাঁর যা ইচ্ছা এই খুলে নিন।

অচল। রোস রোস আমি আস্তে আস্তে নিচ্ছি। দেখ শীতলজী, মতির হার একছড়া আমার।

বটুক। অচল ত্রিবেদী ! হট্‌কে খাড়া রহো। কুমারজী আপকো বচনসে হামলোক খোস্ হো গিয়া, আশীষ করে আপ পৃথ্বীনাথ হো যাইয়ে। আপনে অলঙ্কার রাখ দেও, হামলোক কোই নেই ও পরশ করেগা।

ফেকু। বাঃ বাঃ ভাই বটুক ! মহারাজ আপনার এ দশা দেখে আমাদের প্রাণে যে কি হচ্ছে তা বলে জানাতে পারিনা। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, জগতে আপনার তুল্য দাতা জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমরা বিনা দানেই, আপনার ন্যায় দান-বীরের দর্শনেই কৃতার্থ হয়েছি। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র মহারাজ !

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র !

রোহিত। না না আপনারা গহনা নিন নৈলে বাবার মনের দুঃখ যাবে না, আমারও মন কেমন কেমন করবে।

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়!

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। ইস! দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়! আবার এখানে কি দানের ঘটা লাগিয়েছেন মহারাজ? এখনও আমার দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ হয় নাই, অথচ গোপনে ধন এনে কাশীতে দাতা হচ্ছেন? ও দানে পুণ্য নাই মহারাজ, ও দানে পুণ্য নাই!

রোহিত। মুনি, বাবা তো কিছু আনেন নাই। মা বাবা দু'জনে আপনাদের গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত খুলে দিয়ে এসেছেন। আমি আমার এই গহনাগুলি ব্রাহ্মণদের দয়া করে নিতে বলছিলেম, তা এখন আমি রাজপুত্র নয় বলে বুঝি ওঁরা আমার দান গ্রহণ করছেন না।

ফেকু। না বাবা তুমি চিরদিন রাজপুত্র; তা বলে কোন্ পাষাণ তোমার অই কোমল অঙ্গ থেকে গহনাগুলি খুলে নিতে পারে!

বিশ্বা। বলি রোহিতাশ্ব কা'র অলঙ্কার দান করছিলে? ওগুলি কি তুমি কুবেরের ভাণ্ডার জয় করে এনেছ? তোমার পিতাই তো ওগুলি তোমায় দিয়েছিলেন তবে ওগুলি এখন কা'র? মহারাজ তো দেখছি পুত্রকে বেশ সুশিক্ষিত করেছেন! এখন ওগুলি কি নিজে হাতে করে দেবেন—না আমিই নেব?

ফেকু। অ্যাঁ এ কি! এই কি বিশ্বামিত্র ঋষি নাকি!

বিশ্বা। এখনও বিলম্ব করছেন যে? রোহিত এদিকে এস, দাও—দাও তোমার অলঙ্কার দাও। (অলঙ্কার উন্মোচন)

ব্রাহ্মণগণ। ধিক্ ধিক্—ধিক্ রহে!

বিশ্বা। কি আমায় চেননা?

বটুক। নেহি, আপ্‌কো কালভৈরব পচান্‌তেহে, হাম কেয়া জানেগা! আপ্ ঋষি হায়?

বিশ্বা। হাঁ।—তুমি কে?

বটুক। হাম্ ভ্রষ্ট—চণ্ডাল! আপ্ যদ্যাপি ঋষি হোয়, ব্রাহ্মণ হোয়, তব্ আজ্সে ব্রাহ্মণত্ব ছোড়কে হাম্ চণ্ডাল হোগা, ভ্রষ্ট হোগা! আপ্ যদ্যপি সরগ্মে যাঁয়, তো বিশ্বনাথজীকো চরণ পাকড়্কে হাম্ নরকমে স্থান মাঙ্গ লেগা। আপকা হাতমে বিজ্লী গিরতি নেহি, আঁখসে লোহু নিকাল্তা নেহি। এহি ফুলকা অঙ্গসে অলঙ্কার উতার লেতে হো!—ছোঃ ছোঃ ছোঃ!

বিশ্বা। দেখ আমার সঙ্গে বাচালতা ক'র না, অভিসম্পাতের ভয় রাখনা?

ফেকু। কিসের অভিসম্পাত! রাজর্ষি—যে যজ্ঞোপবীতের তেজে আপনি এত আস্ফালন কচ্ছেন তা আপনার আয়াসলব্ধ আর আমাদের তা মাতৃগর্ভের স্বত্ব! আধুনিক ধনীরাই ধন অত্যাচারের জন্য ব্যবহার করে। যথার্থ ব্রাহ্মণ কথায় কথায় অভিসম্পাত প্রদান করে না।

বিশ্বা। স্থির হও! তোমাদের সহিত শাস্ত্র বিচার করবার সময় আমার নাই।

শীতল। না, এখন কচি ছেলেটা আসটার গলা টিপে হারখানা বাজুখানা নেবার সময়! ঋষিবর—আমি আপনার না দেবতার কা'র বেশী বাহবাটা দেব স্থির করতে পারছি না।

বিশ্বা। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ! বুঝছ না যে তোমাদের ক্ষুদ্রত্বই আজ তোমাদিগকে বিশ্বামিত্রের কোপানল হতে রক্ষা করলে? মহারাজ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রহসনের অভিনয় দেখবেন না আপনার অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দিয়ে আমায় অবসর দিবেন?

রাজা। দেব—

বিশ্বা। আবার কি! আপনি ঋণী হয়েও কি দিন গণনা করেননি, আজ যে আপনার প্রার্থিত একমাস সময় পূর্ণ হ'ল। আমি বনবাসী তপস্বী, আপনার রাজ্যের কোন সাধু মহাজন নই যে ঋণপত্র লয়ে নিরন্তর যাতায়াত করবো; আপনি ঋণ পরিশোধ করে সত্য পালন করবেন, কি না স্পষ্ট করে বলুন।

শীতল। চল ভাই, আমরা ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র—দানগ্রাহী ব্রাহ্মণ; এখানে উপস্থিত থেকে মহানুভব ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির নরমেধ-যজ্ঞ দেখা আমাদের উচিত নয়; আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র! অতি মহৎ ধর্ম্মবীর রাজর্ষির ভয়ঙ্কর সত্যনিষ্ঠা দেখলে সে ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যথা পায়, দুর্ব্বল চক্ষে জল আসে!

ফেকু। হ্যাঁ ভাই চল, উপস্থিত থেকে রাজরাজেশ্বরের এ অপমান—এ কাতরতা দেখা যায় না!

বটুক। কহিয়ে ঋষিরাজ, পৃথ্বীনাথ ক্যা সত্য কিয়া?

বিশ্বা। সহস্র সুবর্ণ দক্ষিণা দেবার সত্য করেছেন, পৃথিবী দান করেছেন, দক্ষিণা ভিন্ন দান তো সিদ্ধ হয় না।

বটুক। কৃপা কর্কে হামারা সাথ চলিয়ে, হাম আপকা কাঞ্চন দে দেগা। পৃথ্বীনাথকো ঋণসে মুক্ত কর দিজিয়ে।

বিশ্বা। বটে, তুমি যে একজন রাজচক্রবর্ত্তী ভিখারী দেখছি!

বটুক। হামারা কেয়া—বিশ্বনাথ কা ধন।

বিশ্বা। তা বেশ বেশ, যা দেবে মহারাজকেই দাও, ওঁকে নিতে বল, আমি ওঁর হাতেই দক্ষিণা গ্রহণ করবো।

বটুক। নরেশ! আপকা সূরযবংশকা অন্ন মেরা বাপ দাদা নে বহুৎ খায়া, অন্নদাতা গরীবকা অর্থ লেনেসে আপকো সরম্ নেই হোগা।

রাজা। (স্বগত) বিশ্বনাথ কে বলে তোমার জগতে দয়া নাই! সহৃদয়তা নাই! পরদুঃখ-কাতরতা নাই! দানগ্রাহী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যাশাপন্ন হয়ে এসেছিল, সেই এখন নিজের কষ্টার্জ্জিত ধন দিয়ে আমায় এই ঘোর বিপদ হ'তে রক্ষা করতে উদ্যত!

বিশ্বা। মহারাজ ভাবছেন কি? আপনার পুণ্যে কাশীর ভিখারীও দাতা হয়েছে! এখন নিন, ব্রহ্মস্ব হরণ করে ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করুন।

ফেকু। নরনাথ! আমাদের প্রতি অনুকূল হ'ন, বটুকজীর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ করে আপনি ঋণমুক্ত হ'ন; আমরা আপনার জয় জয় করে বিদায় গ্রহণ করি।

রাজা। দ্বিজবর! আপনার অলৌকিক সহৃদয়তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আপনাদের নিকট অন্য কিছু গ্রহণে তো আমাদের অধিকার নাই; বিশেষ উদরান্ন ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের অন্য কিছু প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণগণ। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! সাক্ষাৎ ধর্ম্ম!

ফেকু। নরেশ এ কথার উপর আমরা আর কি বলবো। উঃ এত কষ্টেও ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম বিচলিত হয় না! চল বটুক আমরা যাই, যে কষ্ট লাঘব করতে পারবো না তা দেখবার প্রয়োজন নাই।

বটুক। চলো। নরনাথ! কাশীবাস করনে হোয়, গরীব ব্রাহ্মণ কো দো এক মোকাম্ হায়্ আপ্হিকা মোকাম জানিয়ে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রকী জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

বিশ্বা। ধর্ম্মবীর! এখন ধর্ম্ম রক্ষা কর। স্তাবকেরা তোমার জয় জ্ঞান করে আমায় তো বিলক্ষণ শ্লেষ করছে; আপনি কি আমাকে লোকসমাজে তিরস্কৃত করাইবার জন্য দান করেছেন?

রাজা। তপোধন! এতে দাসের অপরাধ কি?

বিশ্বা। না না অপরাধ কিছু নয়, এখন দক্ষিণা দিন, আমিই অপরাধ মুক্ত হয়ে যাই।

রাজা। শৈব্যা কি করি, কি হবে! নিজের সঞ্চয় না বুঝে কেন প্রতিশ্রুত হয়েছিলেম! ওঃ ঋণ—ঋণ কি ভয়ানক শব্দ শৈব্যা!

শৈব্যা। মহারাজ আমরা তিনজনে মিলে ঋষিবরের সেবায় নিযুক্ত হলে কি এ ঋণ পরিশোধ হয় না?

বিশ্বা। মহারাণি! আমি ফলমূলাহারী বনবাসী তপস্বী, আমার দাস দাসীর প্রয়োজন? বিশেষ রাজদাস পালন আমার সাধ্যাতীত।

রাজা। তবে কি হবে! কিরূপে আপনার ঋণে মুক্ত হ'ব, আপনিই আমায় যুক্তি দিন। দেখছেন তো আমার কিছুই নাই। রাজমুকুট বর্জ্জন করেছি, ধনুর্দ্ধারণে ধনাহরণের অধিকার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে; জাতিতে ক্ষত্রিয় ভিক্ষাও নিষেধ। আমার কিছু নাই, কিছু নাই। কি হবে! কোথায় ধন পাব! কিরূপে ঋণ পরিশোধ করবো! উপায় কি! উপায় কি! আমার কিছু নাই! কিছু নাই!

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র সত্যই কি তোমার কিছু নাই? আমি তো দেখছি তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

রাজা। ঋষিবর! আমি ব্যঙ্গের পাত্র হয়েছি বটে, কিন্তু আপনার মুখে ব্যঙ্গ সাজে না।

বিশ্বা। ব্যঙ্গ নয়; আপনার স্ত্রী পুত্র রয়েছে, আপনি নিজে

রয়েছেন ; এ অপেক্ষা মূল্যবান ঐশ্বর্য্য জগতে আর কি আছে ! আপনি আমার সেবা করে ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছেন, আমার সেবকের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এই বারাণসীধামে অপর অনেকের সে প্রয়োজন থাকতে পারে ; দরিদ্রের তো সেবা বিক্রয়ের অধিকার আছে ।

রোহিত। ঋষি আপনি কোন্ বামুন ? আচার্য্যের কাছে তো আমি অনেক বামুনের উপাখ্যান শুনেছি ; মাও কত পুরাণের গল্প করেছেন ; আপনার মত বামুনের কথা তো কখন শুনিনে ।

শৈব্যা। বাবা বাবা চুপ কর, ব্রাহ্মণের সঙ্গে উত্তর করতে আছে ? মহারাজ ! ঋষিবর ঋণ পরিশোধের উপায় ইঙ্গিত করেছেন, আমি বুঝতে পেরেছি ; আমরা নিজে ভেবে যা স্থির করতে পারিনি, উনি অনুগ্রহ করে তা বলে দিয়েছেন । আজকের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ঋণ পরিশোধ হবে । ঋষিবরের কষ্ট হচ্ছে, স্নান আহ্নিক করে আসতে বলুন ।

রাজা। বুঝেছি শৈব্যা বুঝেছি, আমিও বুঝেছি ! বুঝে প্রস্তুত আছি । কিন্তু তোমরা কোথায় যাবে ! প্রাণের শৈব্যা প্রাণের রোহিতাশ্ব, তোমাদের ভিক্ষা করে এনে কে খাওয়াবে ! বিশ্বনাথ তুমিই জান ! ভগবন্ ! দাস আপনার উপদেশ গ্রহণ করলে, বাজারেই আমাদের সাক্ষাৎ পাবেন । শ্রান্তিদূর করে আসুন ।

বিশ্বা। উত্তম উত্তম ! সত্য পালন কর, ধর্ম্ম রক্ষা কর । রাজ্য কি ! ঐশ্বর্য্য কি ! রজত কাঞ্চন কি ! কিছু না—কিছু না ! অকিঞ্চিৎকর ধূলাকণা মাত্র ! ধর্ম্মই সব, স্বার্থ ত্যাগই সব !

[প্রস্থান ।

শৈব্যা। প্রণাম ।

রাজা। চল শৈব্যা, এস রোহিতাশ্ব এস। আরও কঠোর পরীক্ষা আছে! অনেক সহ্য করতে হবে। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ!

শৈব্যা। মা অন্নপূর্ণা!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—দুর্গাকুণ্ডের সম্মুখ।

কামন্দক।

কাম। এখনও প্রভুর দেখা নাই। ঠাকুর ভাবছেন যে হরিশ্চন্দ্রকে খুব জব্দ করেছি, কিন্তু আমি দেখছি যে হরিশ্চন্দ্রই ঠাকুরের নাকে দড়ি দিয়ে এদেশ সেদেশ করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এর ভিতর দেবতাদের কারচুপি আছে। যেমন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করতে গিয়েছিলেন, তেমনি তপস্যা টপস্যা ঘুরিয়ে না দিয়ে—নে ছোট, খৎ বগলে করে পাওনা আদায় কর! দেবতারা না হ'লে এমন ফন্দির চাল কেউ চালতে পারে না। সেই মেনকাকে ছেড়ে দিয়ে একবার ঠাকুরকে কাহিল করে দিয়েছিল, আর এবার গইবি চালে চরকির পাকে ঘোরাচ্ছে। আছে বৈকি, আছে বৈকি—দেবতাদের একটু কিছু দেবত্ব আছে বৈকি! হাড় মাস নিয়ে কি তাঁদের তাচ্ছল্য কল্লে চলে! ঐ জন্যই বাপু আমি ঢিবিটা আস্‌টা দেখলে একটা গড় করে চলে যাই। এই যে ঠাকুর আসছেন, একবারে রণমূর্ত্তি, সন্ সন্ বেগ—

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এই যে কামন্দক—তোমার স্নানাদি হয়েছে?

কাম। আজ্ঞা হ্যাঁ গঙ্গায় আময়দা জল আছে একটা ডুব দিয়ে নিয়েছি—স্নান হয়েছে, কিন্তু আদি টাদি এখনও কিছু হয়নি।

বিশ্বা। তোমায় এখনই অযোধ্যা যাত্রা করতে হবে।

কাম। তবে আদিটে আজ আর হচ্ছে না! প্রভু, আপনি কোন্ গাছের পাকা হরিতকী খেয়েছিলেন? আমায় বলে দিতে পারেন?

বিশ্বা। কেন, পাকা হরিতকী কি হবে?

কাম। বলি আপনি তো তা'ই উদরস্থ করে ক্ষুধা তৃষ্ণা তাড়িয়েছেন। আমাকেও যদি গাছটা দেখিয়ে দেন তা হ'লে দু'চারটা গালে ফেলে দিয়ে জন্মের মত নিশ্চিন্ত হই। এ তীর্থে, সে তীর্থে যেখানে ঘুরি—হয় মা গঙ্গা, কি যমুনা, কি সরস্বতী, কি সরযূ একটী না একটী ঠাকরুণ কল্ কল্ করে চলেছেন—ডুবটী দিতেই হয়, নৈলে ধর্ম্ম থাকেনা আর স্নানটী করবা মাত্রেই জঠরের ভিতর আদির অনল ধূ ধূ করে জ্বলতে থাকে।

বিশ্বা। আমি তোমায় আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। স্নানাদি—অর্থাৎ সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা সেরেছ?

কাম। ওঃ! তাইত বলি—আপনার কোমল প্রাণ হঠাৎ অত কঠোর হবে কেন! ব্রাহ্মণের ছেলের আহার হয়েছে কি না এমন কথাটা থামকা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন!

বিশ্বা। লও এই অলঙ্কারগুলি অযোধ্যায় মন্ত্রীর নিকট দাওগে, যেন যত্নে রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করে।

কাম। ওটা আর কা'কেও দিয়ে পাঠান হয় না?

বিশ্বা। কেন তোমার কি এই অযোধ্যাটুকু যেতে আলস্য হচ্ছে নাকি?

কাম। নাঃ! কাশী থেকে অযোধ্যা এই এক দৌড়ের পথ, বিশেষ

পেটে কোন ভার নাই, গেলেই হ'ল তার আর কি,—তবে আমার অন্য একটা আপত্তি—আপনি তো জানেন প্রভু আমি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছি, ও অলঙ্কারগুলি আর স্পর্শ করি কি করে ?

বিশ্বা। এ তোমার তো নিজের নয়, পরের দ্রব্য বহন করে লয়ে যাবে মাত্র, তা'তে তো আর দোষ নাই।

কাম। প্রভু ও আত্ম পর নাই। মণিকাঞ্চন হস্তগত হ'লেই আমার কেমন সেই গুলির বিনিময়ে ক্ষীরসর কিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে ইচ্ছা করে। এমন কি অন্য ব্রাহ্মণ না পেলে নিজেই সে কষ্ট স্বীকার করে ফেলি। দ্বাদশ বৎসর আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, ধর্ম্মজ্ঞানও নিতান্ত কম হয়নি; ব্রাহ্মণ সেবার জন্য আর কি আত্মদ্রব্য পরদ্রব্য জ্ঞান থাকে; তখন কামন্দক একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার !

বিশ্বা। নাও মিছে বাক্‌চাতুরী করোনা—ধর অলঙ্কার ধর। নিতান্ত ক্ষুধা বোধ হয়ে থাকে এস একটু বিশ্বনাথের চরণামৃত দিইগে।

কাম। অত আহার কল্লে পথ চলবো কি করে দয়াময় ! বিশেষ আমার একটু অম্বলের পীড়া আছে। বাঃ এগুলি বেশ সুন্দর অলঙ্কার, প্রভু কোথায় পেলেন ?

বিশ্বা। এগুলি রাজপুত্র রোহিতাশ্বের অঙ্গে ছিল ; ধূর্ত্ত হরিশ্চন্দ্র গোপনে সঙ্গে আনয়ন করেছিল।

কাম। যা বল্লেন, হরিশ্চন্দ্রের মত ধূর্ত্ত আর দেখা যায় না ! এক কথায় যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে কেমন খালি হাত পা হ'ল। প্রভুকে দেখতে পেয়েই আস্তে আস্তে এগুলি দিয়ে দিলে বুঝি?

বিশ্বা। স্বেচ্ছায় দিলে ? আমি স্বহস্তে রোহিতাশ্বের অঙ্গ হ'তে উন্মোচন করে লয়েছি।

কাম। সাধু! সাধু!—ছেলেটা কোঁ ধর্ম্মে পতিত হয়নি তো? কিন্তু ভাবছি—

বিশ্বা। কি—কি ভাবছ?

কাম। এগুলি তো রোহিতাশ্বের অন্নপ্রাশনের অলঙ্কার নয়।

বিশ্বা। কেন—তা'তে কি?

কাম। সেইগুলি হলেই আপনি পরলে দিব্যি সাজতো! সেই কোমর-পাটা—বিছে—নিমফল—হাঁসুলি!—

বিশ্বা। আমি অলঙ্কার পরবো কি!

কাম। পরবেন বৈকি। ছেলের গা থেকে অলঙ্কারগুলো কেড়ে আনলেন, এখন কি ভাণ্ডারে পড়ে গড়াগড়ি যাবে!

বিশ্বা। তুমি কি মনে কর আমি নিজের ভোগের জন্য এই অলঙ্কার গ্রহণ করেছি।

কাম। না তাইত গোলে পড়েছি। নিজেও কিছু ভোগ করবেন না, আমরা শিষ্য সেবক আছি আমাদেরও তো কিছু দিচ্ছেন না, অথচ একজনকে পথের ভিখারী করে কেন যে এ সব গ্রহণ কল্লেন তাও বুঝতে পাচ্ছি না। অপরাধ না লন যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কি?

বিশ্বা। কি কথা?

কাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—সেদিন কি হবে! আমরা কি আবার মা'র মুখ দেখবো?

বিশ্বা। মার মুখ?—কার মা?

কাম। অপনার—দূর ছাই, এই আমার—আমার গুরু-মা'র? প্রভু কি একটী দারপরিগ্রহ করবেন? তাই পুত্রের জন্য পূর্ব্ব হতে এই রাজ্যাদি সঞ্চয় করছেন?

বিশ্বা। বাতুল! কামন্দক শাস্ত্রাধ্যায়ন করেও তোমার প্রলাপ বাক্য ঘুচলো না? যাও আর বিলম্ব করোনা, সাবধানে লয়ে যাও।

কাম। প্রভু এই বেলা ভস্ম করাটা শিখিয়ে দিননা, যদি পথে তস্কর টস্কর আসে অমনি কটমটিয়ে চাইব।

বিশ্বা। যাও—যাও—এ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য তস্করের ভয় নাই—এই আমার—আমার রাজ্যে। তুমি সেইখানেই অপেক্ষা করো, আমি দক্ষিণা গ্রহণ করে তথায় উপস্থিত হ'ব।

কাম। এখনও দক্ষিণা হয়নি বুঝি! ছেলের গায়ের গহনা পর্য্যন্ত গেছে, এখন নিজে দক্ষিণান্ত না হলে তো আর দক্ষিণা দিতে পারবে না।

বিশ্বা। সে চিন্তা তোমার করতে হবে না। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে সে যেমন করে পারে দেবে।

কাম। যে-ম-ন ক-রে পা-রে—"যেমনের" মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নিজে, "করের" মধ্যে রাণী, আর "পারের" মধ্যে পুত্র—এই তো "যেমন করে পারে" তিন আছে—

বিশ্বা। অনুমান মন্দ করনি—যাও।

কাম। প্রণাম। [প্রস্থান।

বিশ্বা। কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য! তপ জপ যাই করি, কর্ম্মফল যাবার নয়। হরিশ্চন্দ্রের কর্ম্মফল দুঃখ ভোগ, আমার কর্ম্মফল দুঃখ দান; তাই সকলেই এখন আমার কাছে প্রাণের কোমলতার আস্ফালন করে—করুক, এও তাদের কর্ম্মফল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের মস্তক অবনত করলেম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও আমার ভয়ে শঙ্কিত হলেন; কিন্তু এই কর্ম্ম করায় কে তা'কে পেলেম না! কে সে!—কে সে!—কে এ কর্ম্মের কর্ত্তা—কে কর্ত্তা?—কে কর্ত্তা? [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—বিপণী-পথ

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। ঋণ ঋণ ঋণ! ওঃ—কি জ্বালা! ঋণের এত জ্বালা! হৃদয়ে শত বিষবাণ বিদ্ধ হলেও বোধ হয় এত যন্ত্রণা হয় না। কালের ভীষণ-ভাণ্ডারে এমন কি উৎকট ব্যাধি আছে, যা'র আক্রমণে লোকে ঋণদায়ের যাতনা অপেক্ষা অস্থির হয়! ঘোর দারিদ্রের নিম্নতর স্তরে পতিত হয়ে যে হতভাগ্য জঠরের জ্বালায় কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন লালায়িত চক্ষে নিরীক্ষণ করে সেও ঋণী অপেক্ষা সুখী! স্নেহ প্রণয়ের কোমল তন্ত্রী শতধা বিচ্ছিন্ন হ'লে জীবনভার অসহনীয় হয়, বিকট উন্মাদ এসে মনুষ্যত্বের কাঞ্চন-মন্দির শ্মশান করে ফেলে, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে ঋণের যন্ত্রণার কাছে তাও অতি তুচ্ছ! কেন আমি স্বেচ্ছায় সাংঘাতিক শত্রুর করাল কবলে গিয়ে পতিত হলেম! কেন অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে সত্য করে ঋণজালে আবদ্ধ হলেম!—ঋণ! তুই মানবের মনুষ্যত্ব অপহারী—সহস্র সহস্র দুষ্কৃতের গর্ভধারিণী জননী। তোর ছায়া স্পর্শ মাত্রে মানবের সমস্ত জীবন-স্রোত চিরদিনের জন্য কলুষিত ও কলঙ্কিত হয়। মিথ্যা তোর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রবঞ্চনা তোর আদরিণী কন্যা! নরহত্যাকারী অপরাধী যেমন বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে সচকিতে প্রহরীর পদ শব্দ অনুমিত করে, ঋণগ্রস্ত হতভাগা তদ্রূপ পবন সঞ্চারে উত্তমর্ণের আগমন আশঙ্কায়, গৌরব গরিমা মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে কোথায় মিথ্যা! কোথায় মিথ্যা! কোথায় প্রবঞ্চনা বলে যূপ সমীপস্থ পশুর ন্যায় থর থর কাঁপিয়া

থাকে। কেন—কেন—কেন আমি আপন সঞ্চয় না বুঝে সত্য করলেম? কিসের দান! কিসের ধর্ম্ম! ঋণ যা'র তা'র আবার দান ধর্ম্ম কি! বিশ্বনাথ তোমার অলঙ্ঘ্য নিয়মের সম্মুখে কিছু মাত্র অবিচার নাই। ভাগ্যের বিপক্ষে অভিযোগ করবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি অপরাধী—শত সহস্রবার অপরাধী! সঞ্চয় না বুঝে ঋণ করেছি—আমার অতি ন্যায় মত অতি সঙ্গত শাস্তি হচ্ছে।—শৈব্যার কি এখনও স্নান হয়নি—দেখি।

[প্রস্থান।

(শিবনারায়ণ ও জটাধারীর প্রবেশ)

শিব। কৈ হাট তো ফাঁক দেখছি, আমার কি ভ্রম হ'ল? হ্যাঁরে জটাধারী আজ কি বারটা বল দেখি?

জটা। বেস্পতিবার।

শিব। বৃহস্পতিবারই তো, ঠিকই তো, তা ভ্রম হবে কেন? ভ্রম হবার মত কি বয়স আমার হয়েছে? তা এই বৃহস্পতিবারেই তো দাসের হাট হয়—তা আজ একজনও বিক্রীর জন্য আসেনি কেন?

জটা। আর আসবে কোথা থেকে? চাকর কি আর পাওয়া যাবে? যত রাজা রাজড়ার মরণ নেই—পৃথিবীতে আর যায়গা খুঁজে পাননা—যত দান ধ্যান করেন সব কাশীতে এসে। দেখনা অন্ন-সত্রের উপর আবার অন্নসত্র খুলচেন। অতিথশালার তো আর গুণতি নাই, গেলেই এক মুটো অন্নও আছে ধনকড়িও পাচ্ছে; লোক আর পরের চাকরী কর্ত্তে আসবে কেন? কাশীতে এইবার যে যার নিজের মাথায় করে জল তুলতে হবে, আপনার হাতে উচ্ছিষ্টি মাজতে হবে, চাকর আর এখানে জুটচে না।

শিব। সে তো পরের কথা পরেরে বাবা, আপাততঃ আমার

একটা দাসী না হ'লে আর চলে না। বাড়ীতে দেখে এলে তো বাপ্‌, তোমার মামীর রণচণ্ডী মূর্ত্তিটে দেখে তো বেরুলে? এখন শুধু শুধু ঘরে ফিরলে আর রক্ষা থাকবে না।

জটা। তোমার যে মামা শাসন নেই .তাইত তিনি অত বাড়ান। মামী যদি আমার হাতে পড়তেন,—

শিব। ওকি কথারে বেটা? ওকিরে বেটা—"মামী আমার হাতে পড়তেন" কি কথারে বেটা?

জটা। বলি যদি—

শিব। যদি কি? এর আবার যদি কিরে বেটা? মামী মা'র তত্তুল্য!

জটা। ঐ তত্তুল্যি—তাই যদি বলচি।

শিব। না, খবরদার আর বলিসনে। তেমন বুড়ো হাবড়া হলেও বা যা হোগ হতো; শাস্ত্রমত তোর মামীকে এখনও বালাস্ত্রী বলা যায়; আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে বলেই এ বয়সে বালাস্ত্রী বিবাহ করেছি।

জটা। তা বিবাহ যা করেচ মামা, তোমার পরমায়ু কেন অনেক রকম শ্রীবিদ্ধি হবে?

শিব। তা হবে—হবে—ব্রাহ্মণীর অনেকগুলি লক্ষণ ভাল। তবে কি জানিস কোমলাঙ্গী, সেই জন্য বড় পরিশ্রমে পটু নন। আমি তো অশক্ত হয়ে পড়েছি, আর তোর দ্বারা তো কোন কাজ কর্ম্ম হবার যো নাই, সুতরাং একটা ভৃত্য না হ'লে চলে কৈ? পুরুষ অপেক্ষা একটী দাসী পেলেই ভাল হয়, সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকে। তা কৈ আজ তো কিছুই দেখছি না।

জটা। ও মামা ঐ কে একটা মাগী আসছে, সঙ্গে একটা ছেলে।

শিব। কৈ ?

জটা। ঐ যে মামা দেখতে পাচ্চনা ?

শিব। কে ঐ স্ত্রীলোকটী ? জটে মুখ ফিরিয়ে নে বলছি, সাবধান ! ওদিকে তাকাসনি। দেখতে পাচ্ছিসনি কোন ভাগ্যবানের ঘরের মেয়ে।

জটা। ভাগ্যবানের মেয়ে তো মাথায় কুটো দিয়েছে কেন ?

শিব। কুটো দিয়েছে তা কি হয়েছে ? কোথা থেকে উড়ে পড়েছে।

জটা। উড়ে পড়েছে লক্ষ্মীর সতাতো বোনের কুলো থেকে। দাসী কিনতে এসেছ জাননা যে কুটো মাথায়ই হ'ল চিহ্নিত। ঐ কুটো মাথায় যার, কপাল ভেঙ্গেছে তার।

শিব। ঐ মেয়েটী দাসী বলে বিক্রী হবে ?

জটা। কেন হবে না ? দাসী হ'লে বুঝি আর ফরসা হ'তে নেই, না নাক চোখ মুখটী টিকলো থাকলেই লক্ষ্মী অচলা হন।

শিব। আ—হা—হা !

জটা। অত গোলনা মামা অত গোলনা, তা হ'লে দর চড়ে যাবে। আর শুধু গাই নয় ঠ্যাঙে একটা বাচুর বাঁধা দেখছি।

(শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিত। না মা—না মা তুমি কোথাও যেওনা। বাবা আর তা হ'লে বাঁচবেন না, আমি কা'র কাছে থাকবো কোথায় যাব?

শৈব্যা। চুপ কর বাবা চুপ কর কেঁদনা। কে আছেন কাশীবাসী, কে আছেন করুণ-হৃদয় ব্রাহ্মণ ! কে দুঃখিনীকে দাসীভাবে আশ্রয় দেবেন ? ব্রাহ্মণ সেবার জন্য দাসী আত্মবিক্রয় করছে। যৎসামান্য মূল্য দিয়ে কেহ কি দরিদ্রা দাসীকে ক্রয় করবেন ?

জটা। দেখলে, মামা দেখলে, আমি তো বলেছিলুম মাগী দাসী। (জনান্তিকে) মামা ও শক্ত মর্দ্দ আছে কিন্তু তা বলা হবে না। তুমি চুপ কর, আমি দাম কচ্ছি। (প্রকাশ্যে) বলি হ্যাঁরে মাগী তুই তো দেখচি আপনাকে আপনিই বিক্রী কর্ত্তে এসেচিস, তোর কর্ত্তা কে—দাম কে নেবে?

শৈব্যা। আমার প্রভু নিকটেই আছেন এখনই আসবেন, আপনারা আমায় ক্রয় করুন আমি মূল্য তাঁকেই দেব।

জটা। বলি মাগী তুই সব কাজ কম্ম পারবি তো? গোয়াল দেখতে, ইঁদারা থেকে জল টানতে—তোর গায়ে তো এদিকে রক্ত নেই দেখচি, ফ্যাঁকাসে মেরে গেছিস,—তুই খাস কত?

রোহিত। হ্যাঁগা ঠাকুর! তোমার ছেলে বেলায় কি তোমার বাপ মা আচার্য্যের কাছে পড়তে দেননি? আমাদের রাজ্যে বুনোরা আসতো—তারা ইতর বুনো, তুমি তাদেরই মত কথা কচ্ছো যে।

জটা। কেরে ছোঁড়াটা? ভারি ডেঁপো,—দাসীর সঙ্গে আবার কি করে কথা কইতে হয়?

রোহিত। আচার্য্য বলতেন, যিনি যেমন লোক তিনি তাঁ'র নিজের ভাষায় কথা ক'ন।

জটা। বটে! তোর আচার্য্যিকে বলিস যে আমার নিজের ভাষায় বলে, যে ভিখিরীর ছেলেকে অত পেটচিরে বিদ্যে দিতে নেই—হতভাগা ছোঁড়া!

শৈব্যা। চুপ চুপ বাছা, ব্রাহ্মণ—গলায় পৈতে! বাছারে আর কেন অভিমান! ভুলে যা ভুলে যা! যা ছিলি ভুলে যা! যা শিখেছিলি ভুলে যা! যা জানতিস ভুলে যা! যাদের জানতিস ভুলে যা! বাপরে কাঙ্গালিনীর ছেলে কাঙ্গাল, কাঙ্গালের কিছু

থাকতে নাই! কাঙ্গালের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকতে নাই, শীত গ্রীষ্ম থাকতে নাই, সভ্যতা থাকতে নাই, কাঙ্গালের মান মর্য্যাদা থাকতে নাই—অভিমান থাকতে নাই, কাঙ্গালের প্রাণে স্নেহ মমতা থাকতে নাই, কিছুই থাকতে নাই! কাঙ্গাল—কাঙ্গাল, পৃথিবীতে তার আর অন্য পরিচয় নাই!

শিব। মা তুমি দুঃখ করনা। ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হ'লে অনেক দোষ। জটে, যখন কথা কইতে জানিসনে তখন চুপ করে থাকাই ভাল। দেখতে পাচ্ছিসনে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে! অমন রূপ অমন কথাবার্ত্তা—

জটা। মামা তুমি যেখানে সেখানে আমায় মুরুখ্যু বলে অপমান কর!

শিব। আমি তো কোন কথাই কইনি বাবা, তুমিই তো আগে পরিচয় দিলে।

জটা। তবে কি মাথায় বসিয়ে দাসীকে ভব্ পাট কর্ত্তে হবে নাকি? না হয় তাই করি—ওগো আগ্যিনী, আস্তাজ্ঞিনী হোক! দয়ামরী হয়ে আমাদের ভূতভবনে শুভ গঙ্গাযাত্রা করে আমায় ও আমার তিপ্পান্ন পুরুষকে কৃতান্ত করুন; প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন-কালে ও সন্ধ্যিকালে তিন পনেরং পঁচাত্তর পশুরি করে আটা ছাতুর ছেরাদ্দ করুন, আর আমার মাথায় এক পা, আর মামীর মাথায় এক পা দিয়ে নিচ্চিন্দি হয়ে নিদ্রাতুরাণাং হ'ন; আমি পণ্ডিত বেদব্বাঁস সুরুদ্ধ ভাষায় আপনাকে দাসী-রাণী বলে ডাকচি।

শৈব্যা। ঠাকুর দাসীকে বিদ্রূপ করেন কেন! বালকের কাথায় রাগ করতে নাই। আপনারা কি যথার্থই আমাকে ক্রয় করবেন? করেন তো আমি বড়ই উপকৃতা হই। অন্য পুরুষের

সম্মুখে বাহির হ'বনা, উচ্ছিষ্ট ভোজন করবো না; আর আমার দ্বারা ক্রীতদাসীর উপযুক্ত সমস্ত সেবাই পাবেন।

জটা। নাও মামা হয়েচে, খুব তোমার মনের মত দাসী হয়েচে, উচ্ছিষ্ট খাবেন না—তা খুব হয়েচে এক কাজ কর—সকালবেলা ঘণ্টা বাজিয়ে ওর ভোগ দিয়ে তারপর তোমার শালগেরাম বাণলিঙ্গি টিঙ্গি যা আছে তা'দের পেসাদ দিও। আর উনি তো কা'কেও মুখ দেখাবেন না—তা গোয়ালের পেচনে ওর একটা আলাদা অন্তস্‌পুর বেঁধে দিও, সেখানে সাত হাত ঘোমটা দিয়ে পাটরাণী হয়ে বসে থাকবেন; আর মামীকে বলো মাঝে মাঝে গিয়ে বাতাস করে আসবে—বাস্‌ দাসীর সেরা দাসী পেয়ে গেলে!

শিব। তুই থাম বেল্লিক ছোঁড়া। বাছা তাই হবে; তোমার মূল্য কত?

শৈব্যা। যা দয়া করে দেন।

জটা। তিন দাম্‌ড়ী—তিন দাম্‌ড়ী! যা গুণ দেখচি ওর ওপর আর এক কড়া নয়।

শিব। তুই কি চুপ করতে পারিস নি? তবু বাছা তোমায় একটা মূল্য বলতে হয়।

শৈব্যা। ঠাকুর আমি এক্ষণে যাঁ'র দাসী তিনি আমায় বিনা মূল্যে ক্রয় করেছিলেন; আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহের এক কপর্দ্দকও মূল্য আছে তা আমি বিবেচনা করি না, তবে আমার প্রভু এক ব্রাহ্মণের নিকট সহস্র সুবর্ণের জন্য ঋণী আছেন, দাসী সেই ঋণ পরিশোধার্থেই আত্ম-বিক্রয় করছে।

জটা। কি—কি কত? সহচ্ছর! সে ক' হাজার? খুব

লম্বা চৌড়া কথা দেখছি যে, গেরস্ত-বাড়ী ঢুকে তা'র সোণার গাছে মাণিকের পাতা ধরিয়ে দেবে নাকি ?—এতো দাম !

শৈব্যা। আমি আমার মূল্যের কথা বলিনি, আমার প্রভুর প্রয়োজনের কথা বলেছি।

জটা। কিনবো তোমায় আর ওজন হবেন তোমার প্রভু বুঝি ? আর ওজন দরেই বা দাসী কেনা কি ?

ব্রাহ্মণ। ওরে গাধা ওজন নয়রে ওজন নয়—প্রয়োজন। বাছা আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করবো কেমন করে ? আমায় দেখছি অন্য দাসীর অনুসন্ধান করতে হ'ল।

শৈব্যা। দেব ! আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির গৃহে বাস করবো না, আপনার যা অভিরুচি হয় কৃপা করে যাই দেন, আমায় ক্রয় করুন।

ব্রাহ্মণ। দেখ বাছা, আমি বৃদ্ধ অধিক কথা জানিনা, সংসারে ব্রাহ্মণী একাকিনী, তা'য় তিনি কিঞ্চিৎ কোমলা এই জন্যই একটী সচ্চরিত্রা মেয়ের তত্ত্ব করছি। অল্প স্বল্প মূল্যেই লওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা তোমায় অতি সুলক্ষণা দেখে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে যে তুমিই আমার গৃহে থাক, সেই জন্য পাঁচশত সুবর্ণ পর্য্যন্ত দিতে পারি ;—এখন তোমার ইচ্ছা।

শৈব্যা। আজ্ঞা তা'ই দেবেন ; আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হলেম।

রোহিত। আর ঠাকুর আমার জন্য কত দেবেন ?

ব্রাহ্মণ। তোমার আবার কি ? তুমি কে ? বাছা এটী কি তোমার—

শৈব্যা। হ্যাঁ ঠাকুর দুঃখিনীর গর্ভে যন্ত্রণা পেতেই এই শিশু এসেছিল।

ব্রাহ্মণ। তোমায় তো বাপু আমার প্রয়োজন নাই।

রোহিত। আমি মা'কে ছেড়ে থাকতে পারবো না। ঠাকুর দয়া করে আমাকে নিয়ে যান, আমি অনেক কাজ করতে পারবো। আমায় ধনুক দেবেন আপনার বাটীতে পাহারা দেব কোন শত্রু আসতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ। বাপু আমার সামান্য পুরী, শত্রু কে আসবে যে তুমি ধনুর্ব্বাণ ধরে রক্ষা করবে।

রোহিত। আমায় যা বলবেন তাই করবো। গোরু চরাব, আপনার পূজার ফুল তুলবো। মা—মা আমায় ফেলে যেওনা মা! মা আমি যে এক দণ্ড তোমার কোল ছাড়া থাকতে পারিনে! মা তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি—

জটা। যা-যা-যা-যা ছোঁড়া—নিয়ে চল, নিয়ে যাওয়া অমনি মুখের কথা! কাঁড়ি যোগাবে কে? ছ'বেলা গিলবে যে এত এত কোথা থেকে আসবে? ধান গম বড় সস্তা—না!

রোহিত। আপনারও পায়ে পড়ি, আপনি রাগ করবেন না, আমি যা বলেছি তা'র জন্য আমায় ক্ষমা করুন। আমায় যা দেবেন আমি তাই খাব—খুব কম খাব—এক একদিন খাবনা।

জটা। না-না-না—তা হবে না। ইস্ না খেয়ে থাকবেন! ঢের বেটা অমন কথা বলে।

রোহিত। না ঠাকুর আমি মিথ্যা কথা বলতে জানিনা, আমায় দয়া করে চাকর করুন। মা বলনা মা বল, আমার জন্য আর আলাদা মূল্য দিতে হবে না। ও ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে যা ফেলা যায়—যা কুকুর বেড়ালে খায় আমি তাই খেয়ে থাকবো।

জটা। ওরে বাবা সে মামীর হুদ্দো—কুকুর বেরাল কি? মামীর

দাপটে আমার মামার বাড়ী কাক চিল বসে না। তুমি যে ভাবচ কাঁড়ি কাঁড়ি ছড়াছড়ি যাবে আর সাপুটে থাবে—তার যোটী নাই, মামী আমার পিঁপড়ের গুহু থেকে চিনি টেনে বের করে নেন।

রোহিত। ওমা কি হবে মা—কি হবে মা! আমি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না মা! তবে আমায় ঐ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাও আমি মরে যাই। ওগো আমি মা ছেড়ে কেমন করে বাঁচবো।

শৈব্যা। ষাট্ ষাট্! দুঃখিনীর ধন অমন কথা ব'লনা যাদু। পিতা যদি দয়া করে দুঃখিনী কন্যার ভার গ্রহণ কল্লেন, তবে তা'র অবোধ শিশুটীকেও কাছে থাকতে দিন। কৃপা করে যে অন্ন আমায় দেবেন, তা'রই ভাগ দিয়ে আমি ওকে পালন করবো—তাই আহার করে ও আপনাদের সেবা করবে।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা তাই চল, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবো তখন, তোমার অন্ন থেকে ভাগ দেবে তা'তে আর দোষ কি? কি বল বাবা জটাধারী এতে আর তোমার মামী—

জটা। বেশী কিছু নয় তোমার পিঠে ঘা কতক কাঠের চালা দেবেন। আমায় বল মূরুখ্যু—তোমার বুদ্ধিতে বলিহারী যাই বাবা! শুনলেনা ওটা ধনুকধরা বরামারা ছেলে—হিমালয় সাগর থাবে। আর মাগী গাণ্ডে পিণ্ডে সব গিলিয়ে শুকিয়ে দড়ি হবে, তোমার জল ঘটীটি নেড়ে দেবার জোর গায়ে থাকবে না; ঐ অতগুলো সোণা দিলে সব পণ্ডচ্ছেরোম হবে।

ব্রাহ্মণ। তাইত তাইত! হ্যাঁগো বাছা, এ জটাই কি বলে? তা-তা-তা দেখ জটাই ছেলেটার জন্য মায়াটা হচ্ছে, না পোষায় তখন—

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এই যে মালক্ষ্মী এখানে। তিনি কোথায় ? আমার দক্ষিণা প্রস্তুত ?

শৈব্যা। দেব আপনার আশীর্ব্বাদে অর্দ্ধেকের সংস্থান হয়েছে।

বিশ্বা। অর্দ্ধেক ! এখনও অর্দ্ধেক ! সূর্য্য যে অস্ত যান।

শৈব্যা। প্রভু আমার সাধ্যে আর অধিক হ'ল না। পিতা কৃপা করে দাসীর জন্য যে সুবর্ণ দেবেন আজ্ঞে কল্লেন, তা এই ঋষিবরের হস্তে প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ। এঁকে—আচ্ছা এই নিন। গণনা করিয়া দেখুন পাঁচশত সুবর্ণ আছে।

জটা। ও বাবা ! বলি হ্যাঁগা ঝিঠাকরুণ, ইনিই তোমাদের মহাজন নাকি ? ঋষিবর বল্লেনা ? সাজ গোজ তো দেখছি সেই রকম, তা'র ভেতর তেজারতিটুকু আছে—

বিশ্বা। কেরে অর্ব্বাচীন—

জটা। নাও নাও ঠাকুর, অত আর আস্ফালনেতে কাজ নাই, আমি আর তোমার খাতক নই। ফিকির করেচ ভাল—এদিকে গেরুয়া পরে স্ফটিক স্তম্ভ গলায় দিয়ে খরচা টরচা বেশ কমিয়েচ, সুদের কারবারটা খুব জাকিয়ে চলবে। চল মামা চল।

বিশ্বা। মালক্ষ্মী কি আত্মবিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করলে নাকি ? সাধু ! সাধু ! তুমিই সতী পুণ্যবতী ! একেই বলে সহধর্ম্মিণী ! আমার ইঙ্গিত তবে তুমি বুঝতে পেরেছিলে ? ভাল ভাল—আমার আশীর্ব্বাদে সতী অমরত্ব লাভ কর।

শৈব্যা। দেব আর ও আশীর্ব্বাদ করবেন না, যাতে এই দুঃখের বোঝা বিশ্বনাথের চরণে শীঘ্র শীঘ্র নামিয়ে দিয়ে আর্য্যপুত্রের

কোলে গঙ্গাজলে এ জীবন ত্যাগ করতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ করুন। অমরত্ব আমার পক্ষে শুভ আশীর্ব্বাদ নয়।

বিশ্বা। বৎসে আমি তোমায় সে অমরত্বের বর প্রদান করি নাই। পৃথিবীতে সেরূপ অমরত্ব অনন্ত যাতনার সংস্থান মাত্র। যতদিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদয় হবে—যতদিন জগৎপ্রাণ সমীরণ সঞ্চারিত হবে—যতদিন পৃথিবীতে জীবের বাস থাকবে, ততদিন লোকে তোমার এই অপূর্ব্ব পতিভক্তি—এই আদর্শ দাম্পত্য-দায়িত্ব—এই নিষ্কাম আত্মবিসর্জ্জন কীর্ত্তন করবে! রমণীললামভূতা শৈব্যার নাম জগতে অমর হবে, এই প্রকৃত অমরত্ব, আমি তোমায় সেই আশীর্ব্বাদ করছি। এক্ষণে তোমার স্বামী কোথায়? এখনও সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয় নাই।

শৈব্যা। দেব, তিনি নিকটেই কোথাও আছেন, আমি স্নান করতে এসে গোপনে আত্মবিক্রয় করলেম, তাঁর চরণে অনুমতি লওয়া হ'ল না! অনুমতি প্রার্থনা করবার সাহসও আমার নাই; একথা শুনলে তিনি কি করবেন তা ভাবতেও আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছে! তাঁর ধর্ম্মই তাঁকে রক্ষা করবে! আমি চন্দ্র, সূর্য্য, ভাগীরথী, পুণ্যভূমি বারাণসী সাক্ষী করে, তাঁর চরণে বিদায় নিলেম। অধিনী তাঁর চিরদাসী, তাঁর কার্য্যেই পর-পরিচর্য্যায় দেহ নিয়োজিত কল্লেম; এখনও প্রাণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে সেই চরণেই পড়ে রইল। আমার ধর্ম্ম পুণ্য দেবতা স্বর্গ সবই তিনি, তাঁর চরণে অপরাধী হয়েছি তিনিই মার্জ্জনা করবেন। দেব! আপনি তাঁকে প্রবোধ দেবেন। স্বামিন্! প্রভু! দেবতা! নাথ! শৈব্যার বিশ্বনাথ! বিদায় হই। ধর্ম্ম যদি কর্ম্মফল খণ্ডন করেন তবে জগতে আবার চরণে স্থান পাব, নচেৎ দু'দিনের এই অভিনয়াস্তে, সেই

অনন্তধামে অবিচ্ছেদ পতিসুখ ভোগ করবার আশায় রইলেম! পিতা চলুন আর বিলম্ব করবো না, দেখা হ'লে যাওয়া হবে না, আয় বাবা আয়।

রোহিত। মা, বাবা যাবেনা ? তবে বাবাকে কখন দেখতে পাব ?

শৈব্যা। বাবা, পাবে—পাবে—

জটা। বস্ ঐ পর্য্যন্ত! অনেক রাজ্যের ঘটা শোনা গেছে, আর না, জঠরের ভেতর ছুটা চুলো জ্বলে উঠেছে।

ব্রাহ্মণ। এস মা এস।

শৈব্যা। ঋষিবর প্রণাম হই। বাবা প্রণাম কর। নাথ—বিশ্বনাথ—

[বিশ্বামিত্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিশ্বা। যদি জগতে স্বার্থ বিসর্জ্জনে আত্মসংযমে মহাতপা যোগী ঋষিকেও কেহ পরাস্ত করতে পারে—তবে সে রমণী! পতি-ব্রতা রমণী—সন্তানবৎসলা রমণীই প্রকৃত তপস্বিনী। আপনার সুখ শান্তি প্রবৃত্তি বাসনা—স্নেহময়ী রমণী পতির জন্য, সন্তানের জন্য সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে পারে, সতী আপনার হৃদ্‌পিণ্ড আপনি ছেদন করে অম্লান বদনে হাসতে হাসতে পতির চরণে ডালি দিতে পারে! মহাতপা বনবাসী তপস্বী অনাহারে অনিদ্রায় পঞ্চভূতের অত্যাচার সহ্য করে তপ করেন সেও মুক্তি কামনায়; কিন্তু নরকের বিভীষিকা সম্মুখে রেখেও সতী পতিপদ সেবার জন্য লালায়িত হন। পতির কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সতী বিচার করেন না। জগতে কামিনীই যথার্থ নিষ্কামী! একি হৃদয়! রমণীর নয়নে জল-কণা দেখে দুর্ব্বল হও কেন? এখন না—এখন না; কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য! দাম্ভিকের দর্পচূর্ণ প্রয়োজন, ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের মস্তকে

পদাঘাত করতে হবে, ধর্ম্মদর্পী হরিশ্চন্দ্রকে দুর্দ্দশার নিম্নতর স্তরে পাতিত করে ধর্ম্মের মুখে কালিমা লেপন করতে হবে। কোথায় ধর্ম্ম! এখনও এলেনা? রাজরাণী শৈব্যা বারাণসীর দাস-বিপণিতে বিক্রীত হ'ল রক্ষা করতে পারলে না! ভুলিনি—ভুলিনি! তুমিই জানকীকে পাতালে পাঠিয়েছিলে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কৈ শৈব্যা! কৈ কোথা প্রিয়ে? তোমায় না দেখে যে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখছি! কোথায় গেলে? স্নান করতে গেলে আর তো তোমায় দেখতে পাইনি। অভাগা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বনাশ-যজ্ঞে আহুতি দিয়ে জাহ্নবী কি আমার সর্ব্বস্বধন হরণ কল্লেন! হ্যাঁ মা সর্ব্বগ্রাসী আমার এইটুকু সুখও কি তোর সইল না?

বিশ্বা। বাতুলের ন্যায় কি বলছো? এদিকে চেয়ে দেখ।

রাজা। ঋষিবর?

বিশ্বা। হ্যাঁ, একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ তোমার বংশনিদান অস্তগত প্রায়।

রাজা। আমার শৈব্যাকে দেখেছেন?

বিশ্বা। দেখেছি, তোমার পত্নীপুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই।

রাজা। তা'রা কোথায়?—তা'রা কোথায়?

বিশ্বা। আমি তো তোমার দূত নয় যে আজ্ঞা মাত্র সমস্ত সম্বাদ জ্ঞাপন করবো। আমি আর পলমাত্র বিলম্ব করবো না; আচ্ছা পরিষ্কার বলনা কেন যে আমি দেবনা, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি; আমি আর তো বলপূর্ব্বক তোমার কাছে কিছু বলতে আসিনি।

রাজা। দেব! সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল সত্যের বলে আমি

আবদ্ধ, কেমন করে বলি দেবনা। কিন্তু উপায় কৈ! আপনার ইঙ্গিতে আত্মবিক্রয় করতে বিপণিতে এসেছিলেম কিন্তু গ্রহ আমায় বিরূপ, বাজারে ক্রেতা নাই।

বিশ্বা। দেখ ছলনা রাখ। ক্রেতা নাই! তুমি চিরদাসত্বে আবদ্ধ হতে স্বীকৃত হলে আর পাঁচশত সুবর্ণ সংগ্রহ করতে পারনা?

রাজা। পাঁচশত সুবর্ণ! আমি তো সহস্রের জন্য সত্যে আবদ্ধ।

বিশ্বা। হ্যাঁ—কিন্তু তোমার গুণবতী বুদ্ধিমতি সহধর্ম্মিণী স্বামীর অর্দ্ধেক ঋণ পরিশোধ করেছেন।

রাজা। সেকি! শৈব্যা?—ঋণ পরিশোধ!—কেমন ক'রে! কোথায় সে—কোথায়?

বিশ্বা। তোমার ইচ্ছা থাকলে ক্রেতা পেতে। শৈব্যা সতী, সত্যসত্যই স্বামীর ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা ছিল তাই সে ক্রেতা পেয়েছে।

রাজা। ক্রেতা পেয়েছে! শৈব্যা ক্রেতা পেয়েছে! তবে কি শৈব্যা দাসী? সহস্র কিঙ্করীর অধিকারিণী শৈব্যা দাসী! একি—একি—মেদিনী টল্‌মল্ করে কেন! আমি যাই—যাই—একেবারে দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাই।

বিশ্বা। মহারাজ ভরতাশ্রমে আমি অনেকরূপ নাটকাভিনয় দেখেছি, আপনার এই অপূর্ব্ব অভিনয় অতি সুন্দর হলেও আমার দেখবার স্পৃহা নাই।

রাজা। ঋষিবর! আপনার বাক্যে বজ্র আছে কিন্তু দগ্ধ কচ্ছে না কেন?

বিশ্বা। দগ্ধ হবার কি এতই বাসনা হয়েছে? তা সাধ পূর্ণ হবে বিলম্ব নাই। ঐ সায়াহ্ন-স্নানের জন্য সূর্য্য ভাগীরথী গর্ভে

অবতরণ কচ্ছেন। ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে ঐ রক্তপিণ্ড অদৃশ্য হলে শুধু তুমি নয় তোমার সপ্তম পুরুষের পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বর্গ সমস্তই ধ্বংস হবে।

রাজা। তেজস্বী রক্ষা করুন! ক্রোধ সম্বরণ করুন! দয়া করুন! ব্রহ্মশাপে সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি ভস্ম করবেন না। ওহো-হো-হো! শৈব্যা দাসী! রাজকুমার পরান্নে—পরগৃহে! আর কেন—আজ্ঞা করুন কি করবো? আর অভিমান নাই, আর ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই, যা'কে ইচ্ছা আমায় বিক্রয় করুন আপনার ঋণ আপনি পরিশোধ করে নিন।

বিশ্বা। এই এতক্ষণে তোমার সুবুদ্ধি উদয় হয়েছে, এইবার তুমি গ্রহমুক্ত হলে।

রাজা। কোথায় কে আছ কাশীবাসী এস—এস—দাস ক্রয় কর। কার দাসের প্রয়োজন? কার জলভার বহন করতে হবে? কার ধেনু চারণের—কাষ্ঠ ছেদনের ভৃত্য চাই—কার অঙ্গনের আবর্জ্জনা মার্জ্জনের দাসানুদাসের অভাব? এস—এস—ক্রয় কর। মুকুটবাহী শির আজ আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত।

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র! আত্মবিস্মৃত হচ্ছো কেন, পরিচয় দানে অধিক অপমানকে কেন আহ্বান করছো।

রাজা। ধন্য! ধন্য ঋষি! অর্থের ঋণ পরিশোধ হলেও ঋণী থাকবো, ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(পরাহু ও ঝিমনের প্রবেশ)

পরাহু। কুথারে? কুথারে? কে বিক্রী হোবিরে? হাঁরে তু দেখেছিস এখানে কে বিক্রী হোবে বলে চিল্লাচ্ছিল?

বিশ্বা। দেখ ক্রেতা উপস্থিত আপনাকে অর্পণ কর।

রাজা । বাপু তোমরা কে ?

ঝিমন । আরে তু চিনিস না জানিস না, কাশীতে মরতে আসছিস আর ঠিকাদারকে চিনিস না । এখানে মরবি বিশ্বনাথ কাণে রাম নাম ফুকবে শিব হোবি ; লেকেন আগে আমার সর্দ্দার পরাহু ঠিকাদারের হাতে দান কাপড়া খানি ধরে দিবি তো জ্বলিয়ে পুড়িয়ে স্বর্গে যাবি ।

পরাহু । আরে বাপরে বাপ ! আজকাল ঘাটে বড়া কাম ! আট নয়টী নোকর আছে তব্বি দু'টী ঘাট সামাল দিতে পারবো না । খালি রাম নাম সত্য হ্যায়—রাম নাম সত্য হ্যায় । কেত্তা মুর্দ্দা হামার দান কাপড়াটী ফাঁকি দেকে শিব হয়ে স্বর্গে যায় । সেই হামি আর একটী ভালা নোকর ঢুঁড়ছি । কে বিক্রী হচ্ছিস বাবা ?

বিশ্বা । দেখদেখি এ লোকটী কেমন ।

পরাহু । এতো সোণারচাঁদ আছে ঠাকুর বাবা । কোন্ ভাগ্যিমানীর বেটা হোবে, ওকি ঘাট-চণ্ডালের নোকরি করে । বুড়া মানুষকে কেন ঠাট্টা করিস ঠাকুর বাবা । বলিয়ে দে কুথা নোকর গেল ।

বিশ্বা । না না এই ভৃত্য—বলনা নীরবে রইলে কেন ।

রাজা । প্রভু এ যে চণ্ডাল, মৃতকম্বলহারী ।

বিশ্বা । বেশ তো, এই না বলছিলে যে আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত ।

রাজা । আজ্ঞে—সেটা—

বিশ্বা । কথার কথা কেমন ? বুঝেছি বুঝেছি—ধর্ম্মগর্ব্ব সত্যের অহঙ্কার সব বুঝেছি । তুমি তো ধার্ম্মিক—তোমার ধর্ম্মরাজকেই আমি চিনি । ঐ দেখ পশ্চিম আকাশে চেয়ে দেখ, তোমার ব্যবহার দেখে তোমার বংশনিদান লজ্জায় হীন-তেজ ও রক্তবর্ণ হয়েছেন ।

রাজা। তাইত তাইত! দেব যে অস্তমিত প্রায়! প্রায় কি? এখনই—এখনই যে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হবেন। দেব—দেব! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

যন্মণ্ডলং মূঢ়মতিপ্রবোধং ধর্ম্মার্থসিদ্ধিং কুরুতে জনানাম্।

তৎসর্ব্বকামক্ষয়কারণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥

প্রণাম গ্রহণ কর দেব, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, তোমার বংশে ব্রহ্মশাপ হয় ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তপোধন! তাই হোক; অদৃষ্ট! তোমার লিপি পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হউক;—শৈব্যা দাসী হয়েছে, রোহিত দাসীপুত্র হয়েছে আর অভিমান কেন! যখন পদসেবা করবো—ভৃত্য হবো—ক্রীত দাস হবো, তখন আর আমার চণ্ডাল বিচার করে কাজ কি? কে ভাগ্যবান—কে আমায় গ্রহণ করবে এস পণ দাও।

পরাহু। ঝিমন কেতো বলিরে?

ঝিমন। মানুষটা পাগলা পাগলা দেখছিনা। (রাজার প্রতি) হাঁরে তু কাম্‌টী কর্‌তে পার্‌বি তো?

রাজা। কি কাজ করতে হবে বল?

ঝিমন। কাম থোড়া বহুৎ। দক্ষিণের ঘাটটী তুহার জিম্মা হোবে, যেতো মুর্দ্দা জ্বলবে, তুই সবটির নুগা পাটা লিয়ে লিবি, আর পাঁচপণ করিয়ে কৌড়ি মুর্দ্দা পিছু হিসাব করিয়ে লিবি; দেখিস্ ভাই কিছু সাথিয়ে সুথিয়ে চুরি করিস্‌না, এ কাশীজী শিবের পুরি আছে, চুরিটী করলে ভাই কাশীর কোতোয়াল কালভৈরো জাঁতাটীতে ফেলিয়ে হাড় মড় মড় কড় কড় করিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেবে।

পরাহু। আর কামটী ঠিক করিয়ে করলে, চুরি উরি না করলে, আমি দু'টা রাজা মহারাজা মরলে ভাই তোকে এক এক

দিন পেটটী ভরিয়ে ভালা সরাপ পিলায়ে দেবে। কামতো বুঝলি? লেকেন তোর চেহারাটা বড়া ভালা আদমির মতন আছে। শুধু বিহানে এক একবার হামার শুয়ারগুলিকেভি থোড়া চরায়ে আনতে হোবে—পারবি তো?

রাজা। দেব! একি—একি! এও কি অদৃষ্টের লিপি, না তা'র ওপরে আপনার রচনা আছে?

বিশ্বা। আমার কেন! যা'র চির আরাধনা করেছ, তোমার সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম প্রতাপ! এখনও কি ইতস্ততঃ করছ? অর্দ্ধ-সূর্য্য কখন না দেখে থাক তো ঐ আকাশ পানে চেয়ে দেখ। দরিদ্র ঋণীর আবার কার্য্যাকার্য্য বিচার কি!

রাজা। কিছু না—ঠিক বলেছেন—কিছু না। আয় চণ্ডাল আয়! এই মস্তকে তৃণ দিয়ে তোর দাস হলেম। নে আমায় ঋণ মুক্ত কর, পাঁচশত সুবর্ণ এই ব্রাহ্মণকে দে।

পরাহু। পান্‌শো।

ঝিমন। (জনান্তিকে) ঠিকাদার! বাতটী বোলিস না—সুবিস্তা আছে—সুবিস্তা আছে। দেখছিস না কেমন জোয়ান; মালুম, ভালা মানসের ছেলিয়া, খাবে বি কম, আর আঁখ দু'টী সাফা আছে, চুরি ওরি করবে না; ফিন্ বিক্রী করলে দুনা মিলিয়ে যাবে।

পরাহু। পান্‌শো তো থলিয়াতে মজুত আছে—ভাই একঠো ছোটা ডিঙ্গি লেবার বি কাম ছিল—

ঝিমন। ডিঙ্গি উঙ্গি হোবে, দোসরা রোজ দেখা যাবে। ঝট্‌সে ফেলিয়ে দে নোকর ঘরলে চ', এখনই দুসরা খদ্দের আসবে। হামারা চণ্ডালকা ঘরে ঝট্‌সে কি নোকর মিল্‌তা ভাই? লিয়েলে লিয়েলে।

পরাহু। ভালা তুহারি বাত্। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) লে ঠাকুর-বাবা লে, তু বিক্রীওয়ালা? (থলিয়া প্রদান) আয় ভাই চলি আয়—ঘর চলি আয়, তুহার নামটী কি ভেইয়া?

রাজা। হরি—হরি—কি নাম বলি!

পরাহু। হরিয়া, বেশ নাম—বেশ নাম, আয় ভাই হরিয়া আয়।

রাজা। চল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজপথ।

(দুইজন বৈতালিকের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বৈতালিকদ্বয়।— (গীত)

রবিকুল রা

পরাহু। ভালা তুহারি বাত্। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) লে ঠাকুর-বাবা লে, তু বিক্রীওয়ালা? (থলিয়া প্রদান) আয় ভাই চলি আয়—ঘর চলি আয়, তুহার নামটা কি ভেইয়া?

রাজা। হরি—হরি—কি নাম বলি!

পরাহু। হরিয়া, বেশ নাম—বেশ নাম, আয় ভাই হরিয়া আয়।

রাজা। চল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজপথ।

(দুইজন বৈতালিকের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বৈতালিকদ্বয়।— (গীত)

রবিকুল রা

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। তোমরা এ সব কি গান গাইছ! জান এ হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব নয়, এখানে হরিশ্চন্দ্রের যশোগান কেন?

১ম বৈতা। আমরা ভট্ট, রাজার যশোগান করাই আমাদের কুলধর্ম্ম।

বিশ্বা। না, ওসব এখানে হবে না।

১ম বৈতা। যে আজ্ঞে, এখন অবধি মহারাজ বিশ্বামিত্রের যশোগান করবো, তাঁরও তো কীর্ত্তির অভাব নাই।

বিশ্বা। না না তা করতে হবে না। মহারাজ বিশ্বামিত্র একি!

১ম বৈতা। আজ্ঞে তিনিই তো এখন রাজচক্রবর্ত্তী।

বিশ্বা। যাক, তোমরা যাও—তোমরা যাও।

[বৈতালিকদ্বয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা। জিতলে কে!—আমি না হরিশ্চন্দ্র? সে দিব্য মহা-শ্মশানে বসে দিবারাত্র মা মা করে মহাশক্তিকে ডাকছে, পত্নী পুত্র রাজ্য ঐশ্বর্য্য—কোন চিন্তাই নাই। আর আমার—রাজত্ব

...র নির্লিপ্ত হয়ে বসলেম—দেখ একবার

...র সময় নাই!

নাগ। যা'ব আর কোথা, তোমায় ভাল করে শেখাচ্ছি—রোস্; পরিশ্রম করে মরবো আমি আর তুমি পাঠাবে সব তোমার বাপের বাড়ী; এই চল্লেম, এই ঘটী বাটী, বিছানা মাদুর, লেপ কাঁথা, টাকা কড়ি, গোরু বাছুর, সর্ব্বস্ব সেই বিশ্বেস-মিত্তিরের গর্ভে দিয়ে আসছি। তার খুব ক্ষিদে—রাজার রাণী খেয়েছে, ছেলে খেয়েছে, রাজত্বটা খেয়েছে, ঘোড়াশালা হাতীশালা খেয়েছে, গোয়ালকে গোয়াল খেয়েছে—আর আমার ক'টা জিনিস খেতে পারবে না?

বিশ্বা। তুমি কে হে বাপু?

নাগ। দেখ তো ঠাকুর, যা কিছু আনবো সর্ব্বস্ব দেব ওকে, উনি দেবেন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে—তা আর পারি না।

বিশ্বা। উটী তোমার কে?

নাগ। উটী কে বুঝতে পাচ্ছনা নাকি? ঠাকুরের কি ও পাঠ নাই নাকি? হাতের জল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়নি?

বিশ্বা। কি বলছো বুঝতে পাচ্ছিনা!

নাগ। দেখতে পাচ্ছ...

হয়? ...

নাগ। ঐ যমকে দিয়েছি, তা' হলেই হ'ল। দু'জনেই তো সর্ব্বগ্রাসী।

বিশ্বা। (স্বগতঃ) বাঃ বাঃ বাঃ; এইত উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে। ক্ষত্রিয় থেকে ঋষি—ক্রমে দেব উপাধি লাভ কচ্ছি, এ লোক চক্ষে যম দাঁড়িয়ে গেছি।

নাগ। কি ঠাকুর থমকে গেলে যে? যম-ঋষি আপনারও কিছুতে দৃষ্টি দিয়েছেন নাকি?

বিশ্বা। না, বিশ্বামিত্র কি কা'র অনিষ্ট করেছে?

নাগ। রাম কহো! অনিষ্ট কা'কে বলে তা'ই সে জানে না। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভার নিয়ে মহাকষ্ট পাচ্ছিলেন, ঋষিঠাকুর এক গণ্ডুষ জল হাতে করে এক কথায় তাঁ'কে সপরিবারে স্বর্গের পথে এগিয়ে দিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন। তা বেশ করেছেন, সেই কৃপাটুকু আমার উপর কল্লে আমিও নিশ্চিন্ত হই।

বিশ্বা। তোমার আবার কিসের নিশ্চিন্ত?

... ...নালণ্ড ... রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এই

... ...কে তৃতীয়

গিয়েছিলেন তো, এখন একবার তৃতীয়পক্ষের বিদ্যার শাসনটা সামলান; আমি ড্যাং ডেঙ্গিয়ে খালি হাত পায়ে কাশী গিয়ে বম্ বম্ করি। এখন ঋষিকে খুঁজে পেলে হয়।

স্ত্রী। হ্যাঁরে মিন্‌সে, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা আমায় বিলিয়ে দেবে? নোড়া দিয়ে তোমার যে ক'টা দাঁত আছে ভাঙ্গবো না! আয় মিন্‌সে ঘরে আয়। (টানাটানি)

নাগ। ছেড়ে দে বলছি। আমি যদি দান করে পুণ্য করি, তোর তাতে কি?

স্ত্রী। ওরে কম্‌বক্তে, আগে আমার পা পূজো করে পুণ্যি কর তারপর অন্য পূজো করবি, আয় কম্‌বক্তে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা। স্ত্রী লক্ষ্মীরূপিণী বটেন, কিন্তু একটু বক্রগামিনী হলেই সকল অনিষ্টের মূল হন। বিপ্লব বিপর্য্যয় উৎপাতাদি যেখানেই উপস্থিত, অনুসন্ধান করলে তার মূলে কোন রূপে না কোনরূপে বিশ্ববিমোহিনী রমণীর সংশ্রব পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদ পুরাণাদির উদাহরণেও তাই নির্দ্দেশ করে; সম্প্রতি তো আমিই এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য; সাধনা করলেম—মহাতপা ঋষি—ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শাসন করলেম, সর্ব্বত্রই বিজয়ী—সর্ব্বত্রই সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করে কার্য্য করেছি; আর সেই রমণীরূপিণী বিদ্যাত্রয়ের সাধনা করতে গেলেম, অমনি সাধনাও নিষ্ফল—সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষির গর্ব্বিত আসন হতে যাচক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ঘৃণিতস্তরে অবতরণ! স্বেচ্ছায় বর্জ্জিত সংসারকে মলা মিশ্রিত পরিত্যক্ত বসনের ন্যায় পুনরালিঙ্গন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহ।

কদম্বা ও শৈব্যা।

কদম্বা। বলি হ্যাঁগা এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে যে দড়ি ভাঙ্গচো আর কি কাজ নাই?

শৈব্যা। মা আপনিই তো বলেছেন জল তোলা দড়ি পুরাণ হয়ে গেছে।

কদম্বা। বলেছিলুম কি এই দেড় প্রহর বেলায় বসে ভাঙ্গতে। ও হাল্কা কাজ তো যখন ইচ্ছা করা যায়, রাত্রে সবাই ঘুমুলে টুমুলে তো নিশ্চিন্দি হয়ে ভাঙ্গতে পার। এমন কুড়ে মানুষ তো বাপু বাপের কালে দেখিনি, বসে কাজ করতে পাল্লে আর দাঁড়াতে চায়না।

শৈব্যা। এখন কি করবো অনুমতি করুন।

কদম্বা। ইস্! কাজ করতে বলতে হলে তোমায় বুঝি আমার মিনতি করতে হবে?

শৈব্যা। সেকি মা আমায় মিনতি করবেন কি! অনুমতি করবেন—আজ্ঞা করবেন।

কদম্বা। বটে! যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমি তোমায় আজ্ঞে করবো! দাসকে আমি আজ্ঞা করবো! তুই আমায় আজ্ঞা করবি।

শৈব্যা। সেকি কথা মা?

কদম্বা। ঐ কথা, সেকি কথা আবার কি? কথায় কথায় আমায় আজ্ঞা করবি, উঠতে বসতে আজ্ঞা করবি, আমি যতবার

বলবো দাসী—তুই ততবার বলবি আজ্ঞে। দাসী—দাসী—দাসী, আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে।

শৈব্যা। আজ্ঞে তাই হবে, এখন কি করতে হবে বলুন?

কদম্বা। কেন ঐ চাকীখানা নিয়ে কতকগুলো গম ভেঙ্গে ফেলনা।

শৈব্যা। পরশু তো মা দশ সের গম ভেঙ্গেছি।

কদম্বা। পরশু ভেঙ্গেছ বলে কি আজ আর ভাঙ্গতে নাই, যাও ভাঙ্গগে যাও।

শৈব্যা। আমায় বলেন ভাঙ্গছি, কিন্তু অত আটা এক সঙ্গে প্রস্তুত করে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বটে; তবে যাও গোরুর কুটিগুলো একবার ভাল করে মেখে দাওগে।

শৈব্যা। আমার ছেলে তা দিয়েছে।

কদম্বা। জল তুলেছ কি?

শৈব্যা। হ্যাঁ মা তুটো কুণ্ড ভরে দিয়েছি, ঘড়াও আর খালি নাই।

কদম্বা। এই এর মধ্যে সব কাজ হয়ে গেছে! খুব ফাঁকি দাও তো; কি কুড়ে গো কি কুড়ে!

শৈব্যা। অন্য কাজ হাতে ছিল না বলেই দড়িটে নিয়ে বসেছিলেম।

কদম্বা। ও দড়ি এখন থাক, এক কাজ কর—এই তোমার গে—এই—এই কি করবে?

শৈব্যা। যা বল মা।

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি স্থির হওনা। এই—এই—এই তোমার

গে—যাওনা একটা শক্ত কাজ আর দেখে নিতে পারনা? মনেও পড়ে না ছাই,—এই—এই—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ সিঁড়িখানা এনে তেতলার ছাতে উঠে যাও, গিয়ে—ঐ—ঐ—দেখে এস দেখি গঙ্গার জল কতটা বেড়েছে।

শৈব্যা। তা মা এই খিড়কীটে খুলে ঘাটে থেকেই দেখিনা কেন।

কদম্বা। না না ঐ ছাতে থেকেই ভাল। কথার ওপর কথা কও কেন? হ্যাঁ তোমার ছাতে গিয়ে যে আরও কাজ আছে, ঐ সোণারদের গাছ থেকে উড়ে পড়ে পড়ে এক ছাত নিমপাতা জড় হয়েছে, সেই গুলো সব পরিষ্কার করে নাবিয়ে আন।

শৈব্যা। কোন্ দিকে ফেলবো?

কদম্বা। ফেলবে কি! মনে কচ্ছো কি অমনি আলগোচে আলগোচে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হবে; কি কুড়ে গো—কি কুড়ে! শুকনো পাতা কি ফেলবার জিনিস, গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হবে, উনুন ধরানর কাজে লাগবে। আঁচলে করে চাড্ডি করে সব আস্তে আস্তে নাবিয়ে নিয়ে এস। অমন চোদ্দ হাত বাঁশের চমৎকার সিঁড়ি হয়েছে, টপ্ টপ্ করে উঠবে আর নাববে তাতে আর কি, আর কতবারই বা ওঠা নাবা করতে হবে, তিরিশ কি পঞ্চান্নবার—এই বইত নয়।

শৈব্যা। তাই যাই মা।

কদম্বা। হ্যাঁ ভাল কথা—শোন, তোমার তো আজ উপস', আজ আর তো কিছু খাবেনা।

শৈব্যা। সে আজ তো না মা—কাল যে ষষ্ঠী।

কদম্বা। হ্যাঁগো হ্যাঁ কাল ষষ্ঠী তাকি আর জানিনি, পেটে

একটা ধরিনি বলে উপসই যেন করিনি, তা বলে কি ষষ্ঠী করে মার্কণ্ড করে জানিনি। পুতের মা হয়েছ তা বলে ষষ্ঠী দেখিয়ে আমায় ঠাট্টা কেন? আমি ষষ্ঠীর উপসের কথা বলছিনি আজকের উপসটা কি করবে না? সধবা মানুষ তোমার ভালর জন্যেই বলছি।

শৈব্যা। আমি তো জানিনা মা। আজ কিসের উপবাস? বল বল আজ কিসের উপবাস? সধবাকে করতে হয়?

কদম্বা। হ্যাঁগো হ্যাঁ—এ আর জাননা, ভারি ফল। আজ যে আমলা-শুক্রবার সধবা মানুষকে আজ একটা আমলা খেয়ে থাকতে হয়, তা' হলে আর জন্মে শতেক পতি পায়—দূর মরুকগে ছাই কি বলতে কি বলি, একশো পতি নয়—পতি নয়—একশো পুত্তুর পায়।

শৈব্যা। আহা মা ভাগ্যে বলে দিলে, আমি তো জানতেম না। অবশ্য আপনিও উপবাস করবেন?

কদম্বা। আ ভাগ্যি! আমার উপস করবার যো আছে! আমার যে কুষ্টিতে বিছের ঘরে কাঁকড়া, আমার উপস করবার যো নাই। আহা কর্ত্তা সেদিন পাঁজী পড়ছিলেন তাই শুনছিলেম এ বছরের মত পুণ্যির বছর অনেকদিন হয়নি। ফি মাসে ছ'টা সাতটা করে ভাল ভাল উপসের দিন আছে। তুমি বাছা ভাগ্যিমানী সবগুলো করে নেবে আর আমি একটাও করতে পারবো না, এমন কুষ্টিও হয়েছিল। ঐ যে কিসের ঘরে কি বল্লুম?

শৈব্যা। কাঁকড়ার ঘরে বিছে।

কদম্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ বাছা, তা কর বাছা, তুমিই বাছা দেখিয়ে দেখিয়ে উপস কর, আমি নয় পাপীষ্ঠি গাণ্ডে পিণ্ডে গিলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখবো, যেমন কপাল!

জটা। (নেপথ্যে) এখানে কেন? চ', তোর মার কাছে টেনে নে যাই।

(জটাধারী রোহিতকে ধরিয়া প্রবেশ)

জটা। আজ তোর হয়েছে কি একবার দেখাচ্ছি মজা!

রোহিত। তোমার পায়ে পড়ি মামাঠাকুর মার সামনে নয়, মার সামনে আমায় মেরনা তা' হলে মা বড় কাঁদবে। আমায় ঘাটের ধারে নিয়ে গিয়ে যত ইচ্ছা মার।

জটা। তা' হলে আর মজা হ'ল কিরে বেটা। তুই বাপ্ বাপ্ ডাকবি, তোর মা আছড়া পিছড়ি খাবে তবে মারের মজা হবে।

কদম্বা। কি হয়েছে জটাই কি হয়েছে, ছোঁড়াকে মারছো কেন?

জটা। মারবো না, আমার অমন আকন্দগাছের লক্লকে ডগাটা একবারে আধহাত খানেক মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

রোহিত। দিদিমা, আর আমি অমন কাজ করবো না, আঁকসি দিয়ে ফুল পাড়তে গিয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে গেছে।

জটা। হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে, আঁকসি দিয়ে পাড়া কেন? গাছে উঠে পাড়তে পারিসনে?

রোহিত। আমি যে গাছে উঠতে পারিনা মামাঠাকুর।

জটা। গাছে উঠতে পারনা! চাকর হয়েছিস গাছে উঠতে জানিস নি? বেতের চোটে গাছে উঠতে শেখাব, পিঠের চামড়া তুলে নিচ্চি। (প্রহার)

রোহিত। ওমা এখান থেকে যাও সরে যাও, ওমা এখান থেকে সরে যাও, ওমা তুমি দেখতে পারবে না মা তুমি সরে যাও—সরে যাও, আমি মার খেয়ে তোমার কাছে যাব এখন।

কদম্বা। ওঃ এ যে কিছু বাড়াবাড়ি আদর গা—মা সরে

যাবেন তবে ছেলে মার খাবেন। অপকর্ম্ম করিস কেন? কল্লেই তো মার খেতে হয়।

শৈব্যা। মাগো এবার ক্ষমা করতে বল। এখন থেকে আরও সাবধানে থাকবে, সাবধানে কাজ করবে। আহা বাছার ননীর শরীর অমন বেত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে।

কদম্বা। ওমা কোথায় যাব গো! কালে কালে হ'ল কি! না পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম নাই। গরিবের ছেলের আবার ননীর শরীর! বেঁচে থাকলে আরও কত কি শুনতে হবে। অ্যাঁ ও জটাই এ বলে কিরে? চাকরাণীর ছেলের আবার মার খেলে লাগে! তার বুঝি আবার ভদ্দোর লোকের মত কষ্ট হয়? বাছা এত ঢং যার, তার পরের বাড়ী চাকরী করতে আসতে নাই।

শৈব্যা। ঠিক—ঠিক মা, আমার স্মরণ ছিল না। দুঃখিনীর আবার কষ্ট কি! অদৃষ্টের প্রহারে যে অহোরাত্র জ্বলছে বেত্রাঘাতে তার আর কি হবে।

জটা। ঐ নাও ঠাকরুণ আবার বেদব্বাঁস পাঠ আরম্ভ কল্লেন। মামী, মাগীকে এখান থেকে যেতে দিওনা ও দেখবে আমি ছোঁড়াটাকে পিটবো, তাইত এখানে টেনে এনেছি, চলে গেলে আর মজাটা হবে কি।

রোহিত। না গো তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে এখান থেকে যেতে দাও, না হয় আমাকে বেশী করে মেরো, মাকে দেখতে দিওনা।

শৈব্যা। মা যদি তোমার গর্ভে একটা হতো, তো হ'লে বুঝতে যে সন্তানের যাতনা দেখলে মার প্রাণ কি করে।

কদম্বা। নাও তোমার আর বাক্যি যন্ত্রণা দিতে হবে না।

জটাই দু'ঘা মারবি তার দাঁড়িয়ে দেরি কচ্ছিস কেন, যা হয় করে নেনা।

শৈব্যা। বাছারে সন্তানের নিরাপদের স্থান মায়ের কোল, কিন্তু তাও আমার তোকে দেবার স্বাধীনতা নাই। কাঙ্গালের আশ্রয় দীননাথকে ডাক, আমি অভাগিনী এখান থেকে যাই।

কদম্বা। যাচ্ছ কোথা? আমায় আজ্ঞা না করে যে চলে যাচ্ছ? জান আমি মনিব, তুমি দাসী।

শৈব্যা। জানি, জানি মা আমি তোমার দাসী! জানি মা যে দিন তোমার দাসীত্ব স্বীকার করেছি, যে দিন স্বাধীনতা বিক্রয় করেছি, সেইদিন সঙ্গে সঙ্গে আমার ইহজীবনের সর্ব্বস্বই তোমায় বিক্রয় করেছি। জানি মা শুধু এ দেহ তোমার দাসী নয়, আমার মন প্রাণ তোমার দাসী, আমার সুখশান্তি তোমার দাসী, আমার চিন্তা অনুভব তোমার দাসী, আমার স্নেহ মায়া বাৎসল্য তোমার দাসী, আমার আর নিজের সুখ দুঃখ নাই শুভাশুভ নাই, সবই মা তোমার। জানি মা এ দগ্ধ প্রাণ যদি বেত্রাঘাত দেখে ফেটে যায় তবু তুমি অনুমতি করলে হাসতে হবে। জানি মা যদি ছেলের মুখচুম্বন করে এ পোড়ার মুখে একটু হাসি আসে, তোমার ভ্রুকুটিতে সে হাসি ঠোঁটের কোণে লুকুতে হবে।

জটা। জান তো সব তবে চলে যেতে চাচ্ছিলে কেন? দাঁড়িয়ে দেখ একবার কি করি।

শৈব্যা। কি করবে ব্রাহ্মণ কি দেখাবে! এ পাষাণ প্রাণে আর কত সহ্য করতে পারে তাই দেখাবে? ব্রাহ্মণ, তুমি জান কি আমি কি দেখেছি! জান কি আমি কি সহ্য করেছি! জান কি সহস্র পল্লবিত শাখা প্রসারি বটবৃক্ষ বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েছে, তা

দাঁড়িয়ে দেখেছি! অনন্ত অতলস্পর্শ মহাসাগর শুষ্ক হয়েছে তা দাঁড়িয়ে দেখেছি! আর জান কি—কা'র হাত ধরে তুমি—তুমি—তুমি পীড়ন কচ্ছো—আর আমি কে তাই দাঁড়িয়ে দেখছি!

জটা। (স্বগতঃ) ও বাবা কেরে, রাক্ষসী না ইন্দিরের শচী? আচ্ছা দাসী তো মামা এনেছে। (প্রকাশ্যে) ঐ নে বাপু তোর ছেলে নে, বেয়াড়া ছেলে—পারিস আপনি শাসিত কর।

[প্রস্থান।

কদম্বা। ও জটাই গেলি কেন—গেলি কেন?

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

রোহিত। মা—মা—মা আমার—

শৈব্যা। দুঃখিনীর ধন—বাবারে, অঞ্চলের নিধি। (ক্রোড়ে ধারণ।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

হরিশ্চন্দ্র।

রাজা। চণ্ডালের দাসত্ব—কদন্ন ভোজন—মৃতকম্বলাহরণ! শূকর চারণ—কিন্তু তবু তৃপ্তি—তবু হৃদয়ভার অনেক লাঘব—আমি ঋণমুক্ত। অহো—হো—হো—কি সে জ্বালা! ঋণের জ্বালা কি বিষের জ্বালা! চরণে দাসত্বের নিগড় পরেছি বটে, কিন্তু প্রাণের কি কঠোর যন্ত্রণাদায়িনী নিগড় খসে গেছে। বিশ্বামিত্রের ঋণে তো মুক্ত হলেম, বসুমতীর ঋণমুক্ত হয়ে কবে চলে যাব!

আর কেন পৃথিবীতে থাকা! কার জন্য থাক্বা, আর কিসের বন্ধন? যে দু'টী কুসুম-ডোরে হৃদয় বাঁধা ছিল সে দু'টী তো ছিন্ন হয়েছে, যা'দের দেখে প্রজাপুঞ্জের শোক বিস্মৃত হতেম তারা তো আর আমার নাই! নাই—কোথায় গেল! কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে এলেম? হরিশ্চন্দ্র! বড় দর্প ছিল তুমি ধার্ম্মিক, পুণ্য সঞ্চয়ের দর্পে তুমি এক দিন মনে মনে বড় স্ফীত হয়েছিলে, দর্পহারী মধুসূদন তাই বুঝি তোমার পুণ্যের পথ বড় প্রশস্ত করে দিলেন। পতি হয়ে পত্নীকে রক্ষা করতে পারলে না! পিতা হয়ে পুত্রকে পালন করতে পারলে না! রাজধর্ম্ম তো রক্ষা করেছ—পতির ধর্ম্ম, পিতার ধর্ম্ম কি রক্ষা করতে পেরেছ? ধর্ম্ম! বলিহারি তোমার লীলা! কিসে তুমি থাক কিসে তুমি যাও কিছুই বুঝলেম না, এক বুঝেছি যে কীর্ত্তিপূর্ণ সূর্য্যবংশে খুব কীর্ত্তি রেখে গেলেম। মা ভাগিরথী তুমি এই বংশের কীর্ত্তি, মাগো কলকলনাদে ভগীরথের কীর্ত্তি ঘোষণা করতে করতে তুমি যে তরল নীলিমায় মিলিত হতে যাচ্ছ সেই অনন্ত সাগরও এই বংশের কীর্ত্তি। আবার তোমার তীরে চণ্ডালবেশে দণ্ডায়মান হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাল-কার্য্য স্ত্রীপুত্র বিক্রয়ও সেই বংশের অদ্ভুত কীর্ত্তি!

(চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ)

ঝিমন। আরে ভাই হরিয়া, তুই বোসে বোসে খালি কি শোচ্‌তে থাকিস বোলতো? এত ভাবনা কিসের? তোর খানা-পিনা কি মনের মোতো হোয়নারে ভাই?

পরাহু। আরে খানাপিনা কেমন ক'রে হোবে বোল্‌তো ঝিমন? হামাগোর সাথে খাবে না। অমাবস্যার রাতে এমন পঞ্চাইত হ'ল, তিন ঘড়া সরাব চল্লো, ওতো দিনের পুরাণো

ঘুতয়াকে মারলো, টুহলাকা মাতারি চর্ব্বিসে কি মিঠা পকোড়া বানালো। তু খালি হাম খালে সবকোই খালি আর টহলাকো মাতারি এতো কিরা দিয়্বে হরিয়াকে বোল্লে হরিয়া খেলো না।

রাজা। ভদ্র তোমার যত্নের ক্রুটী নাই। তোমার সহধর্ম্মিণীর স্নেহ আমি কখন বিস্মৃত হ'ব না। তোমাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ। স্বহস্তে পাক করে ভোজন আমার ব্রত। তোমাদের নিকট আমি যথেষ্ট দ্রব্য সামগ্রী পাই, আমার কোন অভাব হয় না, আমি যা আহার করি তা যথেষ্ট পাই।

ঝিমন। হরিয়া তু ভাই কোন্ রাজার বাড়ী কাজ করেছিস্, বড় মিঠা মিঠা বুলি শিখেছিস্, তোর মত মিঠা কথা এ বুড়াকে শিখাবি, এ বয়সে পারবো?

রাজা। ভাই, ভদ্রভাষা মিষ্টতার আড়ম্বরপূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তোমাদের সরল কথাবার্ত্তা সরল মনের ভাব প্রকাশের যথার্থ উপযোগী। তোমাদের এই ছটাঘটাহীন কথায় আমারও বড় শ্রুতি-সুখ হয়। ভাই নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ো না, তা হ'লে দুঃখকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে আনবে।

পরাহু। নিমন্তন খাবি, বোল্ আজই রাতে যোগাড় করি। তুই আপনি রসুই করবি কোরে লে। দাঁতুই বড় চিকণচাকণটী হয়েছে, বোল তুহার জন্যে মেরে দিই, আর পাঁচ সাতটী কুঁকড়া বি কাটিয়ে লিই। হ্যাঁরে হরিয়া তু শূয়ার খাবি না কেন? হামি শুনেছে, বোড়ো বোড়ো রাজারাজড়া ক্ষত্রিবাচ্ছা, বামুণের মত জমুই গলায়, বড়া বড়া শূয়ার খায়—ইয়া ইয়া দাঁত। জঙ্গলে গিয়ে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বড়া বড়া শূয়ার আপনি মেরে খায়।

ঝিমন। আরে খায় কিরে খায় কি, শূয়ার না কাটলে রাজা

বিটাদের বাপের ছরাদভি হয়না। হরিয়া, তু কি জানিস না, তুই তো রাজার বাড়ী নোকর ছিলি ।

রাজা। জানি, তুমি যা বলছ তা কতক সত্য বটে, কিন্তু মৃগয়ালব্ধ বন্য বরাহ। গ্রাম্য-শূকর কুক্কুটাদি ভোজন আর্য্যজাতির নিষিদ্ধ।

পরাহু। না বাবা হরিয়া তু ভালা করে খাওয়া ওয়া কর, নৈত বড়া দুব্‌লা হোয়ে যাবি, মোরে যাবি বাঁচবি না।

রাজা। প্রভু, তুমি শঙ্কিত হওনা, অনেক অর্থ দিয়ে তুমি আমায় ক্রয় করেছ, আমি স্বেচ্ছায় এ জীবন নষ্ট করবো না; তোমার কার্য্য করবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

পরাহু। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ! এ ঝিমন, হরিয়া বাউরা! আরে বেটা হামি কি হামার লোকসানের কথা বলচি। বড়া আদমির মত হামরা ওতো সোণা চাঁদির ভাবনা ভাবিনি, পেটটা ভোরে খেয়ে দিন গুজার হ'লেই হামরা খুসি থাকি। গঙ্গামায়ীর কসম আমি সে জন্যে বলি না। দেখ বাবা, তুই কোথা ছিলি, দেখিনি জানিনি সে জুদা কোথা ছিল, এখোন হামাদের ঘরে আস্‌ছিস্ সামনে খাওয়া দাওয়া করছিস্, টহলার মাতারিকে মা বলছিস্, এখন যে বাবা তু হামার ছেলিয়ার মাফিক হইয়েছিস্; এই দেখ সব এরা বি নোকর, তা হামি কি নোকর দেখি, কেউ ভাই আছে, কেউ ছেলিয়া আছে, কেউ ভাতিজা আছে, তুই বি তেমনটী হইয়া গিছিস্ বাবা। এখোন যে তোর বেমোটী হোলে হামাদের যে সব দুঃখু হোবে। বাপদাদার ধরম আছে মুর্দ্দা জ্বালাই, কিন্তু তোর মুর্দ্দাটী এখানে কে জ্বালাবে বাবা? এ বুড়ার বুকটী যে ফাঠিয়ে যাবে বাবা! টহলার মাতারি যে রোয়ে রোয়ে বাউরা

হোবে বাবা! তোহার মুখে যাদু আছে, তুই যে সভাইকে যাদু করিয়েছিস বাবা!

রাজা। ভদ্র! তুমি চণ্ডাল, আর—আর আমি মার্জ্জিত-হৃদয় ভদ্র। সত্যই তুমি আমার পিতা, প্রভু ব'লে অন্নদাতা ব'লে নয়,—কত কাল—কত কাল এমন স্নেহময় কথা শুনিনি। স্তবস্তুতির পরিপাটী পাঠ শুনে শুনে অরুচি হয়েছে। বাৎসল্যের এমন মধুর ভাষায় কেউ আমাকে অনেক দিন সম্ভাষণ করেনি। সহৃদয় চণ্ডাল! দুর্দ্দশার পাঠশালায় অনেক শিক্ষা হয়। মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে আমরা মনে করি যে বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন হয় না। অহো কে জান তো যে শববাহক চণ্ডালের কর্কশ অস্থি চর্ম্মে এমন কমল কোমল হৃদয় থাকে? আহা এমন কত যোজনগন্ধা সুরভি কুসুম তমসাবৃত ঘন বনমধ্যে আপনি প্রস্ফুটিত হয়ে আপনিই শুকায়ে যায়। কে জানে লোক লোচনের সুদূর অন্তরে কত কৌস্তুভ লাঞ্ছিত রত্ন খণির গভীর কালিমাময় গর্ভে অনাদরে গড়াগড়ি যায়।

ঝিমন। মণ্ডলজী বুঝলি, কুছু কুছু বুঝলি, হরিয়া কি বোল্লো? আমি ওর শুনিয়ে শুনিয়ে ভদ্রবুলি শিখছি, কুছু কুছু বুঝছি। হরিয়া বোল্লে যে মণ্ডল তু বড়া ভাল্গা আদমি, তোর মোন বি বোড়ো সাঁচ্চা, তোর মাফিক মিঠা মোন ভদ্দোর আদমির বিচে থোড়াবি আছে। হরিয়া ভাই ঠিক বলছুস্ ঠিক বলছুস্। পরাহু মণ্ডল জাতটীতে চণ্ডাল আছে, লেকেন প্রাণটীতে রাজা আছে ভাই রাজা আছে।

পরাহু। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ! হরিয়া এমন কাজটী করিসনি বাবা করিসনি! বুঢ়া আদ্‌মি দু'চার দিন বাদ হিঁয়া

লেকড়ী বিছায়ে শোবো, গঙ্গামায়ী আগুণ ঠাণ্ডা কোরে দিবে। খোসামুদী বোলে হামার মাথাটী বিগাড়ে দিসনি বাবা! আরে বাপরে বাপ! বুড়া হয়েছে—হামি বহুত দেখিয়েছে খোসামুদী বুলি বড়া কড়া নেশারে বাবা বড়া কড়া নেশা, সরাব সে বি কড়া।

রাজা। দয়াময় ভগবান! চণ্ডালের দাসত্ব করতে হবে বলে আমি তখন ঘৃণায় কাতর হয়েছিলেম, করুণানিদান, যে ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে আশ্রয় দিয়েছে, দেখো যেন তাঁর হৃদয় এই চণ্ডালের ন্যায় মহৎ ও কোমল হয়।

ঝিমন। হরিয়া, আজ ভাই তু কৌড়ি লিয়ে বাজারসে কুছু মিঠা উঠা কিনে হামাগোর সাথে বোসে খাবি তু তফাতে রবি হামলোক ছোঁবেনা, লেকেন আজ একসাথে ফূর্ত্তি করবি। ভাই আজ মণ্ডলজীকার বেটা টহালাকে লগন হোবো, সাদী হোবো, মেইয়া ঠিক হোইছে আজ লগন হোবো। ঐ শুনো ঐ শুনো মেরাঙ্ক লোক আসছে, গান বাজনা করে গঙ্গাজল সব ভরতে আসছে।

(চণ্ডাল-চণ্ডালিনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

স্ত্রীগণ—আরে পানিয়া ভরণকে যাই পানিয়া ভরণকে যাই।
রঙ্গিলা ঘাঘরি শির'পর গাগরি জয় গঙ্গা মাই॥
ভালা দুলাই দুলাইন্, আঁখে আঁখে ভুলাইন্,
যুবন মিলাইন্ রঙ্গত সঙ্গত সুহাগে গলাই॥
পুরুষগণ— বাজা ডঙ্কা বাজা শঙ্খা জয় গঙ্গা মাই।
হরজটা ঘটা লটাপটা জয় গঙ্গা মাই॥

স্ত্রীগণ— জগভাঁরি সব কোই, জোড়ি জোড়ি মিলই,
জোড়ি তোড়ি রহব কাহে মেরি লালা ছুলাই ;—
নাচ ঝুম্‌ঝুম্ মার কুম্‌কুম্ ধুম মাচাও কুসুম ঢুলাই ॥
পুরুষগণ— বাজা ডঙ্কা বাজা শঙ্খা জয় গঙ্গা মাই।
হরজটা ঘটা লটাপটা জয় গঙ্গা মাই ॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—উপকণ্ঠস্থ পথ।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্যের দ্বন্দ্বে, মৃত্তিকার আধিপত্য লয়ে বিবাদে নররক্তে ধরিত্রীকে প্লাবিতা করে, রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করবার বীর অনেক পাওয়া যায়। স্বদেশ রক্ষাই বল, স্বাধীনতা রক্ষাই বল, সকলই লোভ মাৎসর্য্যের, সকলই আত্ম গরিমা প্রভৃতি স্বার্থের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করতে কয়জন পারে! সত্যের জন্য, দীনের জন্য, পরের জন্য, আপনার সুখ ঐশ্বর্য্য যশমান স্নেহ প্রণয় দেহ প্রাণ, ধর্ম্মের অসিতে ছেদন করিতে কয়জন বীর সমর্থ হয়? শ্রীরামচন্দ্রের কোন্ বীরত্ব অধিক প্রশংসনীয়? কোন্ বীরত্ব তাঁর অমানুষিক কীর্ত্তি? দুর্জ্জয় দশানন বধ না জীবনাধিক জানকী বর্জ্জন? মানবের সংসারি-চক্ষু

স্ত্রীগণ— জগভরি সব কোই, জোড়ি জোড়ি মিলই,
জোড়ি তোড়ি সহব কাহে মেরি লালা ঢুলাই ;—
নাচ ঝুম্‌ঝুম্‌ মাঁর কুম্‌কুম্‌ ধুম মাচাও কুসুম ঢুলাই ॥
পুরুষগণ— বাজা ডঙ্কা বাজা শঙ্খা জয় গঙ্গা মাই।
হরজটা ঘটা লটাপটা জয় গঙ্গা মাই ॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—উপকণ্ঠস্থ পথ।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্যের দ্বন্দ্বে, মৃত্তিকার আধিপত্য লয়ে বিবাদে নররক্তে ধরিত্রীকে প্লাবিতা করে, রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করবার বীর অনেক পাওয়া যায়। স্বদেশ রক্ষাই বল, স্বাধীনতা রক্ষাই বল, সকলই লোভ মাৎসর্য্যের, সকলই আত্ম গরিমা প্রভৃতি স্বার্থের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করতে কয়জন পারে! সত্যের জন্য, দীনের জন্য, পরের জন্য, আপনার সুখ ঐশ্বর্য্য যশমান স্নেহ প্রণয় দেহ প্রাণ, ধর্ম্মের অসিতে ছেদন করিতে কয়জন বীর সমর্থ হয়? শ্রীরামচন্দ্রের কোন্ বীরত্ব অধিক প্রশংসনীয়? কোন্ বীরত্ব তাঁর অমানুষিক কীর্ত্তি? দুর্জ্জয় দশানন বধ না জীবনাধিক জানকী বর্জ্জন? মানবের সংসারি-চক্ষু

হায় এ তত্ত্ব বুঝে না। আজ যদি হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন লয়ে একজন জ্ঞাতির সহিত বিরোধে ক্ষতাঙ্গ হয়ে প্রাসাদের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতেন তা হ'লে লোকে রাজ-ধর্ম্ম বীরধর্ম্ম ব'লে তাঁর জয় ঘোষণা করতো, কিন্তু যে অলৌকিক বীরত্বের প্রভাবে তিনি সত্যের জন্য স্বার্থকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, অনেকে তা মতিভ্রম বা অস্বাভাবিক মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলে মনে কচ্ছে। কি ভ্রম! কি ভ্রম! অপরকে জয় করা তো অতি তুচ্ছ কথা! সিংহ ব্যাঘ্রাদি বলবান পশুতে তো তা নিত্য করে থাকে। কিন্তু সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয় আত্মজয়, আপনাকে জয় করতে হলে অলৌকিক বীরত্বের আব-শ্যক। ধন্য হরিশ্চন্দ্র! ধন্য হরিশ্চন্দ্র! কিন্তু এখনও পরীক্ষা বাকী, শেষ পরীক্ষা—অতি কঠিন পরীক্ষা! মানব হৃদয়ের অতি কোমল-তন্ত্রীতে—মায়ার অতি মধুর আবরণে সাংঘাতিক আঘাত! আহা! একে উত্তেজনা অবসাদের দাস, পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পন্ন পঞ্চভূতের দেহ, তার উপর একটী ষড় রিপু জড়িত মন,—লীলাস্থল এই মায়াকানন, পরমায়ু অতি স্বল্প, তাতে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা; কঠোর হতে কঠোরতর, অস্থিচর্ম্ম মর্ম্মভেদী পরীক্ষা! মানবের যে পদে পদে পদস্খলন হবে তাতে বিচিত্র কি? উপায় নাই! নিয়ম—বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান! ভাল ভয় নাই; যেমন সর্ব্বত্যাগী হয়ে হরিশ্চন্দ্র তুমি আমায় মাত্র আশ্রয় করে আছ, আমিও তেমনি তোমায় আমার সম্পূর্ণ তেজে তেজীয়ান রাখবো।

[প্রস্থান।

(কামন্দক ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বলি দাঁড়াওনা ঠাকুর তোমায় চিনিছি বৈকি। হ্যাঁ

চিনিছি ঠিক চিনিছি, মাণিকজোড় তোমরা প্রাণে গাঁথা আছ ভোলবার যো কি। যখন চিনিছি তোমায় বাপু তখন সন্ধানটী না নিয়ে ছাড়ছিনি।

কাম। কি চিনেছ, কৈ আমি তো কোথাও তোমায় দেখেছি বলে বোধ হয় না, তুমি কা'কে মনে কচ্ছো বল দেখি?

বিদূ। আর কা'কে মনে করবো। ইষ্টদেবতার জায়গাটা জুড়ে নিয়ে তোমার কর্ত্তা আজ এই ক'বছর ধরে বসে আছেন, অপর কিছু আর মনে করবার যো আছে! তোমায় ঠিক চিনেছি, বলি তুমি তো সেই—সেই করুণা-কুণ্ডু।

কাম। সে আবার কি?

বিদূ। বলি দয়ারসাগর বিশ্বামিত্রের চেলা যখন, তখন তুমিও তো একটা করুণা-কুণ্ডু টুণ্ডু কিছু হবে। কি একটী মধুর নামও যে তোমার আছে ছাই—ভুলে যাচ্ছি, কি—কি—আহা-হা—রস'—রস'—হ্যাঁ হ্যাঁ—কাম—কাম—কামগন্ধক না তোমার নাম?

কাম। আমার নাম তো কাম-গন্ধক, মহাশয়ের নাম কি লোভ-হত্তেল?

বিদূ। কতকটা এগিয়েছ বটে।

কাম। দাঁড়াও দাঁড়াও তো, ওহো-হো-হো—বটে—বটে—তুমি সে বিটলে না?

বিদূ। কেন বাবা, তোমার কোন্ হত্তুকীর জমিদারীতে আগুণ ধরিয়ে দিইছি যে বিটলে হলেম?

কাম। বলি তোমায় অযোধ্যায় দেখেছিলেম না, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সভায়? তুমি সেই হ্যাংলা বামুন না?

বিদূ। হ্যাঁ দেখ, রাজচক্রবর্ত্তীর খুড়তুতো ভাই, তুমি ঠাউ-

স্নেহ মন্দ নয় তবে তখন হ্যাংলামিটে সখের ছিল, এখন কিছু পেশাদারী রকমের দাঁড়িয়েছে।

কাম। কাশীতে কি ফলারের চেষ্টায় আসা?

বিদু। না বাবা, তোমার গুরুর মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট হয়েই মিষ্টান্নকে পরদারেষু মাতৃবৎ করেছি। কাশী এসেছিলেম মহারাজকে অন্বেষণ করতে, তা এতদিন ধরেও তো তাঁর সন্ধান পেলেম না। রাজরাজড়া পোষাক ছাড়লে খুঁজে বার করা বড় দায় বাবা! তবে দণ্ডী বেম্মচারী যাই সাজুন আমার চোখ এড়াতে পারতেন না। মঠে ঘাটে পাটে এই এতদিন ধরে ঘুরলেম, লুকিয়ে সন্ধান নেবার জন্য নিজেও বহুরূপী সাজলেম, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তিনজনের একজনকেও পেলেম না, এইবার সন্ধান পাব বোধ হয়।

কাম। আমার কাছে রাজার সন্ধান পাবে মনে কচ্ছো বুঝি? তবেই খুব ঠাউরেছ।

বিদু। বলি আছে কি? আছে?—তোমার গুরুঠাকুরটী রাজাকে রেখেছেন না ঝাড়ে বংশে উদরস্থ করেছেন? যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষিদে! শেষে যে রাজার হাড় ক'খানা পার পেয়েছে এমনও তো বোধ হয় না।

কাম। কি আমার সামনে আমার গুরুর নিন্দা কর।

বিদু। জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেলেন, তাই ঘোষণা কচ্ছি নিন্দা হ'ল বুঝি।

কাম। জান আমিও সেই তেজস্বী বিশ্বামিত্রের শিষ্য! মনে করলে এখনই তোমায় ভস্ম করতে পারি।

বিদু। সত্যি নাকি! করে ফেল্ বাবা করে ফেল্। তোমার গেরুয়া চিম্‌টের দিব্যি একবার দাঁত মুখ খিচিয়ে চেঁচিয়ে চা—হাড়

ক'খানা জুড়ুক, বরং আমায় ছাই গাদা করে তুই তাতে শুষ্— তাতেও আমার আপত্তি নাই; কিন্তু পুরোপুরি বিদ্যে পেয়েছিস্ তো বাবা? একবারে নিছক ছাই করতে পারবি না ঝলসে ছেড়ে দিবি? মোদ্দা বাবা, জানিস যদি রাজার সন্ধানটা বলে দে, একবার কি অবস্থায় আছে দেখি, তারপর যা হয় করিস।

কাম। হরিশ্চন্দ্রকে পূর্ব্বে কাশীতে দেখেছি বটে, কিন্তু এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন আমি তো তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না।

বিদূ। ধ্যান ফ্যান করে দেখনা বাবা যদি কিছু জানতে পারিস।

কাম। ধ্যান—ধ্যান—

বিদূ। ধ্যানের নাম শুনেই অজ্ঞান হও দেখি যে। ও বিদ্যে-টুকু হয়নি বুঝি? ঋষিগিরির ভস্ম করাটা শিখে নিয়েছ—তা ঠিক হয়েছে, যেমন গুরুর চেলা!

কাম। গুরু গুরু কচ্ছো কি? বিশ্বামিত্র কি আর আমার গুরু আছে—আমিও অনেক দিন তাঁকে পরিত্যাগ করেছি।

বিদূ। কেন বাবা ভাগ দেবার সময় কর্ত্তা চেলাকে ফাঁকি দিয়েছেন নাকি?

কাম। না ভাই, আমি অনেক দিন সহ্য করেছিলেম, "মহৎ উদ্দেশ্য" "কর্ম্মফল" এই সব বলে বুঝুতো; আমিও ভাবতুম আচ্ছা তাই থাকি, দেখি শেষটা কি গড়ায়। কিন্তু যখন ছেলেটার গায়ের গহনাগুলো খুলে কেড়ে নিলে তখন আর ভক্তি থাকলো না; আমায় দিয়েই সেই গহনা অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিয়েছিল, গঙ্গায় ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল তা বিশ্বাসঘাতকতাটা আর কল্লেম না, মন্ত্রীকে পুটুলিটী দিয়ে সেই অবধি গুরুদেবকে দূরে থেকে প্রণাম করেছি। রাজার এখনকার অবস্থা জানবার জন্য

আমিও উদ্বিগ্ন হয়েছি, এস তুইজনেই অনুসন্ধান করি। কিন্তু সন্ধান পেলেই বা কি করবো?

বিদূ। করবে আর কি! করবার উপায় কিছু কি আর তোমার দয়াল ঋষি রেখেছেন, তা থাকলে রাজ্যশুদ্ধ লোক সেই সময় এসে নূতন রাজা স্থাপন করে দিত। তবে আমার কথা এই বলতে পারি যে একবার তত্ত্ব পেলে আর তাঁর সঙ্গ ছাড়বো না। রাজা আসবার সময় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এলেন, আমি জানতে পারিনি বলেই তো ব্রাহ্মণীর কাছে অনেক মিষ্টান্ন খেয়েছি।

কাম। এখানে তুমি কোথা আছ?

বিদূ। যখন বিশ্বামিত্রের কৃপায় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন আর থাকবার স্থানের ভাবনা কি! যেদিন যে না দয়া করে তাড়িয়ে দেয়, সেদিন তার দোরেই রাজপাঠ বিছিয়ে নিই, এখন চল—তোমার কোথাও বার-দোয়ারী টোয়ারী আছে নাকি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—শ্মশান।

(আকাশে ঘোরতর মেঘ গর্জ্জন, বজ্রাঘাত ইত্যাদি।)

(পরাহু ও ঝিমনের প্রবেশ)

ঝিমন। সর্দার, এ সর্দ্দারজী! আরে কাহা বে রে?

পরাহু। আরে ভেইয়া ঝিমন্ তু কাঁহা—তু কাঁহা? বুড়া মানুষ হাতটা ধরিয়ে লে—ধরিয়ে লে—কি আঁধার রে বাপ, কি

আঁধার! সাড়েতিন্‌কুড়ি বরষ ভাই মশানে গুজারলো এমন আঁধার কভি না দেখলো।

ঝিমন। ঠিক সর্দ্দার দাদা ঠিক বলচুস্—যেন লাখো মশানের কয়লা লিয়ে সারা আকাশে ঘসিয়ে দিয়েছে, আকাশ ভরে কালা ঢালিয়ে দিয়েছে বাপরে বাপ্!

পরাহু। আর দেখ্‌চুস্ ঝিমন এক একবার এক একদিকে বিজ্‌লী চমক্‌ছে যেন নয়া চুলি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

ঝিমন। হামার আঁখে ভাই বিজ্‌লী চমক্ লাগছে, হামি কুছু আর দেখতে পাচ্ছেনা। (মেঘ গর্জ্জন)

উভয়ে। আরে বাবা—আরে বাবা—সীতারাম! সীতারাম!

পরাহু। কি আওয়াজরে বাপ্ কি আওয়াজ! আসমানে আজ কি দেবতারা লড়াই করবে ভাই।

ঝিমন। না সর্দ্দার দাদা না, আজ বড়া খারাব হামার মনে হচ্ছে। আজ ভূতপ্রেত দানাদের একটা কি ঘটা আছে। আজ মশানে বড়া উৎপাত। দত্যি দানা পেরেত পিশাচ, অঘোরি চুড়েল আজ সারারাত মশানে ফিরবে। এমনি কালী রাতটী পেলে ভূত চুড়েলের বোড়ো ঘটা হোয়। (বজ্রাঘাত) সীতারাম! সীতারাম! আজ মশানে কোন্ বাহাদুর জাগবেরে ভাই?

পরাহু। আজ রাতে কা'র পালি আছে রে ঝিমন?

ঝিমন। আজ হরিয়া বেচারির পালি।

পরাহু। ওঃ হরিয়ার! হরিয়ার প্রাণে কুছুতে ডর লাগেনা; হরিয়া ভাই কেমন মানুষ আমি তো সমঝাতে পারি না।

ঝিমন। আজ কি রাত বড়ি আঁধার, বড়ে বিজলী! ভূত চুড়েলের ঘটা, আজ কালভৈরবের ডর লাগে—হরিয়া তো হরিয়া!

সর্দার লটকা হোয় কি কনহু হোয় কা'কে বলিয়ে দেবে হামার সাথে রবে, হামি থাকে হরিয়ার জোড়িদার হোবো। (মেঘগর্জ্জন)

উভয়ে। বাপরে বাপ্! সীতারাম! সীতারাম!

পরাহু। ঝিমন হাতটী ধরিয়ে লে বুড়ার, ভাই হামি কুছু দেখতে পাচ্ছি না; (উচ্চৈঃস্বরে) এই-ই-ই—টহালাকা মাতারি একটা মোশাল দেখারে মোশাল দেখা এ-এ-এ কা মাতারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। কি ভয়ঙ্কর রজনী! আজ কি প্রলয়ের অন্ধকারে অবনী আবৃত! হ'ক প্রলয়, যাক সৃষ্টি রসাতলে আমার কি! আকাশ তুমি হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়ের ছবি প্রতিফলিত করেছ মাত্র, এ হৃদয়ের সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হয়েছে,—স্নেহ নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, সহানুভূতি নাই। সূর্য্যোদয় হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হতে আবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃতের সৎকার দেখছি। প্রজ্জ্বলিত চুল্লি-ক্ষেত্রে বাস, শবের পর শবের বিকৃত বদন দর্শন! বালক যুবতী বৃদ্ধের রোদন রোল শ্রবণ আমার জীবনের নিত্যব্রত হয়েছে! আর বিধবার আর্ত্তনাদে আমার হৃদয় চমকিত হয় না! পুত্রহারা জননী বক্ষে করাঘাত করলে এ প্রাণে আর ব্যথা লাগে না। ব্যথা—ব্যথা কার জন্য? ব্যথা আমার ব্যথার ব্যথী জীবনের সাথী—কোথায় সেই শৈব্যা!—আহা সেকি আছে? অভাগিনী কি আছে? রাজ-রাজেশ্বরী চিরআদরিণী অভিমানিনী আমার—আমার জন্য দাসীবৃত্তি স্বীকার করেছেন! আর কি সে শারদ চন্দ্রিমা এ চণ্ডালের কর্কশ কালিমা ভরা হৃদয় আলোকিত করবে! আর কি প্রণয়-বাসরের সেই অমৃতময় যৌতুক—সেই জীবনের

জীবন—প্রতিপদের চাঁদ—শত সাধের রোহিতাশ্বকে আমার কোলে—ও কেও! বামাকণ্ঠ! এ আবার কোন্ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ হয়েছে। হ'ক হ'ক আমার কি! আমি চণ্ডালের দাস, কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হই। আ-হা-হা শৈব্যা! আ-হা-হা রোহিতাশ্ব!

(শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা।— (গীত)

নাইরে নাইরে আহা-হা-হা নাই।
এই যে ছিল ছিল ছিল আর সে নাই॥
এই যে এসেছিলি মা মা মা মা বলে,
এই যাদু এসে বসে গেলি কোলে,
এই ডেকে নিনু বুকেতে চাপিনু মুখেতে চুমিনু,
পলক ফিরাতে মরি মরি মরি তখনি হারাই!
আহা আহা আহা বাপরে আমার, মা মা বলে আর ডাক একবার,
দুখিনীর সাধ, প্রতিপদ চাঁদ, ক্ষিদে বলে কাঁদ,
আমি কেঁদে বলি যাদু কোথা কিবা পাই॥
আহা দু'দিনের স্নেহে যাদু কেন ভুলাইলি,
ভেঙ্গে হৃদয়-পিঞ্জর পাখী কোথা পলাইলি,
মায়ার বন্ধন হ'লরে ছেদন, মরম বেদন—
যাদুরে বাপরে কোথায় জুড়াই।
তুই ঘুমুবি চিতায় চল কোলে লয়ে সাথে যাই॥

শৈব্যা। নাইরে! এই যে আমার বাছা ছিল কোথায় গেল! এই যে মা মা বলে কোলে উঠেছিলি কোথায় গেলি! বাপরে আমার! বাছারে আমার! বাপরে আমার!

রাজা। কেন মন কেন! ওকি আবার? চণ্ডালের বেশ, চণ্ডালের ধর্ম্ম, চণ্ডালের আচরণ, চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ, শবারণ্যে জীবন যাপন, তবে আবার রোদন রোলে কেঁপে উঠ কেন? কোন্ অভাগিনী হৃদয় ছিঁড়ে শ্মশানে ফেলতে আসছে, এমন কত আসে, নিত্য আসে—তোমার তায় কি?

শৈব্যা। ওহো-হো-হো-হো—না-না-না—আছে—আছে এই যে খেলছিল, এই যে খুদ খেয়ে ফুল তুলতে গেল! এই যে—এই যে! একি হ'তে পারে চাঁদ আমার নাই! দুঃখিনীর ধন নাই! গেছে—একবারে ছেড়ে গেছে! ওহো-হো-হো! না না আমি ভুল করেছি, পাগল হয়েছি; আমার বাছা আছে—ঘুমিয়েছে, আবার উঠবে, আবার মা বলে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। আমার বুকের ধন আমি বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যাই।

রাজা। (স্বগত) পাগলিনী, ঘুমিয়েছে বটেরে! ও বড় মজার ঘুম! ও ঘুম একদিন বই দু'দিন আসেনা। সবাই জেগে থাকে আর কে জানে কোথা থেকে একজন ঝাঁকরে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তোর ছেলে ঘুমুলো আর একদিন তুই ঘুমুবি! এই যে আমি কত ঘুমন্তর কাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছি! আংরার বিছানা পেতে দিচ্ছি! আমিও একদিন ঐ ঘুম ঘুমুবো! কবে ঘুমুবো, কত দূর—কত দূর—আয় আয় ঘুম আয় ঘুম আয়!

শৈব্যা। বাবা বিশ্বনাথ দুধের বাছা আমার তোমার বিল্বমূলে কি অপরাধ করেছিল যে সেইখানেই তা'র দংশন হ'ল।

রাজা। হুঁ সর্পাঘাত! যমের রাজ্য প্রবেশের দ্বার অসংখ্য। বলে ব্রহ্মশাপ না হলে সর্পাঘাত হয় না। জ্ঞানহীন সুকুমার শিশুকে কেন ব্রাহ্মণ শাপ দিলে! কর্ম্মফল—কর্ম্মফল! জন্মান্তরের

ঋণ পরিশোধ। এই যে আমি কি করছি! পত্নী পুত্র বিক্রয় করেছি। আবার আসতে হবে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

শৈব্যা। ওহো-হো! যদি কখন দেখা পাই, যদি—যদি কখন তিনি আসেন, যদি তাঁর প্রাণের পুত্রকে চান, তখন আমি কি বলবো, কা'কে এনে তাঁর কোলে তুলে দিব। পাব কি—পাব কি! আর কি দেখা পাব! তিনি কোথায়! এতদিন কোথায়! আর কি আসবেন! আর কি দাসীকে ডেকে গচ্ছিত রতন হৃদয়ে নিতে চাবেন!

রাজা। আহা-হা! কে এ অভাগিনী? এও কি স্বামী পরিত্যক্তা? আহা-হা! আমার একটী গচ্ছিত রতন একজনের কাছে আছে, তাকে তো আমি অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি, আমার নব কিশলয়ও সেই আশ্রয়চ্যুতা হিম-মলিন লতার স্নেহময়ী কোলে বর্দ্ধিত হচ্ছে। হচ্ছে কি—হচ্ছে কি? আছে কি—তারা আছে কি? ওহো-হো-হো জগদীশ! জগদীশ! এই কাতরা কামিনীর করুণ ক্রন্দনে আজ আমার হৃদয়-তারে বহুদিন বিস্মৃত কোমল সুর কেন বেজে উঠছে! কেন প্রাণ—কেন প্রাণ—কেন প্রাণ এত অস্থির হচ্ছো? (মেঘ গর্জ্জন)

শৈব্যা। ওহো-হো-হো কি ভীষণ! এই ঘোর কালিমাময় রজনী! অসহায়া নিরাশ্রয়া মৃতপুত্র কোলে আমি একাকিনী! বিধাতা আরও কি দেখাবে? বিপরীত বর্ত্তন তো খুব দেখালে! ঐ আকাশে কাল জ্যোৎস্নার রজত প্লাবন দেখেছি, আজ আবার কপালিনীর করাল ছায়া দানবের অনল ফুৎকার দেখছি। কে আমি আজ এখানে! অদৃষ্ট আর কত বিদ্রূপ করবে! আমি কে যে আজ এখানে! যার ইঙ্গিতে শত সহস্র দাস দাসী—(মেঘগর্জ্জন)

রাজা। কে এ! কে এ! জগতে আরও হরিশ্চন্দ্র আছে নাকি! আরও শৈব্যা, আরও রোহিতাশ্ব!—অদৃষ্ট! এক সঙ্গে কত রাজা রাণীকে পথে বসিয়েছ!

শৈব্যা। বাপরে! বাপরে আমার তোর এই সোণার অঙ্গ অনলে আহুতি দিতে হবে! তোর মুখ চেয়ে যে বাপ আমি সকল দুঃখ ভুলেছিলেম।

রাজা। রাজচণ্ডাল! এ সঙ্গীত তো অনেক শুনছো, এখনও কি অরুচি হয়নি? আরও শুনতে বাসনা। ওঠ ওঠ কর্ত্তব্য পালন কর, প্রভুকার্য্য পালন কর। চল অভাগিনীকে পুত্র সৎকারে সহায়তা করি। এ ভীষণ শ্মশানে একটা জীবন্ত প্রেত দেখলেও অনাথিনী কতকটা আশ্বস্ত হবে। (অগ্রসর হইয়া) দেখ তুমি ঘরে যাও, দান রেখে যাও যা করবার আমি করবো এখন, তোমায় আর দেখতে হবে না। তুমি জন্মকাঙ্গালিনী নয় আমি বুঝতে পাচ্ছি।

শৈব্যা। ভদ্র! তুমি কে?

রাজা। দেবি! আমি ভদ্র নই, এই শ্মশানরক্ষক চণ্ডালের দাস মাত্র। যে কাজে এসেছ এ কাজ তোমার নয়, তোমার সাজে না! তাই বলছি প্রাপ্য দান আমায় দিয়ে তুমি চলে যাও।

শৈব্যা। তুমি চণ্ডাল হলেও অতি ভদ্র হৃদয় বুঝলেম, কিন্তু তোমার উপকার নিতে পাচ্ছি না ক্ষমা কর,—এ ক্ষত্রিয় সন্তানের দেহ। ওহো-হো বাপরে—বাপরে—বাপরে আমার! আজ তোর দেহ কেমন করে চণ্ডালকে স্পর্শ করতে দিব!

রাজা। ক্ষত্রিয় সন্তান! ক্ষত্রিয় সন্তান! আর তুমি একাকিনী! ভদ্রে, তোমার কি কেউ নাই, এ বালকের পিতা কি—

শৈব্যা। বলোনা—বলোনা চণ্ডাল, শুধু ঐ কথাটী শুনতে

বাকী, এ ললাটের সব গিয়েছে, কেবল বড় যত্নে—বড় আশায় সিন্দুরটুকু রেখেছি।

রাজা। পিতা জীবিত! না জানি তবে সে কেমন নিষ্ঠুর—কেমন কঠিন তা'র প্রাণ! জীবিত আছে অথচ আজ তা'র প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠেনি! সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে সে এখনও এ শ্মশানে ছুটে এসে পড়েনি! পুত্র মৃত—বনিতা পাগলিনী—সে কেমন পিতা! কেমন সে পতি—

শৈব্যা। কেন ভদ্র সদয় হয়ে আবার নিদয় হচ্ছো। পুত্রহারা কাঙ্গালিনীকে কেন পতিনিন্দা শোনাচ্ছ। চণ্ডাল তুমি জাননা কা'কে কি বলছো। জাননা চণ্ডাল যে তুমি কোমলতার আধার দেবতাকে কঠিন বলছো, জাননা যে সত্যের অবতার স্নেহেরসাগর দয়ার পয়োধি গুণনিধিকে আমার—আমার সমক্ষে কুবচন বলে বজ্রাহত প্রাণে বিষবাণ বিদ্ধ করছো।

রাজা। পতিব্রতে! অপরাধ ক্ষমা কর। একটা পুরাতন মর্ম্মকথা মনে এসেছিল, তাই মনের ঠিক ছিল না।

শৈব্যা। ভদ্র, মায়ের আশা ফুরায় না। বাছাকে আমার—কি আর বলবো চণ্ডাল—বাছাকে আমার—অভাগিনীর কর্ম্মদোষে ফণীতে ওঃ—ওঃ—ওঃ বুক যে ফেটে যায় আর বলতে পারিনি।

রাজা। বুঝেছি দেবী, দংশনে মৃত্যু হয়েছে।

শৈব্যা। মৃত্যু! না না—না হলেও তো হতে পারে! ওগো কে তুমি মায়ের প্রাণে আশা দাওনা? বলে যে ও ক্ষত হলে মৃতের মত দেখালেও শীঘ্র মৃত্যু হয় না। শুনেছি তোমাদের জাতি অনেক মন্ত্র তন্ত্র চিকিৎসা জানে, ওগো দেখনা যদি আমার যাদুকে—অঞ্চলের নিধিকে—আমার সর্ব্বস্ব ধনকে—আমার হারাণ হৃদয়-দেবতার

গচ্ছিত রতনকে বাঁচিয়ে দিতে পার, এই আমি মুখের কাপড় খুলে দিচ্ছি তুমি একবার ভাল করে দেখদেখি। যে অন্ধকার এখানে কি আলো পাওয়া যায় না? কেমন করে দেখবে। (বিদ্যুৎ প্রকাশ)

রাজা। কি—কি—কি এ! না না! (বিদ্যুৎ) আর একবার— আর একবার দেখি। ভগবান! আর একবার। ইহলোকে সর্ব্বস্ব গিয়েছে আমার পরলোক নাও একটী বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও; তারপর যা ভেবেছি যদি তা হয় আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করো।

শৈব্যা। কেন—তুমি কেন!—তুমি কে? তুমি কেন অমন কল্লে?

রাজা। তুমি কে? ও মুখও যেন দেখেছি, চকিতে তবু যেন চিনেছি। তুমি কে? বল—বল ভাল করে কথা কও, না না শোকে তোমার স্বর বিকৃত বুঝতে পাচ্ছিনি। তার রোদনের স্বর তো কখনও শুনিনি, সে রব আমার কাণে নাই; তুমি বল, স্পষ্ট করে বল—বল তোমার নাম শৈব্যা তো নয়? বল—তুমি হরিশ্চন্দ্র বলে কা'কেও চেননা তো? তোমার রোহিত বলে একটী পুত্র ছিলনা তো?

শৈব্যা। ছিল! ছিল! গেছে আর নাই! মা বলে ডাকবার আর নাই! আর নাই! তুমি কে? তাই কি! অমন করে উঠলে, সেই—সেই! মহারাজ! আমার হৃদয়েশ্বর!

রাজা। ছুঁওনা, ছুঁওনা, চণ্ডালকে ছুঁওনা, স্ত্রীপুত্র বিক্রয়কারী চণ্ডালকে ছুঁওনা।

শৈব্যা। বটে! বাঃ বাঃ! ভগবান তবু তোমায় দয়াময় বলতে হবে, তা হবে না! কেমন নিমিষে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলে! খুব দেখালে! খাঁড়ার ঘায়ে প্রাণের কাঁটা তুল্লে! রাজরাজেশ্বর

সহস্র কিরীটের অধীশ্বর আজ চণ্ডালের দণ্ডগ্রহণ করে শ্মশানে শৃগাল তাড়না কচ্ছে! বাঃ বাঃ!

রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! শৈব্যা!

শৈব্যা। আছি মরিনি, মরবার নয়! পতি আমার, আরাধনার দেবতা আমার, অভাগিনীর ইহকাল পরকাল খুব কাজ করেছি, খুব বুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে খুব যত্নে রেখেছি—ঐ নাও, তোমার পুত্র নাও, তোমার রোহিতাস্যকে নাও, এমন রাক্ষসীর কাছেও রেখে যায়।

রাজা। বিশ্বামিত্র! বিশ্বামিত্র! ক্ষত্রিয়ত্যাগী ক্ষত্রিয়হিংসক তপস্যাগর্ব্বী যাজ্ঞিক আরও দক্ষিণা বাকী আছে! এই নাও ভাগীরথী জলতলে অন্বেষণ করো পাবে। (বেগে গমনোদ্যোগ)

শৈব্যা। (ত্রস্তে ধরিয়া) নাথ—নাথ—কোথা যাও?

রাজা। আর কেন শৈব্যা—আর জীবনে কাজ কি।

শৈব্যা। রাজধানীতে কথায় কথায় অভিমান করতেন তাই কি আজ আমায় শাস্তি দেবে? তাই কি শৈব্যার শেষ বৈধব্য ঘটাবে? তোমার জীবনে যদি কাজ না থাকে, নাথ তবে এ ছার প্রাণেই বা এত কি প্রয়োজন? তীরে দাঁড়াও, এ অচেতন সোণার পুতুল কোলে করে জলে ঝাঁপ দিই দেখ, তারপর তোমার যা সাধ থাকে করো।

রাজা। তুমি মরবে! মরতে পারবে? বসন্তের নব মুকুলিতা লতিকা আমার তোমায় চক্ষের উপর অনলে ডালি দিব! তুমি না এক ব্রাহ্মণের দাসী হয়েছিলে? মরবার জন্য তাঁর অনুমতি লয়ে এসেছ?

শৈব্যা। তুমিই কি তোমার চণ্ডাল প্রভুর অনুমতি লয়েছ?

রাজা। না মরবারও অধিকার নাই, দাসের নিজ দেহ প্রাণেও অধিকার নাই। না মরা হ'ল না—বুক ফেটে গেল! শৈব্যা মরতে পেলেম না! শৈব্যা ওঃ-ওঃ-ওঃ শৈব্যা—প্রাণের শৈব্যা আমার—

শৈব্যা। নাথ—নাথ—

রাজা। কি হবে বল আমার কি হবে, এ স্মৃতি লয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবো! ওহো-হো-হো শৈব্যা তোমার কি হবে! অভাগিনী কাঙ্গালিনীর কি হবে? ঐ আবার প্রভাতের আলো আসছে আবার এই সংসার দেখতে হবে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। অবশ্য দেখতে হবে! কেন দেখবে না! সংসারের ঘোর ঘনঘটাবৃত অমাবস্যা দেখলে, কৌমুদী হাসি-রাশি-ভাসিত পূর্ণিমা দেখবে না? তোমার পুত্রের মুখচুম্বন করবে না? রোহিতাশ্বকে রাজসভায় বসতে দেখবে না?

রাজা। ঋষি! ক্ষত্রিয়ের মর্ম্মযাতনা লয়ে বিদ্রূপ করা কি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত?

বিশ্বা। রাজন্!—না, এ সম্বোধনে তোমার সম্মান হয় না। মানব শ্রেষ্ঠ! আমি তোমায় বিদ্রূপ করতে আসিনি, যাতনা দিতে আসিনি, তোমার সত্যনিষ্ঠা কর্ত্তব্যপরায়ণতা হৃদয়ের অপূর্ব্ব বল—অলৌকিক মহত্ত্বের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে এসেছি। হরিশ্চন্দ্র! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বামিত্রকে কেউ চমৎকৃত ও মোহিত করতে পারে নাই, তুমি করেছ। আমি সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তুচ্ছ করেছি, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র নরদেহে তোমার কার্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। আর রাজলক্ষ্মী—মহীয়সী মানবী তোমায় আর কি বলবো, তুমিই সত্য সহধর্ম্মিণী! স্ত্রীলোকের এ অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর

আমি জানিনা। চরাচরে দেব নরে তোমাদের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করবে। আপাততঃ আমার প্রথম কর্ত্তব্য সম্পাদন করি। অযোধ্যার প্রজা-পুঞ্জের আশা-কমল, তোমাদের জীবনসর্ব্বস্ব রোহিতাশ্ব বিষাচ্ছন্ন, এই যজ্ঞীয় শান্তি-জলসেচনে তার চৈতন্য হ'ক। (জলসেচন)

রোহিত। মা—মা—

শৈব্যা। বাপধনরে আমার—ডাক ডাক—আবার বল, আবার বল—

রাজা। জীবনাধার রোহিত আমার! আবার তোমায় দেখলেম—

রোহিত। মা—মা—মা—

শৈব্যা। বাবা, বাবা, দেখ দেখ আর কে কোল পেতে দাঁড়িয়ে দেখ,—মহারাজ, চিনতে পাচ্ছনা ?

রোহিত। অ্যাঁ বাবা—বাবা—বাবা এমন !

রাজা। চণ্ডাল চণ্ডালরে রোহিত! বাপ কি কখন পুত্র ত্যাগ করে, তার গর্ভধারিণীকে বিক্রয় করে!

শৈব্যা। মহারাজ! এ আনন্দ দিনে কেন ভৎ'সনা করেন।

রোহিত। বাবা বাবা আমার কত ভাগ্য যে আমি আপনার পুত্র।

রাজা। (বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া) দেব! আর তো আমার নূতন পৃথিবী নাই, দ্বিতীয় শৈব্যা নাই, অন্য দেহ নাই, কি দান ক'রে কি দক্ষিণা দিয়ে আপনার সম্মান করবো। এই মহামূল্য পুরস্কার দেবেন বলে কি তুচ্ছ মৃত্তিকামুষ্টি গ্রহণ করে-ছিলেন ? আজ এই অমৃতহ্রদে অবগাহনের সুখ শত গুণ বর্দ্ধিত করবার জন্যই কি দু'দিন দীনতার তাপ দিয়েছিলেন ?

বিশ্বা। মহারাজ! সকলই কর্ম্মফল! তোমারও আমারও। আজকের ঘটনা তোমার অপূর্ব্ব কর্ম্মফল! রাজদম্পতী, এ ধরা-কারাগারে বাস আর তোমাদের সাজে না। যদি আমার তপস্তার প্রভাব থাকে তবে তোমরা সশরীরে স্বর্গে গমন করবে, রোহিতাশ্ব অযোধ্যার সিংহাসনে বসে পৃথিবী পালন করবে। এই বারাণসী ধামে আমি কুমারকে স্বয়ং অভিষিক্ত করবো। তোমার সাধুহৃদয় মন্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন, আমার আদেশে দশাশ্বমেধ তীর্থে তারই আয়োজন কচ্ছেন, চল আমরা সেখানে যাই।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

(ধর্ম্মকে দেখিয়া) কি দেবতা! আমি তো কার্য্য সমাধা করলেম, এখন আপনার উদয় কি জন্য? আশীর্ব্বাদ করতে? আপনার সেবা করে এঁদের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে দেখলেন তো? দুর্গতিটী আপনার সহোদরা না জ্যেষ্ঠ সন্তান?

ধর্ম্ম। বলি সে কথা তোমাতে আমাতে না হয় পরে বিচার হবে, আপাততঃ ধর্ম্মের প্রভাব ধার্ম্মিকের জয়টা তো দেখলে?

বিশ্বা। দেখলেম না খুব দেখলেম! সসাগরা ধরাধিপের শূকর-চারণ, অকলঙ্ক চন্দ্রমাসম রাজকুমারের সর্পাঘাত! অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রাজরাজেশ্বরীর মৃতপুত্র ক্রোড়ে বিভীষিকাময় শ্মশানে একাকিনী হাহাকার! ধর্ম্ম তোমায় আমি মর্ম্মে মর্ম্মে চিনি।

ধর্ম্ম। তারপর মৃতপুত্রের জীবন লাভ, সসাগরা ধরার আধি-পত্য লাভ, ধার্ম্মিক রাজদম্পতীর সশরীরে স্বর্গলাভ—

বিশ্বা। বটে বটে, ধর্ম্মের স্মৃতি চিরদিনই দুর্ব্বল। বিস্মৃত হচ্ছেন কেন, এগুলি যে আমার ব্যবস্থা। শুদ্ধ তাই—আমার তপঃ-

প্রভাবে আমার আজ্ঞায় হরিশ্চন্দ্র সস্ত্রীক সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করবে আর এঁদের জন্মপরিগ্রহ করতে হবে না।

ধর্ম্ম। সাধু—সাধু ঋষিবর! এরূপ মুক্তকণ্ঠে পরাভব স্বীকার আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত।

বিশ্বা। পরাভব! বিশ্বামিত্রের পরাভব! কা'র নিকট পরাভব?

ধর্ম্ম। আর কার! এই আমার নিকট মাত্র। এতে আপনার গর্ব্বিত ভিন্ন লজ্জিত হবার কারণ নাই। অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবে হরিশ্চন্দ্র জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল এক জন্মে খণ্ডন করে অক্ষয়স্বর্গ লাভ করবে, তাই ব্রহ্মপদ তুচ্ছকারী তুমি বিশ্বামিত্র এতদিন যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করে ধার্ম্মিকের রাজ্য রক্ষা করেছিলে। মায়ার অতীত তুমি বিশ্বামিত্র শৈব্যার অলৌকিক পাতিব্রত ধর্ম্মে মোহিত হয়ে আজ তার মৃত পুত্রকে যজ্ঞজলে পুনর্জ্জীবিত করলে; দম্ভের অবতার তুমি বিশ্বামিত্র আজ পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগে অনির্ব্বচনীয় সত্যধর্ম্মে মোহিত ও বিস্মিত হয়ে স্বয়ং তার অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করলে। ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার মহিমা তোমার ন্যায় অল্প লোকেই ঘোষণা করেছে, অল্প লোকেই তোমার ন্যায় আমার সম্মান করেছে।

বিশ্বা। ধর্ম্ম তুমি আছ, আমি বলছি তুমি আছ। ফলটা অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে দাও কিন্তু আছ। বিশ্বামিত্র দর্পী কিন্তু মুক্তকণ্ঠ, তুমি সত্য সত্যই আছ।

(বিদূষক, পরাহু ও কামন্দকের প্রবেশ)

পরাহু। ছুঁসনি ঠাকুর বাবা ছুঁসনি হামি চণ্ডাল। আরে আমার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা!

বিদূ। ছোঁবনা কিরে বুড়ো তোকে ছোঁবনা কি? তুই চণ্ডাল! আমার মহারাজকে তুই ছেলে বলেছিস তোকে কাঁধে করে নাচতে নাচতে আমি কাশী প্রদক্ষিণ করবো—ছোঁব না!

পরাহু। আরে বাবা, আমার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা! হামি পাগল হয়েছেরে পাগল হয়েছে! হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা! আরে টহলীকা মাতারি, হামার হরিয়া রাজারে তুহার হরিয়া রাজা! পরাহু চণ্ডালের ছেলিয়া হরিয়া রাজারে রাজা!

বিদূ। চণ্ডাল কি! চণ্ডাল কি! আমার মত সাতটা বামুনের সাত গাছা পইতে হলে তবে বুড়ো তোর মান্য হয়। তুই আমার রাজাকে প্রাণ দিয়ে যত্ন করেছিস, আমি সব শুনলেম।

বিশ্বা। কামন্দক যে, কোথা থেকে?

কাম। আজ্ঞে জানেনই তো বুদ্ধি শুদ্ধি তেমন কখনও সুবিধা রকমের নয়, তাই আপনাকে দূরে থেকে নমস্কার করেছিলেম। কিন্তু প্রভু, আপনি যে মধ্যে মধ্যে দেবতাদের নাকানি চোবানি খাওয়ান তা বেশ করেন! এই সদ্য গব্য ননীর মতন এত বড় একটা দলদলে প্রাণ নিয়ে, একটা দিকপাল রাজার বুকে না দিয়ে দেবতারা কিনা এই চণ্ডালের হাড় মাসের ভিতর পুরে দিয়েছে! প্রভু, সব করেছেন এক গণ্ডূষ জলটল দিয়ে এই চণ্ডালটার কিছু করে দিন, এ লোকটা চণ্ডাল!

পরাহু। আরে কুছ্ করতে হবেনারে কুছ্ করতে হবেনা। হরিয়া তুই বাবা মটুকটী মাথায় দিয়ে বোস হামি একটীবার দেখিয়ে এইখানে শুয়ে পড়ি মরিয়ে যাই। হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা।

রাজা। রাজর্ষি! এই মহানুভব কোমল হৃদয় চণ্ডাল দারুণ দুর্দ্দিনে বাৎসল্য স্নেহে আমার প্রাণে শান্তি দান করেছে, যদি আমার কিছু পুণ্য থাকে আমি তাও অর্পণ করতে প্রস্তুত আছি আপনি এর স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করুন।

পরাহু। স্বর্গে! ও বাবা! সেখানে বামুন আছে, রাজা আছে, ভদ্দর ভদ্দর আদমি আছে, হামি সেখানে গিয়ে কি করবে বাবা। হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা!

রাজা। চণ্ডাল! পিতা!

পরাহু। বোল বোল আবার বোল, হামার স্বর্গ হয়েছেরে স্বর্গ হয়েছে। হামি রাজার বাবারে রাজার বাবা। হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা!

বিশ্বা। সাধুহৃদয় চণ্ডাল, কুসুমদলের সঙ্গে ক্ষুদ্র কীটও দেবতার শিরে স্থান পায়। তোমার নিজের হৃদয় অতি মহান, আবার এই বারাণসীর শ্মশানে লক্ষাধিক শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা তোমার জন্মান্তরিণ কর্ম্মফল খণ্ডন হয়েছে, হরিশ্চন্দ্রের সাধু সঙ্গে তোমার স্বর্গে অধিকার হয়েছে, যাও ধর্ম্মের প্রভাবে ও আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সেইখানে যাও। যেখানে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা বিচার নাই, যেখানে বিশুদ্ধ পবিত্র আত্মা-মাত্রকে আলিঙ্গন দিবার জন্য আনন্দময় পরমাত্মা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অঙ্কবিস্তার ক'রে পদ্মাসনে বসে আছেন তুমি সেইখানে যাও। ধর্ম্ম আমি আবার বলি, তুমি আছ—আছ—আছ। আমি তোমার নিন্দা করেছি, আমিই তোমার জয় ঘোষণা কচ্ছি, ত্রিলোকে অবশ্য করবে। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়!"

সকলে। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়!"

ধর্ম্ম। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!

যবনিকা।